আকিদাহ

সহজ পাঠ

শাইখ হামুদ বিন উকলা আশ-শুয়াইবি (রহ.)

অনুবাদ

আল আমীন বিন তাজুল ইসলাম

Scanned by CamScanner

بسم الله الرحمن الرحيم

আকিদার সহজ পাঠ

Scanned by CamScanner

আকিদার সহজ পাঠ

মূল (আরবি) : শাইখ হামুদ বিন উকলা আশ-শুয়াইবি (রহিমাহুল্লাহ)

অনুবাদ : আল আমীন বিন তাজুল ইসলাম

অনুবাদ-যাচাই (নিরীক্ষণ) : সালমান মাসরুর

ভাষা-সম্পাদনা : তাইব হাসান

سيرة

সীরাত পাবলিকেশন

Scanned by CamScanner

আকিদার সহজ পাঠ

গ্রন্থস্বত্ব ©সাজিদ ইসলাম

প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর, ২০২১

ISBN: 978-984-95915-0-4

সীরাত পাবলিকেশন

৩৮/৩ বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ০১৭৮৯-১৪২৪৬১

www.facebook.com/seeratpublication

Email: seeratpublication@yahoo.com

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com

wafilife.com

প্রচ্ছদ: আবুল ফাতাহ

পৃষ্ঠাসজ্জা: সাজিদ ইসলাম

বানান: সাজিদ ইসলাম

মূল্য : ১৭৬ ৳

.....

Aqidar Sohoj Path By Shaykh Hamud Bin Uqla Ash-Shubaybi Translated By Al Amin Bin Tazul Islam, Published By Seerat Publication, Dhaka, Bangladesh.

Scanned by CamScanner

বিষয়সূচি

কিছু কথা ৯

লেখক পরিচিতি ১১

মুকাদ্দিমাহ ১৭

অধ্যায় : এক

ঈমান বাড়ে-কমে ২০

অধ্যায় : দুই

আল্লাহর ওপর ঈমান ২২

তাওহিদুর রুবুবিয়াহ ২৪

তাওহিদুল উলুহিয়াহ ২৫

তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত ২৬

অধ্যায় : তিন

ফেরেশতাদের ওপর ঈমান ২৮

ফেরেশতাদের দায়িত্ব ৩১

অধ্যায় : চার

কিতাবের ওপর ঈমান ৩৬

অধ্যায় : পাঁচ

নবি ও রাসূল ৪১

Scanned by CamScanner

অধ্যায় : ছয়

আখিরাতের ওপর ঈমান ৪৪

অধ্যায় : সাত

মাহদির আত্মপ্রকাশের ওপর ঈমান ৪৬

অধ্যায় : আট

দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের ওপর ঈমান ৪৭

অধ্যায় : নয়

ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণের ওপর ঈমান ৪৮
ইয়াজুজ-মাজুজ আত্মপ্রকাশের প্রতি ঈমান ৪৯

অধ্যায় : দশ

চতুষ্পদ জন্তু বের হওয়ার প্রতি ঈমান ৫১

অধ্যায় : এগারো

পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় ৫২

অধ্যায় : বারো

কবরের ফিতনা এবং এর আযাব ও নিয়ামত ৫৩

অধ্যায় : তেরো

শিঙ্গায় ফুঁকের ওপর ঈমান ৫৭

অধ্যায় : চৌদ্দ

পুনরুত্থান ও হাশরদিবসের ওপর ঈমান ৫৯

অধ্যায় : পনেরো

বিচার দিবসের ওপর ঈমান ৬১

অধ্যায় : ষোল

মিযানের ওপর ঈমান ৬২

Scanned by CamScanner

অধ্যায় : সতেরো

পুলসিরাতের ওপর ঈমান ৬৩

অধ্যায় : আঠারো

হাউযে কাউসারের ওপর ঈমান ৬৫

অধ্যায় : উনিশ

শাফাআতের ওপর ঈমান ৬৭

অধ্যায় : বিশ

জান্নাতের ওপর ঈমান ৭১

অধ্যায় : একুশ

জাহান্নামের ওপর ঈমান ৭৩

অধ্যায় : বাইশ

তাকদিরের ওপর ঈমান ৭৫

অধ্যায় : তেইশ

আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা ৮৪

অধ্যায় : চব্বিশ

আল্লাহর গুণাবলির ওপর ঈমান ৮৬

অধ্যায় : পঁচিশ

তাকফিরের মাসআলা ১১৪

অধ্যায় : ছাব্বিশ

মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব ঈমানের অন্তর্ভুক্ত ১১৭

অধ্যায় : সাতাশ

কাফিরদের সাথে শত্রুতা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত ১২০

Scanned by CamScanner

অধ্যায় : আটাশ

ওলিদের কারামাতের ওপর ঈমান.....১২২

অধ্যায় : ঊনত্রিশ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার এবং তাঁর সাহাবিদের ভালোবাসা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত ১২৩

অধ্যায় : ত্রিশ

প্রতিশ্রুতি এবং শাস্তিপ্রদানের ওপর ঈমান..... ১২৫

অধ্যায় : একত্রিশ

ঈমানের অন্তর্ভুক্ত একটি অধ্যায়.....১২৭

Scanned by CamScanner

কিছু কথা

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

আমরা সবাই জানি, মানবপ্রেরণের মহান উদ্দেশ্য তাওহিদ। অর্থাৎ, ইবাদাতে তাওহিদ প্রতিষ্ঠা। আর মানবজাতির মূল উদ্দেশ্য স্রষ্টার সন্তুষ্টির মাধ্যমে পারলৌকিক মুক্তি। এ দুই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন তখনই সম্ভব, যখন মানবজাতি স্রষ্টা-দেখানো মত-পথ, আদর্শ ও আকিদা গ্রহণ করে নেবে। সেই আকিদা-বিশ্বাসের ওপর চলবে, যা আল্লাহ সমগ্র মানবজাতির জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহপ্রদত্ত আকিদা ধারণ ছাড়া মানবজাতির চূড়ান্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন কস্মিনকালেও সম্ভব নয়। আকিদা মানবপ্রসূত যুক্তি, চিন্তা ও আদর্শের ভিত্তিতে হতে পারে না। ইসলামি আকিদার ভিত্তি-ই ওহি। মানুষ যখনই সীমাবদ্ধ আকল দিয়ে নিজ আকিদা মাপতে চেয়েছে, আকিদা গড়তে চেয়েছে, তখনই জমিনে অনাচার সৃষ্টি করেছে। নানা ধর্ম, দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছে। আল্লাহর দেয়া অমোঘ আকিদা-বিশ্বাসে পরিবর্তনের খেসারত দিতে হয়েছে পুরো সৃষ্টিকেই। যুদ্ধ, বিগ্রহ, ফাসাদে ভরপুর হয়েছে এই ভূপৃষ্ঠ। আল্লাহর দেয়া সরল আকিদা-বিশ্বাসে যুক্ত করেছে যুক্তি ও দর্শনের প্যাঁচালো ধাঁধা। অবশেষে সহজবোধ্য আকিদা পরিণত হলো দুর্বোধ্য যুক্তিমালায়।

অথচ ইসলামি আকিদা এত স্বচ্ছ ও সরল যে, এক অক্ষরজ্ঞানহীন ব্যক্তির পক্ষেও তা ধারণ করা সম্ভব। যুগে যুগে মহান উলামা কিরাম আহলুস সুন্নাহর সরল আকিদা প্রতিরক্ষায় অনেক বই লিখে গেছেন। শাইখ হামুদ বিন উকলা আশ-শুয়াইবি রহিমাহুল্লাহ রচিত **'আকিদাতু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ'** বইটিও এর ব্যতিক্রম নয়। এ বইয়ে শাইখ নিজ পক্ষ থেকে খুব কম কথাই বলেছেন। প্রচুর নুসুস এনেছেন তাঁর এই বইয়ে। আল্লাহর প্রশংসা, বাংলাভাষী ভাই-বোনদের জন্যে বইটি অবশেষে সম্পূর্ণ হলো। বইয়ে অতিরিক্ত টীকাযুক্ত করা থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকার নীতি অবলম্বন করা হয়েছে। শাইখ যেভাবে সরল বর্ণনা এনেছেন, এর ওপরই থেমে যাবার চেষ্টা করা হয়েছে। দুআ করি, আল্লাহ যেন

Scanned by CamScanner

বইটি কবুল করে নেন। আহলুস সুন্নাহর আকিদা প্রচারে বইটিকে অন্যতম উসিলা করেন।

তাইব হাসান
ভাষা-সম্পাদক
১৪ মার্চ, ২০২১

Scanned by CamScanner

লেখক পরিচিতি

জন্ম ও পরিচয় : পুরো পরিচয় আবু আব্দুল্লাহ হামুদ বিন আব্দুল্লাহ বিন উকলা বিন মুহাম্মাদ বিন আলি বিন উকলা আশ-শুয়াইবি আল-খালিদি। তিনি বনু খালিদ গোত্রের লোক। তাঁর পঞ্চম প্রপিতামহ (উকলা) জাযিরাতুল আরবের পূর্ব প্রদেশ থেকে শাকরায় চলে আসেন। তারপর কাসিমে এসে সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করা শুরু করেন। শাইখ হামুদ ১৩৪৬ হিজরিতে (১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দ) কাসিম প্রদেশে অবস্থিত বুরাইদাহর আশ-শাক্কাহ নামক শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই বেড়ে ওঠেন।

পড়াশোনা ও ইলম-অর্জন : ছয় বছর বয়স থেকেই শাইখের পড়া-লেখা শুরু। ১৩৫২ হিজরিতে (১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দ) সাত বছর বয়সে গুটিবসন্তের ফলে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান। শাইখ আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক আল-উমারির তত্ত্বাবধানে কুরআন হিফয শুরু করেন। ১৩৫৯ হিজরিতে (১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দ) তেরো বছর বয়সে তিনি কুরআন-হিফয সম্পন্ন করেন। তবে ১৩৫১ হিজরিতে (১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ) তিনি হিফয ও তাজবিদে পূর্ণ দক্ষতা অর্জন করেন। তাঁর বড় হয়ে উঠা ও শিক্ষাদীক্ষার পেছনে তাঁর বাবার অবদান ছিল অনেক বেশি। তিনি তাঁর ছেলেকে তালিবুল ইলম বানাতে আগ্রহী ছিলেন। কুরআন-হিফয করার পর শাইখ হামুদ তাঁর বাবার সাথে খেজুর বাগানে যতটুকু পারতেন কৃষিকাজ করতেন। ১৩৬৭ হিজরিতে (১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দ) বাবার নির্দেশে ইলম-অর্জনের জন্য রিয়াদে আসেন। শাইখ আব্দুল লতিফ বিন ইবরাহিম আলুশ-শাইখের অধীনে তিনি অধ্যয়ন শুরু করেন। 'আল-আজরুমিয়াহ', 'উসুলুস সালাসাহ', 'আর-রাহবিয়াহ ফিল ফারাইদ' ও 'আল-কাওয়ায়িদুল আরবাআহ' কিতাবগুলো বুঝে মুখস্থ করেন, অধ্যয়ন সম্পন্ন করেন। ১৩৬৮ হিজরিতে (১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ) শাইখ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম আলুশ-শাইখের অধীনে অধ্যয়নের জন্য যান। 'যাদুল মুস্তাকনি', 'কিতাবুত তাওহিদ', 'কাশফুশ শুবহাত', 'আল-ওয়াসিতিয়াহ', নাওয়াবির চল্লিশ হাদিস, 'আলফিয়াতু ইবনি মালিক', 'বুলগুল মারাম' দিয়ে পড়া শুরু করেন। আবশ্যক শর্ত হিসেবে বুনিয়াদিভাবে সবাইকেই এ কিতাবগুলো পড়তে হতো। 'আত-তাহাবিয়াহ', ইমাম

Scanned by CamScanner

সাফারিনির 'আদ-দুররাতুল মুদিয়াহ' ও ইবনু তাইমিয়ার 'আল-হামাবিয়াহ' ১৩৬৮ হিজরি (১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহিম আলুশ-শাইখের কাছে একান্তভাবে পড়তে থাকেন। সূরাহ ফাতিহার মতো করে শাইখ হামুদ এ সবগুলো বই মুখস্থ করেন। ১৩৭১ হিজরিতে তিনি 'আল-মাহাদুল ইলমি'-তে ভর্তি হন। তাঁর জীবনে শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহিম আলুশ-শাইখের বিশাল প্রভাব রয়েছে।

শাইখের কিছু শিক্ষক :

১. শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায (রহিমাহুল্লাহ)। তিনি তাঁকে তাওহিদ ও হাদিস পড়িয়েছেন।
২. শাইখ মুহাম্মাদ আল-আমিন আশ-শানকিতি।
৩. শাইখ আব্দুর রহমান আল-আফরিকি; হাদিস বিশেষজ্ঞ একজন আলিম।
৪. শাইখ আব্দুল আযিয বিন রাশিদ। তিনি তাঁকে ফিকহ পড়িয়েছেন।
৫. শাইখ আব্দুল্লাহ আল-খুলাইফি ও শাইখ হামাদ আল-জাসির তাঁকে বাক্যশৈলী ও শ্রুতলিপি শিক্ষাদান করেছেন।
৬. মিশরিয় কিছু আলিম তাঁকে নাহু (ব্যাকরণ) ও বালাগাত (অলঙ্কারশাস্ত্র) শিক্ষাদান করেন। যেমন, শাইখ ইউসুফ উমার হুসনাইন, শাইখ আব্দুল লতিফ সারহান ও শাইখ ইউসুফ আদ-দাবা।
৭. শাইখ সাউদ বিন রাশুদ। তিনি রিয়াদ কোর্টের বিচারক ছিলেন।
৮. শাইখ ইবরাহিম বিন সুলাইমান।

শিক্ষকতা জীবন : শরিয়াহ অনুষদ থেকে গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করার পর তাঁকে 'ওয়াদি আদ-দাওয়াসির' শহরের বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। এ জন্য শাইখ মুহাম্মাদ আল-আমিন আশ-শানকিতি শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহিম আলুশ-শাইখকে বলেন, শাইখ হামুদ বিচারকাজে নিয়োগ পেতে পারেন না, তিনি শিক্ষকতাতেই বেশ যোগ্য। শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহিম বিচারকাজে কাউকে নিয়োগ করলে কখনো আর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতেন না, যাই ঘটুক সিদ্ধান্তে অনড় থাকতেন। কিন্তু তিনি শাইখ আশ-শানকিতিকে অনেক সম্মান করতেন, শ্রদ্ধা করতেন। ফলে তিনি শাইখ আশ-শানকিতির কথা মেনে নেন। ১৩৭৬ হিজরিতে (১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দ) 'আল-মাহাদুল ইলমি'-তে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এরপর ১৩৭৭ হিজরিতে শরিয়াহ অনুষদের শিক্ষক হন। ১৩৭৭-১৪০৬/১৪০৭ হিজরি (১৯৫৬-১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত তিনি শিক্ষকতা করেন এবং অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। এরপর তাঁকে বাধ্যতামূলক অবসরে যেতে হয়। মাহাদ ও অনুষদে যত বিষয় পড়ানো হয়, তার সবগুলোই তিনি সেখানে

Scanned by CamScanner

পড়াতেন। যেমন, তাওহিদ, ফিকহ, ফারায়িদ, হাদিস, উসুল, বালাগাত, নাহু ইত্যাদি। তিনি কিছুসংখ্যক পিএইচডি ও মাস্টার্স থিসিসের তত্ত্বাবধানও (supervise) করেন। শাইখ হামুদ ছাত্রদের শিক্ষাদানে খুবই আন্তরিক ছিলেন। তাঁদের খোঁজখবর নিতেন, অবস্থা সম্পর্কে জানতেন, সান্ত্বনা দিতেন। কেউ অনুপস্থিত থাকলে তার ফোন নাম্বার খুঁজে বের করে ফোন করতেন। তার অবস্থা জানতেন, অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞেস করতেন। বেশকজন আলিম তাঁর হাতেই গ্রাজুয়েট হন। তাঁদের মাঝে শাইখ আলি আল-খুদাইর অন্যতম।

শাইখ হামুদের কিছু ছাত্র :

১. 'হাইয়াতু কিবারিল উলামা'র প্রধান, সৌদির বর্তমান মুফতি আব্দুল আযিয আলুশ-শাইখ।
২. ধর্মবিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সাবেক মন্ত্রী ড. আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুহসিন আত-তুরকি।
৩. বিচারমন্ত্রী ড. আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন ইবরাহিম আলুশ-শাইখ।
৪. ড. সালিহ আল-ফাওযান, 'হাইয়াতু কিবারিল উলামা'র সদস্য।
৫. শাইখ গাইহাব আল-গাইহাব।
৬. শাইখ আব্দুর রাহমান বিন সালিহ আল-জাবর, বিচারক।
৭. শাইখ আব্দুর রাহমান বিন গাইস, বিচারক।
৮. শাইখ আব্দুর রাহমান বিন আব্দুল্লাহ বিন আল-আজলান, সাবেক বিচারালয়প্রধান, কাসিম প্রদেশ।
৯. শাইখ সুলাঈমান বিন মুহান্না, রিয়াদ কোর্টের প্রধান।
১০. শাইখ আব্দুল আযিয বিন আব্দুর রহমান আস-সায়িদ, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ কমিটির প্রধান।
১১. শাইখ মুহাম্মাদ বিন মুহাওয়াস, তদন্ত ও বিচারপরিচালনা প্রধান।
১২. শাইখ ড. আব্দুল্লাহ আল-গুনাঈমান।
১৩. শাইখ হামাদ বিন ফারইয়ান, সাবেক এটর্নি, মন্ত্রী (বিচারমন্ত্রণালয়)।
১৪. শাইখ ইবরাহিম বিন দাউদ, এটর্নি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
১৫. শাইখ আব্দুল আযিয বিন সালিহ আল-জুয়ি।
১৬. শাইখ সালিহ আল-লুহাইদান, সর্বোচ্চ বিচারপরিষদের প্রধান।
১৭. শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন। তবে, শাইখ হামুদ শরিয়াহ অনুষদে কেবল তাঁর স্থলাভিষিক্ত শিক্ষক ছিলেন।
১৮. শাইখ আলি বিন খুদাইর আল-খুদাইর।
১৯. শাইখ আহমাদ মূসা জিবরিল।

Scanned by CamScanner

২০. শাইখ নাসির ইবনু হামাদ আল-ফাহাদ
২১. শাইখ সুলাঈমান ইবনু নাসির আল-আলওয়ান।
২২. শাইখ সালমান আল-আওদাহ। তিনি তাঁর কাছে নাহু পড়েছেন।

শাইখ যাদের মাস্টার্স কিংবা পিএইচডি থিসিস সুপারভাইজ করেছেন :

১. ড. আব্দুল্লাহ আদ-দাখিল, আল-বাকিরিয়াহ কোর্টের প্রেসিডেন্ট।
২. ড. মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আস-সাকাকির।
৩. ড. আব্দুল্লাহ বিন সালিহ আল-মুশাইকিহ।
৪. ড. আব্দুল্লাহ বিন সুলাইমান আল-জাসির।
৫. ড. সালিহ বিন আব্দুর রহমান আল-মুহাইমিদ।
৬. ড. মুহাম্মাদ বিন লাহিম।
৭. ড. নাসির আস-সাআবি।
৮. ড. খালিফা আল-খালিফা।
৯. ড. ইবরাহিম বিন মুহাম্মাদ আদ-দুসারি।
১০. ড. ইউসুফ আল-কাদিসহ আরও অনেকে।

'জামিয়াতুল ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ আল-ইসলামিয়াহ'র পক্ষ থেকে শাইখের সামনে অনেক শিক্ষকের প্রবন্ধ-রচনা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের পদোন্নতির জন্য পেশ করা হতো। শাইখ কারও প্রবন্ধ গ্রহণ করতেন, আবার কারও কারও প্রবন্ধ ফিরিয়ে দিতেন। নিচে যাদের প্রবন্ধ শাইখের সামনে পেশ করা হয়েছিল, তাঁদের কজনের নাম দেয়া হলো :

১. আব্দুল কাদির শাইবাহ আল-হামাদ।
২. আবু বাকর আল-জাযায়িরি।
৩. মুহাম্মাদ আমান আল-জামি আস-সোমালি।
৪. রাবি বিন হাদি আল-মাদখালি।
৫. মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন।

রচনাবলি : শাইখের বেশকিছু গবেষণাপত্র, রাসায়িল, খণ্ডন, ফাতওয়া রয়েছে। কিছু নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিছু প্রকাশিতও হয়। তাঁর বেশকিছু ফাতওয়া 'আল-বুহুসুল ইলমিয়াহ' কর্তৃক সমর্থিত। শাইখ ফাতওয়াতে খুব গভীর আলোচনা করতেন, দলিল-আদিল্লাহর সমাহার ঘটাতেন। উলামা কিরামের ইখতিলাফগুলো তুলে ধরে সঠিক মতটা প্রাধান্য দিতেন। ঠিক শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়ার পদ্ধতির মতোই। শাইখের কিছু বই :

Scanned by CamScanner

১. তাসহিলুল উসুল ইলা ফাহমি ইলমিল উসুল। বইটি শাইখ আতিয়াহ আস-সালিম ও শাইখ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদের সাথে যৌথভাবে রচিত।
২. আল-ইমামাতুল উযমা। এটি তাঁর গবেষণাগন্থ, যা তিনি ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু সাওদ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদের জন্য লিখেছিলেন। গবেষণাগ্রন্থটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাগাজিন থেকে প্রকাশিতও হয়।
৩. আল-বারাহিনুল মুতাযাহিরাহ।
৪. শারহু শুরুতি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
৫. আকিদাতু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ।
৬. শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়াহ।
৭. কিতাবুত তাওহিদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ।
৮. 'আত-তাদমুরিয়াহ'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ।
৯. 'আল-ওয়াসিতিয়াহ'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ।
১০. 'আলফিয়াতু ইবনি মালিক' গ্রন্থের তালিক (টীকা)।
১১. সুবুলুস-সালাম শারহু বুলুগিল মারাম গ্রন্থের তালিক (টীকা)।
১২. ইমাম বারবাহারির শারহুস সুন্নাহ গ্রন্থের কিছু অংশের ব্যাখ্যা।
১৩. ইকতিযাউস সিরাতিল মুস্তাকিম গ্রন্থের তালিক (টীকা)।
১৪. ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু হাম্বলের কিতাবুস সুন্নাহ গ্রন্থের তালিক (টীকা)।
১৫. আল-আরজুমিয়াহ কিতাবের মূল মতনের ব্যাখ্যা।

মাকালাত ও রাসায়িল :

১. ইলা হুক্কামিল আরাব ওয়াল মুসলিমিন।
২. আল-বায়ানুস সুলাসি ফির-রাদ্দি আলাল হাইয়াহ।
৩. বায়ানুন মিন্ম হাসালা মিন লাবসিন ফি শুরুতিল ইফতা।
৪. বায়ানুন লির-রায়িসিল হালি লি মুনাজ্জামাতিল মুতামারিল ইসলামি।
৫. বায়ানুন মিন আহলিল ইলমি ফিল হাসসি আলাল মুকাতাআহ।
৬. রিসালাতুন ফি মাশরুইয়াতি কুনুতিল নাওয়াযিল।
৭. আর-রাদ্দু আলা আ-ইফতিরাআতিল আনবারি।

এ ছাড়াও শাইখের ফাতওয়া, খুতবা, লেখনী অনলাইনে ছড়িয়ে আছে।

ইবাদাত ও আমল : শাইখ খুব ইবাদাতগুজার বান্দা ছিলেন। আল্লাহ তাঁর জন্য রাতের ইবাদাত সহজ করে দিয়েছিলেন। তাঁর মেয়ের ভাষ্যমতে তিনি রাত তিনটায়

Scanned by CamScanner

ঘুম থেকে উঠে ফযরের সালাতের জন্য ডাক দেয়া অবধি কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকতেন। তিনি এক সপ্তাহে কুরআন খতম করতেন। শিক্ষকতা, মুসলিমদের সাম্প্রতিক সমস্যাবলির খোঁজখবর নেয়া ইত্যাদি তাঁর এ আমলে প্রতিবন্ধক হতো না। তিনি জেলে থাকাবস্থায় চল্লিশবার কুরআন খতম করেন। অথচ তিনি প্রায় চল্লিশ দিন জেলে থেকেছিলেন। শাইখ ছিলেন উদারহস্তের অধিকারী। তিনি মানুষদের গোপনে দান করতে পছন্দ করতেন। একবার এক গরিব লোককে দান করে বললেন, সে যেন এটা কাউকে না বলে। শাইখের মৃত্যুর পর ঠিকই এগুলো প্রকাশ পেয়ে যায়। ইলমের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ কিছু ছাত্রকে শাইখ অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন, সান্ত্বনা দিতেন।

দাওয়াত ও আপসহীনতা : শাইখ হামুদ বিন উকলা আশ-শুয়াইবি তাওহিদ ও হকের প্রতি আপসহীন এক চরিত্রের উদাহরণ। বৃদ্ধ ও অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও সত্যপ্রকাশে তিনি পিছপা হননি। ১৪১৭ হিজরিতে চল্লিশ দিনেরও বেশি সময় তিনি বন্দি ছিলেন। বেশ কবার ফাতওয়াপ্রদানে তাঁকে বিরত রাখা হয়। এরপরও তিনি দমেননি। তাওহিদ ও সুন্নাহর পথে নির্ভীক দাঈ হিসেবে নবির আসল ওয়ারিশের পরিচয় দিয়েছেন। শাইখ মুসলিমদের সামসময়িক খোঁজখবর রাখতেন। এ ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। এ জন্য প্রতিদিন সময়-করে ইন্টারনেটে খবর শুনতেন (তাঁর সামনে পড়া হতো)। তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা বসে শুনতেন, বিরক্ত হতেন না। মুসলিমদের সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ তাঁকে উদ্বিগ্ন করত।

মৃত্যু : এ মহান শাইখ ১৪৪২ হিজরির ৪ যুলকাদা রোজ শুক্রবার (জানুয়ারি ১৮, ২০০২ খ্রিষ্টাব্দ) মৃত্যুবরণ করেন। উম্মাহ একজন যোগ্য রাহবার হারাল। ও আল্লাহ, আপনি শাইখকে আপনার রহমতের চাদরে আবৃত করুন, তাঁকে জান্নাতে সম্মানজনক মর্যাদায় আসীন করুন।

Scanned by CamScanner

মুকাদ্দিমাহ

সকল প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছেই সাহায্য ও ক্ষমা চাই। আমাদের নফসের অকল্যাণ এবং আমলের খারাবি থেকে তাঁর কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করি। তিনি যাকে পথপ্রদর্শন করেন তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই, আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোনো পথপ্রদর্শক নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

"হে ঈমানদারেরা, আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করো এবং মুসলিম না হয়ে মরো না।" (সূরাহ আলে ইমরান, ৩ : ১০২)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"হে মানুষ, তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন; তার থেকে তার সঙ্গিনীকেও সৃষ্টি করেছেন আর ওই দুজন থেকেই অনেক নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে (যার যার পাওনা) চেয়ে থাকো। রক্ত-সম্পর্কের ব্যাপারেও সাবধান থেকো। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের পর্যবেক্ষণে রেখেছেন।" (সূরাহ নিসা, ৪ : ১)

يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا ﴿﴾ يصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

Scanned by CamScanner

"হে ঈমানদারেরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল ঠিক করে দেবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন। আর কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কথা মেনে চললে অবশ্যই সে বড় সাফল্য লাভ করবে।" (সূরাহ আহযাব, ৩৩ : ৭০-৭১)

নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ কথা হচ্ছে আল্লাহর কথা, সর্বশ্রেষ্ঠ পথ হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রদর্শিত পথ[১], আর দ্বীনের মাঝে নতুন সৃষ্ট বিষয় নিকৃষ্ট, প্রত্যেক নতুন সৃষ্ট বিষয়ই বিদআত, প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা[২] আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতাই জাহান্নামে যাবে।[৩] এ বইটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ এবং আমাদের আকিদার একটি সংক্ষিপ্ত বই। আমি দুটো কারণে আমার এক ছাত্রের মাধ্যমে বইটির শ্রুতলিপি লেখানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। প্রথমত, কিছু লোক আমাদের ওপর এমন কিছু আরোপ করছে, বানিয়ে বলছে যা আমরা কখনো করিনি, বিশ্বাস করিনি এবং বলিওনি। আমি ভাবতেও পারিনি এমন একদিন আসবে যে, তাদের প্রতি উত্তরে এবং দ্বীনের নবসৃষ্ট বিষয়গুলো প্রতিহত করতে আমি আমার আকিদা লিখব, আমার মানহাজ সুস্পষ্ট করব। কারণ, আমরা তো আল্লাহর দ্বীনে নতুন কিছু আবিষ্কার করিনি, সালাফদের ইজমাবিরোধী কোনো উসুলও তৈরি করিনি; বরং মানুষজন সরল-সঠিক মানহাজ থেকে দূরে সরে যাওয়ায় যারাই কোনো বিষয়ে তাদের সঙ্গে একমত হয়নি, তাদেরকে খারিজি, তাকফিরি, সরল পথ পরিত্যাগকারী মনে করে।[৪] দ্বিতীয়ত, আজ উম্মাহ কত বিপথ ও বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত; বিচ্ছিন্নতা, মতবিরোধে লিপ্ত। যার ফলে নানা দল বৃদ্ধি পেয়েছে, বিভিন্ন মানহাজের সংখ্যা বেড়েছে।

প্রত্যেকেই দাবি করছে তার দলই সঠিক। তাদের আকিদাই নির্মল আকিদা। যারা তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে কিংবা তাদের কথার খণ্ডণ করে তাদেরকে ভুলকারী বরং কাফির বলে দিচ্ছে। তাই আমি সহজ-সরলভাবে সালাফের আকিদা বর্ণনা করার প্রতিজ্ঞা করলাম; যদিও আমার আগে সালাফ এবং উম্মাহর উলামা

---

[১] সহিহ মুসলিম, কিতাবুল জুমুআহ : ২/৫৯২, হাদিস নং : ৪৩, ৪৪

[২] মুসনাদু আহমাদ : ৪/১২৬-১২৭; সুনান আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ : ১২/৩৫৯-৩৬০, হাদিস নং : ৪৫৮৩; সুনান তিরমিযি, কিতাবুল ইলম : ২৬৭৬; সুনান ইবনি মাজাহ : ৪২-৪৪; সুনানদ দারিমি : ১/৪৪-৪৫; ইরওয়াউল গালিল : ২৪৫৫, আলবানি সহিহ বলেছেন।

[৩] সুনানন নাসায়ি, কিতাবুল ঈদাইন : ৩/১৮৮-১৮৯, হাদিস নং : ৫৬১০; মুহাদ্দিস আলবানি (রাহিমাহুল্লাহ) সহিহ বলেছেন।

[৪] অর্থাৎ, বর্তমানে অধিকাংশ মানুষ সঠিক মানহাজ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, এখন যারাই সত্যটা তুলে ধরে তাদেরকে তারা খারিজি, তাকফিরি ও বিচ্যুত ভাবে। মানুষজন ভুলকেই সত্য মনে করা শুরু করেছে। [ভা.স.]

Scanned by CamScanner

কিরাম এই বিষয়ে বই লিখে গেছেন। আল্লাহর কাছে দুআ করি, তিনি যেন আমাদের আমলগুলো কবুল করে নেন, আমাদের নিয়ত বিশুদ্ধ করে দেন, এই উম্মাহর জন্য বুদ্ধিমত্তার বিষয়গুলো সুদৃঢ় করে দেন। এর ফলে তাঁর আনুগত্যকারীরা সম্মানিত হবে, অবাধ্য ও দ্বীন-বিরোধীরা অপদস্থ হবে। তিনিই এসব বিষয়ের অভিভাবক, এসবে সক্ষম। অভিভাবক ও সাহায্যকারী হিসেবে তিনি কতই না উত্তম!

আবু আব্দুল্লাহ হামুদ বিন আব্দুল্লাহ বিন উকলা আশ-শুয়াইবি
১২.০৭.১৪২২ হিজরি

Scanned by CamScanner

❀

অধ্যায় : এক
ঈমান বাড়ে-কমে

সকল প্রশংসা রাব্বুল আলামিন আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নেতা সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসূল মুহাম্মাদের ওপর এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবিদের ওপর। এই আমাদের আকিদা, এর মাধ্যমেই আমরা আল্লাহর নৈকট্যলাভ করি। এ আকিদা আল-ফিরকাতুন নাজিয়াহ আল-মানসূরাহ তথা নাজাতপ্রাপ্ত ও সাহায্যপ্রাপ্ত দল আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আকিদা।

আমরা বিশ্বাস করি—ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমল এবং জিহ্বার স্বীকৃতি। ঈমান পরিপূর্ণ হয় না আমল ছাড়া; কোনো কথা ও আমল পরিপূর্ণ হয় না নিয়ত ছাড়া। আর কোনো কথা, আমল ও নিয়ত পরিপূর্ণ হয় না সুন্নাহ মোতাবেক হওয়া ছাড়া। আনুগত্যের মাধ্যমে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং পাপাচারের মাধ্যমে হ্রাস পায়। আল্লাহ বলেন,

لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا

"যেন কিতাবিদের প্রত্যয় জন্মে, মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।" (সূরাহ মুদ্দাসসির, ৭৪ : ৩১)

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

"মুমিন তো তারাই, আল্লাহর কথা আলোচিত হলে যাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে এবং তাঁর আয়াত তিলাওয়াত করা হলে যাদের ঈমান বেড়ে যায়। আর তারা তাদের রবের ওপরই ভরসা করে।" (সূরাহ আনফাল, ৮ : ২)

Scanned by CamScanner

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«الإيمانُ بضعٌ وسبعونَ أو بِضعٌ وستونَ شعبة، فأفضلها قولُ: لا إله إلا اللهُ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريقِ، والحياءُ شُعبةٌ من الإيمان»،

"ঈমানের সত্তর কিংবা ষাটেরও বেশি শাখা রয়েছে। সর্বশ্রেষ্ঠটি হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা এবং সর্বনিম্নটি হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া। আর লজ্জা ঈমানের একটি অংশ।"[৫]

ইমাম বুখারি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

لقيتُ أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيتُ أحدًا يختلف في أن الإيمان يزيدُ وينقص

"আমি বিভিন্ন স্থানের এক হাজারেরও বেশি আলিমের সাথে দেখা করেছি। ঈমান বাড়ে-কমে এই বিষয়ে কাউকে মতভেদ করতে দেখিনি।"[৬]

আমরা বিশ্বাস করি ঈমানের অনেকগুলো শাখা রয়েছে। এর এমন একটি মূল শাখা রয়েছে যা বিলুপ্ত হলে ঈমানই বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেমন তাওহিদ। আরেকটি শাখা রয়েছে যা ঈমানের জন্য আবশ্যক। এর বিলুপ্তির কারণে ঈমান কমে যায়, কিন্তু ঈমান ভাঙে না কিংবা মূল শাখাটি বিলুপ্তও হয় না। যেমন রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া এবং লজ্জাশীলতা। শরিয়তে বর্ণিত ঈমান-নাকচকারী বিষয় দ্বারা হয়তো একেবারে মূল ঈমান নাকচ উদ্দেশ্য নয়তো আবশ্যক ঈমানের নাকচ উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[৭]

---

[৫] সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান : ৫৮

[৬] ইমাম আল-লালকায়ি, শারহু উসুলিল ইতিকাদ : ২/১৭৩; ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি, ফাতহুল বারি : ১/৪৪; ইমাম আয-যাহাবি, সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১২/৩৯৫

[৭] ইমানের একটি ভাগ মৌলিক, একটি ভাগ ওয়াজিব এবং একটি ভাগ মুস্তাহাব। এক. মৌলিক ঈমান, যা ছাড়া ঈমানই হয় না। যেমন, শিরকবিহীন এক আল্লাহর ইবাদাত করা এবং নুসুসে বর্ণিত এমন বিষয় যা ছেড়ে দিলে ঈমানই চলে যায়। । দুই. ওয়াজিব ঈমান, যা ছেড়ে দিলে গুনাহ হয় এবং ঈমান ত্রুটিযুক্ত থাকে। যেমন, প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়া, ব্যভিচার না করা, মদপান না করা। এগুলো করলে ইমানের আবশ্যক বা ওয়াজিব বিষয় লঙ্ঘিত হয়, ঈমানে ক্ষতি হয়। তিন. মুস্তাহাব ঈমান, যা ত্যাগ করলে উচ্চ মর্যাদা লাভ হয় না। যেমন, রাস্তা থেকে কোনো কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া। এ আমল করলে মর্যাদা বৃদ্ধি হয়, ঈমান পরিপূর্ণ হয়। কিন্তু না করলে ঈমানের ক্ষতিও হয় না। (দেখুন : আর-রিসালাতুস সালাসিনিয়াহ ফিত-তাহযির মিনাল গুলু ফিত-তাকফির, মুখতাসার) [ভা.স.]

Scanned by CamScanner

অধ্যায় : দুই
আল্লাহর ওপর ঈমান

আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। রুবুবিয়াত, উলুহিয়াত কিংবা আসমা ওয়াস সিফাত—কোনোকিছুতেই তাঁর কোনো শরিক নেই।[৮] তিনি তাঁর সকল সৃষ্টির ওপর উলুহিয়াত (ইবাদাত) ও উবুদিয়াতের (দাসত্ব, গোলামি) হকদার। আল্লাহ বলেন,

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ

"রাসূলের কাছে তার রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তা সে বিশ্বাস করেছে, ঈমানদারেরাও। সবাই আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে।" (সূরাহ বাকারা, ২ : ২৮৫)

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَأَنفَقُوا۟ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا

---

[৮] তাওহিদ তিন প্রকার। ১. তাওহিদুর রুবুবিয়াহ, ২. তাওহিদুল উলুহিয়াহ, ৩. তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত। রুবুবিয়াহ (ربوبية) শব্দের অর্থ প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব, অভিভাবকত্ব, প্রতিপালন, লালন-পালন। অর্থাৎ তাওহিদুর রুবুবিয়াহ বলতে বোঝায় সৃষ্টি, আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণে আল্লাহর একত্ব বা তাওহিদ বজায় রাখা। একমাত্র আল্লাহকেই সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, পালনকর্তা, বিধানদাতা, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী সত্তা বলে বিশ্বাস করা। উলুহিয়াহ শব্দটি এসেছে ইলাহ (إله) থেকে। ইলাহ শব্দের অর্থ উপাস্য বা মাবুদ। তাওহিদুল উলুহিয়াহর অপর নাম তাওহিদুল ইবাদাহ। তাওহিদুল উলুহিয়াহ বা তাওহিদুল ইবাদাহ হলো ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর তাওহিদ বা একত্ব বজায় রাখা। যেমন, সালাত, দুআ, হজ্জ, যাকাত, কুরবানি ইত্যাদি ইবাদাত একমাত্র আল্লাহর জন্যই করা। তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত বলতে বোঝায় আল্লাহর পবিত্র নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে তাওহিদ বজায় রাখা। কুরআন ও সুন্নাহয় আল্লাহর যেসব নাম ও গুণের কথা এসেছে, সেগুলো কোনো ধরনের ব্যাখ্যা, বিকৃতি, সাদৃশ্য ও ধরন-নির্ধারণ ছাড়াই গ্রহণ করে নেয়া। [ভা.স.]

Scanned by CamScanner

"তারা যদি আল্লাহ ও আখিরাতকে বিশ্বাস করত এবং আল্লাহ তাদেরকে যে জীবিকা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করত, তাহলে তাদের কী ক্ষতি হতো? আল্লাহ তাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।" (সূরাহ নিসা, ৪ : ৩৯)

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَلَمْ يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُو۟لَٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

"আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের ওপর ঈমান আনে এবং (ঈমানের ক্ষেত্রে) তাঁদের কারও মাঝে পার্থক্য করে না, তিনি অবশ্যই তাদের পুরস্কার দেবেন। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরাহ নিসা, ৪ : ১৫২)

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ

"আসলে মুমিন তো তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনে, তারপর কোনো সন্দেহ পোষণ করে না এবং নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে। তারাই সত্যবাদী।" (সূরাহ হুজুরাত, ৪৯ : ১৫)

ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُوا۟ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَأَنفَقُوا۟ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

"তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং তিনি তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা থেকে ব্যয় করো। তোমাদের যারা ঈমান আনবে ও ব্যয় করবে তাদের জন্য এক বড় পুরস্কার রয়েছে।" (সূরাহ হাদিদ, ৫৭ : ৭)

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦٓ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ ۖ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَكَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَآ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান আনে তারাই রবের কাছে সিদ্দিক ও শহিদ বলে বিবেচিত। তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার ও নূর। আর যারা কুফরি করে ও আমার নিদর্শনকে মিথ্যা বলে তারা জাহান্নামের অধিবাসী (হবে)।" (সূরাহ হাদিদ, ৫৭ : ১৯)

Scanned by CamScanner

سَابِقُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا كَعَرۡضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ أُعِدَّتۡ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦۚ ذَٰلِكَ فَضۡلُ ٱللَّهِ يُؤۡتِيهِ مَن يَشَآءُۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ

"তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে ধাবিত হবার প্রতিযোগিতা করো, যা আসমান-জমিনের মতো প্রশস্ত এবং তৈরি করা হয়েছে তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। এটা আল্লাহর কৃপা। তিনি যাকে ইচ্ছে তা দান করেন। আল্লাহ মহাকৃপার অধিকারী।" (সূরাহ হাদিদ, ৫৭ : ২১)

উসমান বিন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত এক সহিহ হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«من مات وهو يعلمُ أن لا إله إلا اللهُ دخلَ الجنةَ»

"যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল, সে জানে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৯]

তাওহিদুর রুবুবিয়াহ

আমরা বিশ্বাস করি তিনি একক ও অদ্বিতীয়। তাঁর রুবুবিয়াতে কারও শরিকানা নেই। আল্লাহ বলেন,

أَلَا لَهُ ٱلۡخَلۡقُ وَٱلۡأَمۡرُۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ

"জেনে রাখো, সৃষ্টি ও আদেশ তাঁরই। আল্লাহ মহিমান্বিত, যিনি সারাবিশ্বের রব।" (সূরাহ আরাফ, ৭ : ৫৪)

ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمۡ لَهُ ٱلۡمُلۡكُۚ وَٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمۡلِكُونَ مِن قِطۡمِيرٍ

"ইনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। রাজত্ব (কর্তৃত্ব) তাঁরই। তিনি ব্যতীত তোমরা যাদের ডাকো তারা তো খেজুরবিচির পাতলা আবরণেরও মালিক নয়।" (সূরাহ ফাতির, ৩৫ : ১৩)

---

[৯] সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান : ৪৩

Scanned by CamScanner

قُل لِّمَنِ الأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴿﴾ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ﴿﴾ قُلْ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيءٍ وَهُوَ يجِيرُ وَلا يجَارُ عَلَيهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ

"বলো, 'এই পৃথিবী এবং এতে যারা আছে তারা কার? যদি তোমরা জানো তবে বলো।' তারা বলবে—সবই আল্লাহর। বলো, 'তবুও কি তোমরা চিন্তা করবে না?' বলো, 'সাত আসমান ও মহান আরশের মালিক কে?' তারা বলবে—আল্লাহ। বলো, 'তবুও কি তোমরা ভয় করবে না?' বলো, 'তোমাদের জানা থাকলে বলো কার হাতে সবকিছুর কর্তৃত্ব, আর যিনি রক্ষা করেন, যার কবল থেকে কেউ রক্ষা করতে পারে না?' তারা বলবে—আল্লাহর। বলো, 'তাহলে কোত্থেকে তোমাদেরকে জাদু করা হচ্ছে?'" (সূরাহ মুমিনুন, ২৩ : ৮৪-৮৯)

তাওহিদুল উলুহিয়াহ

আমরা বিশ্বাস করি তিনি সত্য ইলাহ। তাঁর কোনো শরিক নেই। তিনি একাই ইবাদাত পাবার উপযুক্ত ইলাহ। এ জন্যই তিনি এই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

"আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদাত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।" (সূরাহ আয-যারিয়াত, ৫১ : ৫৬)

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُۥ يُحْىِ ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

"এসব এ জন্য যে, আল্লাহ সত্য; তিনি মৃতকে জীবিত করেন, তিনি সবকিছু করার ক্ষমতা রাখেন।" (সূরাহ হজ্জ, ২২ : ৬)

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ هُوَ ٱلْبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْكَبِيرُ

"তা এ জন্যও যে, আল্লাহই সত্য এবং আল্লাহকে ছাড়া তারা যাকে ডাকে তা মিথ্যা। আর আল্লাহ তো সর্বোচ্চ সত্তা, মহামহিম।" (সূরাহ হজ্জ, ২২ : ৬২)

Scanned by CamScanner

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَٰطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ

"এটা এজন্য যে, একমাত্র আল্লাহই সত্য এবং তিনি ছাড়া যত কিছুকে তারা ডাকছে তা সবই মিথ্যা। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বোচ্চ, সুমহান।" (সূরাহ লুকমান, ৩১ : ৩০)

شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَأُوْلُوا۟ ٱلْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِٱلْقِسْطِ ۚ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

"আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। মালায়িকাহ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন। মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।"(সূরাহ আলে ইমরান, ৩ : ১৮)

يا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿﴾ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاءً سَمَّيتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يعْلَمُونَ

"হে কারাগারের সঙ্গীরা, পৃথক পৃথক অনেক রব ভালো নাকি পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? আল্লাহ ব্যতীত তোমরা তো কেবল কতগুলো নামের পুজো করছ, যে নামগুলো তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারাই রেখেছ। ওগুলো সম্পর্কে আল্লাহ তো কোনো প্রমাণ পাঠাননি। বিধান দেবার অধিকার কেবল আল্লাহরই। তিন ব্যতীত অন্য কারও ইবাদাত না করতে তিনি আদেশ দিয়েছেন। এটিই সঠিক দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।" (সূরাহ ইউসুফ, ১২ : ৩৯-৪০)

তাওহিদুল আসমা ওয়াস সিফাত

আল্লাহ তাআলা কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহয় নিজের ব্যাপারে যে নাম ও গুণাবলি সাব্যস্ত করেছেন, আমরা তাঁর শানে যথোপযুক্ত সেই নাম ও গুণাবলির

Scanned by CamScanner

ওপর ঈমান রাখি। কোনো ধরনের তাহরিফ[১০], তাতিল[১১], তাকয়িফ[১২], তামসিল[১৩] ছাড়াই ঈমান রাখি। আল্লাহ বলেন,

وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا۟ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِىٓ أَسْمَٰٓئِهِۦ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

"আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সব উত্তম নাম। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাকো। আর তাদেরকে বর্জন করো, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে।" (সূরাহ আরাফ, ৭ : ১৮০)

وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

"আসমান-যমিনে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই। আর তিনিই পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।" (সূরাহ রুম, ৩০ : ২৭)

لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ

"কোনোকিছুই তাঁর মতো নয়। তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।" (সূরাহ আশ-শুরা, ৪২ : ১১)

---

[১০] তাহরিফ (تحريف) অর্থ বিকৃতিসাধন। কোনো নসকে (আয়াত বা হাদিস) শব্দগত বা অর্থগতভাবে বিকৃত করা। আল্লাহর সিফাতের অপব্যাখ্যা করা; সিফাতের সঠিক অর্থকে পরিবর্তন করে এমন অর্থ নির্ধারণ করা, যা নুসুস দ্বারা প্রমাণিত নয়। (দেখুন : শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল-উসাইমিন, ফাতহু রাব্বিল বারিয়াহ বি-তালখিসিল হামাবিয়াহ; শাইখ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম, আল-আকিদাতু ওয়া আসারুহা ফি বিনায়িল জিল) [ভা.স.]

[১১] তাতিল (تعطيل) অর্থ শূন্যকরণ, নিষ্ক্রিয়করণ। পরিভাষায়, আল্লাহর কোনো নাম বা সিফাতকে অস্বীকার করা। জাদ ইবনু দিরহাম সর্বপ্রথম তাতিলের সূচনা করে। (দেখুন : শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল-উসাইমিন, ফাতহু রাব্বিল বারিয়াহ বি-তালখিসিল হামাবিয়াহ) [ভা.স.]

[১২] তাকয়িফ (تكييف) অর্থ ধরন-নির্ধারণ। আল্লাহর সিফাতের ধরন বর্ণনা করা। যেমন এটা বলা, আল্লাহর হাত এমন এমন ধরনের। (দেখুন : শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল-উসাইমিন, ফাতহু রাব্বিল বারিয়াহ বি-তালখিসিল হামাবিয়াহ; শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল-উসাইমিন, আল-কাওয়ায়িদুল মুসলা ফি সিফাতিল্লাহি ওয়া আসমায়িহিল হুসনা) [ভা.স.]

[১৩] তামসিল (تمثيل) অর্থ সাদৃশ্য-নির্ধারণ বা তুলনাকরণ। অর্থাৎ, আল্লাহর সিফাতকে সৃষ্টির সাথে তুলনা বা সাদৃশ্য দেয়া। যেমন বলা যে, আল্লাহর হাত বান্দার হাতের মতো। (আরও দেখুন : শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল-উসাইমিন, ফাতহু রাব্বিল বারিয়াহ বি-তালখিসিল হামাবিয়াহ; শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল-উসাইমিন, আল-কাওয়ায়িদুল মুসলা ফি সিফাতিল্লাহি ওয়া আসমায়িহিল হুসনা; শাইখ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম, আল-আকিদাতু ওয়া আসারুহা ফি বিনায়িল জিল) [ভা.স.]

Scanned by CamScanner

অধ্যায় : তিন
ফেরেশতাদের ওপর ঈমান

আমরা আল্লাহর সব মালাক[১৪] বা ফেরেশতার ওপর সার্বিকভাবে ঈমান এনেছি। তাঁরাও আল্লাহর সৃষ্টি। তারা তাঁর ইবাদাত ও আনুগত্যের জন্য সৃষ্ট এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত। আল্লাহ বলেন,

لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"তারা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না এবং যা করার নির্দেশ পায় তা-ই করে।" (সূরাহ তাহরিম, ৬৬ : ৬)

وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ ۞ يُسَبِّحُونَ اللَّيلَ وَالنَّهَارَ لا يَفْتُرُونَ

"আসমান-যমিনে যারা আছে তারা তাঁরই। আর যারা তাঁর সান্নিধ্যে আছে তারা তাঁর ইবাদাতে অহংকার করে না এবং অলসতাও করে না। তারা রাতদিন তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করে আর ক্লান্তও হয় না। (সূরাহ আম্বিয়া, ২১ : ১৯-২০)

لَا يَسْبِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ

"তারা তাঁর আগে কথা বলে না এবং তাঁর আদেশেই কাজ করে।" (সূরাহ আম্বিয়া, ২১ : ২৭)

ফেরেশতারা নারীও নন, আল্লাহর মেয়েও নন। মুশরিকরা এসব দাবি করত। তারা যা বলে, আল্লাহ তা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে এবং পবিত্র।

---

[১৪] মালাক একবচন, বহুবচনে মালায়িকাহ। এর প্রচলিত শব্দ ফেরেশতা। [ভা.স.]

Scanned by CamScanner

আল্লাহ বলেন,

وَجَعَلُوا الْمَلَٰٓئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَٰدُ الرَّحْمَٰنِ إِنَٰثًا ۚ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَٰدَتُهُمْ وَيُسْـَٔلُونَ

"তারা ফেরেশতাদের—যারা করুণাময় আল্লাহর বান্দা—নারী সাব্যস্ত করেছে। তারা কি তাদেরকে (নারীরূপে) সৃষ্টি করতে দেখেছিল? তাদের সাক্ষ্য (এহেন উক্তি) লিখে রাখা হবে এবং (এ জন্য) প্রশ্নের সম্মুখীন করা হবে।" (সূরাহ যুখরুফ, ৪৩ : ১৯)

أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ۞ أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ۞ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

"নাকি তারা দেখেছিল আমি ফেরেশতাদের নারীরূপে সৃষ্টি করেছি? জেনে রেখো, তারা অবশ্যই মনগড়া মিথ্যা বলে যে, আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। তারা তো অবশ্যই মিথ্যাবাদী।" (সূরাহ আস-সাফফাত, ৩৭ : ১৫০-১৫২)

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ۗ سُبْحَٰنَهُۥ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ

"তারা বলেছে—করুণাময় সন্তানগ্রহণ করেছে। তিনি পবিত্র; বরং তারা তাঁর সম্মানিত বান্দা।" (সূরাহ আম্বিয়া, ২১ : ২৬)

ফেরেশতাদের ওপর ঈমান আনা ওয়াজিব। এর দলিল—আল্লাহ বলেন,

ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِۦ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِۦ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

"রাসূলের কাছে তাঁর রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তা সে বিশ্বাস করেছে, ঈমানদারেরাও (তাই করেছে)। সবাই আল্লাহর প্রতি, তাঁর মালাকদের প্রতি, তাঁর কিতাবের প্রতি ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে। (তারা বলেছে,) আমরা তাঁর রাসূলদের মাঝে কারও সাথে কারও তারতম্য করি না। তারা বলে—আমরা শুনেছি ও মেনে নিয়েছি; হে রব, তোমার ক্ষমা (প্রার্থনা করি), তোমারই কাছে (সবার) প্রত্যাবর্তন।" (সূরাহ বাকারাহ, ২ : ২৮৫)

Scanned by CamScanner

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ

"তোমাদের মুখ পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফেরানো পুণ্য নয়, বরং যারা আল্লাহ, পরকাল, মালাক, কিতাব ও নবিদের বিশ্বাস করে তাদের কাজই প্রকৃত পুণ্য।" (সূরাহ বাকারাহ, ২ : ১৭৭)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا

"হে ঈমানদারেরা, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনো। তিনি যে কিতাব তাঁর রাসূলের ওপর নাযিল করেছেন এবং যে কিতাব তাঁর আগে নাযিল করেছিলেন তাও বিশ্বাস করো। যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, কিতাব, রাসূল ও শেষদিবসে অবিশ্বাস করবে, সে সুদূর বিভ্রান্তিতে নিপতিত হবে।" (সূরাহ নিসা, ৪ : ১৩৬)

হাদিসে জিবরিলে এসেছে,

«الإيمانُ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله...»

"ঈমান হলো, আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, কিতাব ও রাসূলদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা.....।"[১৫]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফেরশতাদের প্রতি ঈমান আনাকে ঈমানের রুকন বলেছেন। সুতরাং ইজমা অনুযায়ী তাঁদের প্রতি এবং তাঁদের অস্তিত্বের প্রতি ঈমান না আনা কুফর। কেউ ঈমান না আনলে সে মিল্লাত থেকে বের হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন,

وَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا

"যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর মালায়িকাহ, কিতাব, রাসূল ও শেষদিবসে অবিশ্বাস করবে, সে সুদূর বিভ্রান্তিতে নিপতিত হবে।" (সূরাহ আন-নিসা, ৪ : ১৩৬)

---

[১৫] সহিহ বুখারি, কিতাবুল ঈমান : ৫০; সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান : ১

Scanned by CamScanner

আল্লাহ ছাড়া কেউ-ই তাঁদের সংখ্যা জানে না। সহিহাইনে মিরাজের ঘটনায় আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে এসেছে,

«أن النبي عليه الصلاة والسلام رُفع له البيت المعمور في السماء يدخله يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه»

"নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে আসমানে বাইতুল মামুর তুলে ধরা হলো। প্রত্যেক দিন সত্তর হাজার ফেরেশতা সেখানে প্রবেশ করে সালাত আদায় করে। সে স্থান থেকে বের হলে পুনরায় তাঁরা সেখানে প্রবেশ করতে পারে না।"[১৬]

আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতারা মানুষের রূপ ধারণ করতে পারেন, যেমনটা মারইয়াম আলাইহাস সালামের ঘটনায় জানা যায় এবং হাদিসে জিবরিল থেকেও জানা যায়; যেখানে জিবরিল আলাইহিস সালাম নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইসলাম, ঈমান ও ইহসান সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। আর জিবরিল আলাইহিস সালামের প্রকৃত সুরত সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে বর্ণনাও করেছেন। আল্লাহ ফেরেশতাদের তাঁর বার্তাবাহক বানিয়েছেন; তাদের দুটি, তিনটি বা চারটি করে পাখা দিয়েছেন। তিনি তাঁর সৃষ্টির মাঝে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। তিনি তো সব বিষয়ের ওপরই ক্ষমতাবান। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরিল আলাইহিস সালামকে তাঁর আসল চেহারায় দেখেছিলেন। তাঁর ছয়শতো পাখা ছিল। প্রতিটি পাখাই দিগন্ত ঢেকে ফেলেছিল।[১৭]

ফেরেশতাদের দায়িত্ব

এক : মুমিনদের দৃঢ়প্রতিষ্ঠ রাখা।

আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

---

[১৬] সহিহ বুখারি, সৃষ্টির সূচনা অধ্যায় : ৩২০৭; সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান : ২৬৪

[১৭] সহিহ বুখারি, সৃষ্টির সূচনা অধ্যায় : ৪/৮৩, তাফসির অধ্যায় : ৬/৫০; সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান : ১/১৫৮

Scanned by CamScanner

"যারা বলে, 'আমাদের রব আল্লাহ', তারপর (সত্যের ওপর) অটল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতারা অবতীর্ণ হয়ে বলে—তোমরা ভয় করো না এবং চিন্তিত হয়ো না; আর তোমাদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা করা হতো তার সুসংবাদ শুনে নাও।" (সূরাহ ফুসসিলাত, ৪১ : ৩০)

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ

"(স্মরণ করো) যখন তোমার রব ফেরেশতাদের কাছে বার্তা পাঠান, 'আমি তোমাদের সাথে আছি। অতএব, তোমরা মুমিনদের অবিচল রাখো। আমি শিগগিরই কাফিরদের মনে ভীতি সঞ্চার করে দেব। কাজেই ঘাড়ে আঘাত হানো এবং তাদের কাটো জোড়ায় জোড়ায়।'' (সূরাহ আনফাল, ৮ : ১২)

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿﴾ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿﴾ بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

"তোমরা দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও বদরে আল্লাহ তোমাদের বিজয়ী করেছিলেন। অতএব, আল্লাহকে ভয় করো, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পারো। (স্মরণ করো) যখন তুমি মুমিনদের বলছিলে, 'তোমাদের রব নাযিলকৃত তিন হাজার ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করলে সেটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে না? অবশ্যই (যথেষ্ট হবে); যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো ও সতর্কতা অবলম্বন করো। আর তারা (মুশরিকরা) তোমাদের ওপর এ রকম আচমকা আক্রমণ করে বসলে তোমাদের রব প্রচণ্ড আক্রমণকারী পাঁচ হাজার ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন। আল্লাহ এটা করেছেন কেবল তোমাদের জন্য সুসংবাদস্বরূপ, আর যেন তোমাদের মন নিশ্চিন্ত হয়। সাহায্য তো শুধু পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে।" (সূরাহ আলে ইমরান, ৩ : ১২৩-১২৬)

Scanned by CamScanner

দুই : জান-কবজ এবং শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া।

আল্লাহ বলেন,

قُلْ يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

"বলো—তোমাদের (জান কবজের) জন্য নিয়োজিত মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের জান-কবজ করবে; তারপর তোমাদের রবের কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে।" (সূরাহ সিজদাহ, ৩২ : ১১)

وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ۖ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ

"তিনি তাঁর বান্দাদের ওপর পরাক্রমশালী। তিনি তোমাদের জন্য রক্ষক (তত্ত্বাবধায়ক ফেরেশতা) পাঠান। অবশেষে যখন তোমাদের কারও মৃত্যু হাজির হয় তখন আমার দূতেরা (মৃত্যুর ফেরেশতারা) তার মৃত্যু ঘটায়, আর তারা (তাদের কাজে) কোনো ত্রুটি করে না।" (সূরাহ আনআম, ৬ : ৬১)

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِى بَعْضٍ ۖ وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَٰهُمْ جَمْعًا

"সেদিন আমি তাদেরকে (ইয়াজুয-মাজুযকে) এমন অবস্থায় ছেড়ে দেব যে, একদল আরেকদলের ওপর তরঙ্গের মতো আছড়ে পড়বে। তারপর শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হবে এবং আমি তাদের সবাইকেই একত্র করব।" (সূরাহ কাহফ, ১৮ : ৯৯)

وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ

"আর শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে; অমনি তারা কবর থেকে (উঠে) তাদের রবের দিকে ছুটে চলবে।" (সূরাহ ইয়াসিন, ৩৬ : ৫১)

وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ

"শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে; তখন আল্লাহর মর্জিমাফিক ব্যতিক্রম ছাড়া আসমান-জমিনের সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে। তারপর তাতে আবার ফুঁক দেয়া হবে; আর তখনই তারা উঠে দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে।" (সূরাহ যুমার, ৩৯ : ৬৮)

Scanned by CamScanner

তিন—আমল লেখা এবং তা সংরক্ষণ করা।

আল্লাহ বলেন,

مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

"সে যে কথাই উচ্চারণ করুক (তা গ্রহণ করার জন্য) তার কাছে একজন সদাপ্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।" (সূরাহ কাফ, ৫০ : ১৮)

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَٰفِظِينَ ۞ كِرَامًا كَٰتِبِينَ ۞ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

"তবে তোমাদের ওপর অবশ্যই তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে—সম্মানিত লেখকেরা—তোমরা যা করো জানে। (সূরাহ ইনফিতার, ৮২ : ১০-১২)

চার—জাহান্নাম পাহারা দেয়া।

আল্লাহ বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"হে ঈমানদারেরা, তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে (জাহান্নামের) আগুন থেকে রক্ষা করো, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর; যার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে নির্দয় ও কঠোর ফেরেশতারা। তারা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে না এবং যা করার নির্দেশ পায় তা-ই করে।" (সূরাহ তাহরিম, ৬৬ : ৬)

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ ۞ لا تُبْقِي وَلا تَذَرُ ۞ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ۞ عَلَيهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۞ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيسْتَيقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلا يرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً كَذَلِكَ يضِلُّ اللَّهُ مَن يشَاءُ وَيهْدِي مَن يشَاءُ وَمَا يعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ وَمَا هِي إِلاَّ ذِكْرَى لِلْبَشَرِ

Scanned by CamScanner

"তুমি কি জানো জাহান্নামের আগুন কী? এটা রাখবেও না, ছাড়বেও না। মানুষকে পোড়াবে। এর পাহারায় রয়েছে উনিশজন (ফেরেশতা)। আমি ফেরেশতাদেরকেই জাহান্নামের পাহারাদার করেছি। আর তাদের এই সংখ্যা নির্ধারণ করেছি কেবল কাফিরদের পরীক্ষা করার জন্যই; যাতে কিতাবিদের প্রত্যয় জন্মে, মুমিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, কিতাবি ও মুমিনরা সন্দেহ পোষণ না করে। আর যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা আর কাফিররা বলে, 'আল্লাহ এই উদাহরণ দিয়ে কী বোঝাতে চেয়েছেন?' এভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছে পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছে সৎপথ দেখান। আর তোমার রবের বাহিনী সম্পর্কে কেবল তিনিই জানেন। এটা (জাহান্নামের এই বর্ণনা) প্রকৃতপক্ষে মানুষের জন্য এক সতর্কবাণী।" (সূরাহ মুদ্দাসসির, ৭৪ : ২৭-৩১)

পাঁচ—মুমিনদের অভিবাদন জানানো।

আল্লাহ বলেন,

وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَٰلِدِينَ

"আর যারা তাদের রবকে ভয় করত, তাদের দলে-দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা এর কাছে আসবে দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে। আর রক্ষীরা তাদের বলবে—তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, তোমরা খুশি হও এবং চিরকাল থাকার জন্য এখানে প্রবেশ করো।" (সূরাহ যুমার, ৩৯ : ৭৩)

جَنَّٰتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآئِهِمْ وَأَزْوَٰجِهِمْ وَذُرِّيَّٰتِهِمْ ۖ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ

"স্থায়ী জান্নাত, যাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের বাবা, স্ত্রী ও সন্তানদের যারা সৎকর্মশীল তারাও (প্রবেশ করবে)। আর ফেরেশতারা প্রতিটি দরজা দিয়ে তাদের কাছে প্রবেশ করবে।" (সূরাহ রাদ, ১৩ : ২৩)

ফেরেশতারা শুধু এই কাজগুলোতেই নিযুক্ত নন। এখানে তো কেবল তাঁদের কাজের কিছু নমুনা পেশ করা হলো, নয়তো তাঁদের দায়িত্ব অনেক।

Scanned by CamScanner

অধ্যায় : চার
কিতাবের ওপর ঈমান

আল্লাহ তাঁর রাসূলদের ওপর যেসব কিতাব নাযিল করেছেন, আমরা তাতে সার্বিকভাবে ঈমান আনি। ওইসব কিতাবের ওপরেও বিস্তারিতভাবে ঈমান আনি, যেগুলোর নাম আল্লাহ উল্লেখ করেছেন। যেমন তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও কুরআন। এ সবই আল্লাহর কথা। তা তিনি তাঁর রাসূলদের কাছে ওহি হিসেবে পাঠিয়েছেন, যেন রাসূলগণ সেই কথাগুলো আল্লাহর সৃষ্টির কাছে দলিলস্বরূপ পৌঁছে দিতে পারেন। কিতাবের প্রতি ঈমান আনা ঈমানের অন্যতম এক রুকন। আল্লাহ বলেন,

قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمۡ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّنۡهُمۡ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ

"তোমরা বলো, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর ওপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি আর যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের বংশধরের প্রতি এবং মূসা, ঈসা, অন্যান্য নবিকে রবের পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, সেগুলোর প্রতি। আমরা তাঁদের মাঝে পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী।" (সূরাহ বাকারাহ, ২ : ১৩৬)

আর এ কিতাবগুলোর ওপর ঈমান আনা মুমিনদের অন্যতম একটি গুণ। আল্লাহ বলেন,

ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيۡهِ مِن رَّبِّهِۦ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّن رُّسُلِهِۦۚ وَقَالُواْ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ غُفۡرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيۡكَ ٱلۡمَصِيرُ

Scanned by CamScanner

"রাসূলের কাছে তার রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে তা সে বিশ্বাস করেছে, ঈমানদারেরাও (তা-ই করেছে)। সবাই আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবের প্রতি ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে। (তারা বলেছে,) আমরা তাঁর রাসূলদের মাঝে কারও সাথে কারও তারতম্য করি না। তারা বলে—আমরা শুনেছি ও মেনে নিয়েছি; হে রব, তোমার ক্ষমা (প্রার্থনা করি), তোমারই কাছে (সবার) প্রত্যাবর্তন।" (সূরাহ বাকারাহ, ২ : ২৮৫)

الـم ﴿﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿﴾ الَّذِينَ يؤْمِنُونَ بِالْغَيبِ وَيقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ينفِقُونَ ﴿﴾ وَالَّذِينَ يؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يوقِنُونَ

"আলিফ লাম মিম। এই তো কিতাব, যাতে কোনো সন্দেহ নেই, আছে মুত্তাকিদের জন্য পথনির্দেশ—যারা গায়িবে ঈমান রাখে, সালাত কায়িম করে আর আমি তাদেরকে যা দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে; তোমার প্রতি এবং তোমার আগে যা নাযিল করা হয়েছিল তাতে ঈমান আনে; আর পরকালের প্রতি ইয়াকিন রাখে।" (সূরাহ বাকারাহ, ২ : ১-৪)

যারা এ কিতাবগুলোর প্রতি ঈমান আনবে না, আল্লাহ তাদের ওপর কুফরের বিধান আরোপ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا

"হে ঈমানদারেরা, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে (যথার্থভাবে) বিশ্বাস করো। আর তিনি যে কিতাব তাঁর রাসূলের ওপর নাযিল করেছেন এবং যে কিতাব তার আগে নাযিল করেছিলেন তাও বিশ্বাস করো। যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর মালাক, কিতাব, রাসূল ও শেষদিবসকে অবিশ্বাস করবে সে সুদূর (গুরুতর) বিভ্রান্তিতে পতিত হবে। (সূরাহ নিসা, ৪ : ১৩৬)

Scanned by CamScanner

তিনি আরও বলেন,

أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَٰبُ مُوسَىٰٓ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ ۚ فَلَا تَكُ فِى مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ

"তাই যারা তাদের রবের পক্ষ থেকে আগত এক স্পষ্ট প্রমাণের (কুরআনের) ওপর রয়েছে (তারা কি অবিশ্বাসীদের সমান হতে পারে)? এটা তো তাঁর পক্ষ থেকে একজন সাক্ষী (জিবরিল) পাঠ করে শোনায় এবং তার আগেও দিক-নির্দেশনা ও অনুগ্রহস্বরূপ মূসার কিতাব (তাওরাত) রয়েছে। এরা (মুসলিমরা) তা বিশ্বাস করে। আর যেসব দল তা অবিশ্বাস করে, জাহান্নামই তাদের সাক্ষাতস্থল। সে সম্পর্কে তুমি কোনো সন্দেহে থেকো না। অবশ্যই তা তোমার রবের পক্ষ থেকে নির্ধারিত সত্য। তবে অধিকাংশ মানুষই বিশ্বাস করে না।" (সূরাহ হুদ, ১১ : ১৭)

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَٰهُمُ ٱلْكِتَٰبَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِۦٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْخَٰسِرُونَ

"আমি যাদের কিতাব দিয়েছি, (তাদের মাঝে) যারা তা যথার্থভাবে পাঠ করে। তারা তা বিশ্বাস করে। আর যারা তা অবিশ্বাস করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।" (সূরাহ বাকারাহ, ২ : ১২১)

আমরা এও বিশ্বাস করি, আল্লাহ তাঁর নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর যে কিতাব নাযিল করেছেন, তা তিনি যেকোনো রকমের পরিবর্তন-পরিবর্ধন হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। তিনি বলেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ

"আমিই কুরআন নাযিল করেছি এবং অবশ্যই আমি তা সংরক্ষণ করব।" (সূরাহ হিজর, ১৫ : ৯)

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۖ وَإِنَّهُۥ لَكِتَٰبٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَٰطِلُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِۦ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

"যারা তাদের কাছে উপদেশ (কুরআন) আসার পর তা অবিশ্বাস করেছে (তারা অবশ্যই শাস্তি ভোগ করবে); এ তো এক সম্মানিত গ্রন্থ। এতে মিথ্যা

Scanned by CamScanner

আসতে পারে না, না তার সামনে থেকে এবং না তার পেছন থেকে। এটা এক প্রজ্ঞাময় প্রশংসিত সত্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।" (সূরাহ ফুসসিলাত, ৪১ : ৪১-৪২)

মুসহাফের (পবিত্র গ্রন্থ) দুপাশে যা আছে, তা কুরআন। শুরু সূরাহ ফাতিহার মাধ্যমে আর শেষ সূরাহ নাসের মাধ্যমে। এই কিতাব ও পবিত্র সুন্নাহ উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার শরিয়াতের মূল দুই উৎস। এ থেকে বের হবার কোনো অবকাশ কারও নেই। এতেই নিহিত রয়েছে দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ। আল্লাহ বলেন,

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ تِبْيَٰنًا لِّكُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

"আমি তোমার কাছে সবকিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা এবং আত্মসমর্পণকারীদের জন্য পথ-নির্দেশ, অনুগ্রহ ও সুসংবাদরূপে কিতাব (কুরআন) নাযিল করেছি।" (সূরাহ নাহল, ১৬ : ৮৯)

আমরা এও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি—এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত, এটা কোনো মাখলুক বা সৃষ্ট নয়। আল্লাহ বলেন,

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِۦ لِيَكُونَ لِلْعَٰلَمِينَ نَذِيرًا

"পরম কল্যাণময় সেই সত্তা যিনি নিজ বান্দার প্রতি (সত্য-মিথ্যার) পার্থক্যকারী গ্রন্থ (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন, যাতে সে বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারে।" (সূরাহ ফুরকান, ২৫ : ১)

أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ

"জেনে রাখো, সৃষ্টি ও আদেশ তাঁরই। আল্লাহ মহিমান্বিত, যিনি সারাবিশ্বের রব।" (সূরাহ আরাফ, ৭ : ৫৪)

কোনো মাখলুকের কথা আল্লাহর কথার বরাবর হতে পারে না। তিনি তাঁর রাসূলের ওপর নিজ শব্দ ও নিজ অর্থের মাধ্যমে তা নাযিল করেছেন। আল্লাহ এর মাধ্যমে তাঁর শান ও মান অনুযায়ী এক শ্রবণশীল আওয়াজে বাস্তবিকই কথা বলেছেন। আল্লাহ বলেন,

لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ

"কোনোকিছুই তাঁর মতো নয়। তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।" (সূরাহ আশ-শুরা, ৪২ : ১১)

Scanned by CamScanner

وَنَٰدَيْنَٰهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَٰهُ نَجِيًّا

"আমি তুর পাহাড়ের ডান দিক থেকে তাকে সম্বোধন করেছিলাম এবং একান্ত আলাপের জন্য তাকে কাছে নিয়ে এসেছিলাম।" (সূরাহ মারইয়াম, ১৯ : ৫২)

আবদুল্লাহ বিন উনাইস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি,

يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان

"আল্লাহ সব বান্দাকে হাশরে সমবেত করে এমন আওয়াজে ডাকবেন যে, নিকটবর্তীদের মতো দূরবর্তীরাও শুনতে পাবে। আল্লাহ বলেবেন—আমিই মহাসম্রাট, আমিই প্রতিদানকারী।"[১৮]

'কথা বলা' তাঁর অন্যতম এক সিফাত (গুণ)। অতএব, যে এর বিপরীত বলল সে কুফরি করল।

[১৮] সহিহ বুখারি, কিতাবুত তাওহিদ : ১৫/৪১৯ (৩২)

Scanned by CamScanner

অধ্যায় : পাঁচ
নবি ও রাসূল

আমরা আল্লাহর সকল নবি-রাসূলকে বিশ্বাস করি—যাঁদের ব্যাপারে তিনি তাঁর কিতাব কিংবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাহয় সংবাদ দিয়েছেন। আমরা আল্লাহর রাসূলদের কারও মাঝে পার্থক্য করি না। আল্লাহ নিজ সৃষ্টি থেকে তাঁদের নির্বাচন করেছেন, তাঁর রিসালাতের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। ওহি, তাঁর কথা ও শরিয়ত পৌঁছে দেবার জন্য সৃষ্টি ও নিজের মাঝে তাঁদের মাধ্যম বানিয়েছেন।

আমরা বিশ্বাস করি তাঁরা রিসালত পৌঁছে দিয়েছেন। আমানত আদায় করেছেন। তাঁরা তাঁদের উম্মাতকে সদুপদেশ দিয়েছেন। প্রাপ্ত কোনোকিছুই তাঁরা গোপন রাখেননি। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো একজন নবিকে অস্বীকার করল, সে সকল নবিকেই অস্বীকার করল। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ
وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا۟ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا
﴿﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ حَقًّا ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿﴾ وَٱلَّذِينَ
ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَلَمْ يُفَرِّقُوا۟ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُو۟لَٰٓئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ
أُجُورَهُمْ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের অবিশ্বাস করে, (বিশ্বাসের ক্ষেত্রে) আল্লাহ ও রাসূলদের মাঝে পার্থক্য করতে চায় আর বলে, 'আমরা কতককে বিশ্বাস করি কিন্তু কতককে অস্বীকার করি' এবং এর মধ্যবর্তী কোনো পথ অবলম্বন করতে চায়—তারাই প্রকৃতপক্ষে কাফির; আর আমি (এই) কাফিরদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের বিশ্বাস করে এবং (বিশ্বাসের ক্ষেত্রে) তাদের কারও মাঝে পার্থক্য করে না, তিনি অবশ্যই তাদের পুরস্কার দেবেন। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"
(সূরাহ নিসা, ৪ : ১৫০-১৫২)

Scanned by CamScanner

আমরা বিশ্বাস করি তাঁরা একটি মূল বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দিয়েছেন। আর তা হলো তাওহিদ। ইসলামই সকল নবি-রাসূলের দ্বীন, যদিও তাঁদের শরিয়ত ছিল ভিন্ন। আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

"আমি তো প্রত্যেক জাতির কাছেই এই দাওয়াত নিয়ে একজন রাসূল পাঠিয়েছি—তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাগূত[১৯] বর্জন করো।" (সূরাহ নাহল, ১৬ : ৩৬)

---

[১৯] তাগূতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর ওপর ইমানা আনা হচ্ছে সর্বপ্রথম ফরয। তাগূতকে অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া কারও ঈমান সাব্যস্ত হয় না। 'ঈমান বিল্লাহ'র জন্য 'কুফর বিত-তাগূত' আবশ্যক। আল্লাহ বলেন,

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

'অতএব, যে তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল, যা ভাঙবার নয়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।' (সূরাহ বাকারাহ, ২ : ২৫৬)

তাগূত (طاغوت) শব্দটি এসেছে তুগইয়ান (طغيان) থেকে, যার আভিধানিক অর্থ সীমালঙ্ঘন, বাড়াবাড়ি। তাগূত একটি শরয়ি পরিভাষা। ইমাম ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى الطاغوت ومتابعته

'তাগূত হচ্ছে ওইসব মাবুদ (উপাস্য), মাতবু (যাকে অনুসরণ করা হয়) বা মুতা (যার আনুগত্য করা হয়), যাদের আনুগত্য করতে গিয়ে সীমালংঘন করা হয়। প্রত্যেক কওমের সে-ই তাগূত, যার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান বাদ দিয়ে বিচার-ফায়সালা চাওয়া হয়, আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত করা হয় অথবা আল্লাহর দেখানো পথের বিপরীতে যার আনুগত্য করা হয়, কিংবা যার আনুগত্য এমন বিষয়ে করা হয়, যা আল্লাহর আনুগত্য বলে তারা জানে না। এরাই হলো পৃথিবীর তাগূত। এদের ব্যাপারটা এবং মানুষের অবস্থা বিবেচনা করলে আপনি দেখতে পাবেন, অধিকাংশ মানুষই আল্লাহর ইবাদত বাদ দিয়ে তাগূতের ইবাদতে লিপ্ত। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালা বাদ দিয়ে বিচার-ফায়সালার জন্য তাগূতের কাছে দ্বারস্থ হয়। আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ বাদ দিয়ে তাগূতের আনুগত্য ও অনুসরণে লিপ্ত।' (ইলামুল মুআক্কিয়িন : ১/৫৩)। (দেখুন : ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল ওয়াহহাব, রিসালাতুন ফি মানাত-তাগূত; শাইখ আবুল হাসান আলি নাদবি, দ্বীনে হক আওর উলামায়ে রাববানি শিরক ও বিদআত কে খিলাফ কিউঁ (দরসে তাওহীদ : তাওহীদের চার প্রতিপক্ষ)) [ভা.স.]

Scanned by CamScanner

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ

"তোমার আগে আমি যে রাসূলই পাঠিয়েছি তাকে ওহির মাধ্যমে এ কথাই বলেছি যে—আমি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই; অতএব, তোমরা আমার ইবাদাত করো।" (সূরাহ আম্বিয়া, ২১ : ২৫)

আমরা বিশ্বাস করি, তাঁদের সর্বশেষ ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ মানব এবং আদম সন্তানদের নেতা। আল্লাহ তাঁকে সমস্ত নবি ও রাসূলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তিনি তাঁকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যা অন্য কাউকে দেননি। তাঁর উম্মাতকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাত বানিয়েছেন। তাঁদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে। তাঁর রিসালত সকল মানুষ ও জিনের জন্য। আর এই রিসালত কিয়ামত দিবস পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। তাঁর শরিয়ত সকল শরিয়তের ওপর শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ বলেন,

قُلْ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۖ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِىِّ ٱلْأُمِّىِّ ٱلَّذِى يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

"বলো, 'হে মানুষ, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সবার প্রতি আল্লাহর রাসূল, যিনি আসমান-জমিনের রাজত্বের অধিকারী। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি জীবনদান করেন ও মৃত্যু ঘটান। অতএব, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর সেই রাসূল নিরক্ষর নবির প্রতি ঈমান আনো, যিনি আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহের ওপর বিশ্বাস রাখেন। আর তোমরা তাঁরই অনুসরণ করো, যাতে সঠিক পথের সন্ধান পাও।" (সূরাহ আরাফ, ৭ : ১৫৮)

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

'আমি তো তোমাকে সব মানুষের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ (তা) জানে না। (সূরাহ সাবা, ৩৪ : ২৮)

Scanned by CamScanner

❀

অধ্যায় : ছয়
আখিরাতের ওপর ঈমান

আমরা বিশ্বাস করি শেষদিবসের প্রতি ঈমান আনা ছাড়া বান্দার আকিদা বিশুদ্ধ হতে পারে না। আল্লাহ বলেন,

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ

"(সালাতের সময়) তোমাদের মুখ পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফেরানো (আসল) পুণ্য নয়, বরং যারা আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা, কিতাব ও নবিদের বিশ্বাস করে তাদের কাজই (প্রকৃত) পুণ্য।" (সূরাহ বাকারাহ, ২ : ১৭৭)

তিনি আরও বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"ঈমানদার, ইহুদি, খ্রিষ্টান, সাবিয়ি (ফেরেশতা ও নক্ষত্রপূজারি একটি সম্প্রদায়)—যারাই আল্লাহ ও শেষদিবসে বিশ্বাস রাখে আর সৎকাজ করে, তাদের জন্য তাদের রবের কাছে পুরস্কার রয়েছে। আর তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।" (সূরাহ বাকারাহ, ২ : ৬২)

জিবরিলের হাদিসে আছে,

الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.....

Scanned by CamScanner

"ঈমান হলো আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব, রাসূল ও শেষদিবসের প্রতি বিশ্বাস.....।"[২০]

[২০] সহিহ বুখারি, কিতাবুল ঈমান : ৫০; সহিহ মুসলিম,কিতাবুল ঈমান : ১

Scanned by CamScanner

অধ্যায় : সাত
মাহদির আত্মপ্রকাশের ওপর ঈমান

আমরা বিশ্বাস করি, যখন জমিনে যুলুম, ফাসাদ, পাপাচার বেশি বেড়ে যাবে, মাহদির আত্মপ্রকাশ ঘটবে। যেভাবে দুনিয়া যুলুম ও ফাসাদে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, ঠিক সেভাবেই তিনি দুনিয়াকে ইনসাফে পরিপূর্ণ করে দেবেন।[২১]

---

[২১] রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الْمَهْدِيُّ مِنِّي أَجْلَى الْجَبْهَةِ أَقْنَى الْأَنْفِ يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ

'মাহদি আমার বংশধর হবে। তাঁর কপাল হবে উজ্জ্বল এবং নাক হবে উঁচু। তিনি যুলুম-নির্যাতনে ভরা পৃথিবীকে ন্যায়-ইনসাফ দিয়ে ভরে দিবেন। আর রাজত্ব করবেন সাতবছর।' (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল মাহদি)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন,

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ

'তোমাদের কেমন লাগবে, যেদিন তোমাদের মাঝে ঈসা ইবনু মারইয়াম নেমে আসবেন এবং তোমাদের মাঝ থেকেই একজন ইমাম হবেন!' (সহিহ বুখারি, অধ্যায় : আহাদিসুল আম্বিয়া; সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال: فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: تعال صل لنا، فيقول: لا إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة لهذه الأمة.

'আমার উম্মাতের একটি দল হকের ওপর বিজয়ী থেকে কিয়ামত পর্যন্ত লড়াই করতে থাকবে। এরপর ঈসা ইবনু মারইয়াম অবতরণ করবেন। তাঁকে দেখে মুসলিমদের আমির বলবেন—আসুন, আমাদের সালাত পড়ান। ঈসা বলবেন—না; বরং তোমাদের আমির তোমাদের মাঝ থেকেই। এই উম্মাহর সম্মানার্থেই তিনি এ মন্তব্য করবেন।' (সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান) [ভা.স.]

Scanned by CamScanner

❀

অধ্যায় : আট
দাজ্জালের আত্মপ্রকাশের ওপর ঈমান

আমরা বিশ্বাস করি শেষ যমানায় দাজ্জালের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। সে লোকদেরকে নিজ রুবুবিয়াতের দিকে আহ্বান করবে। সে হবে এক চোখহীন, কোঁকড়া চুলবিশিষ্ট। তার চোখ হবে নিষ্প্রভ, আলোহীন। এটাই নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের অবহিত করেছেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب: ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور

وإن بين عينيه مكتوب كافر

"এমন কোনো নবি প্রেরিত হননি যিনি তার উম্মাতকে এই অন্ধ মিথ্যাবাদী সম্পর্কে সতর্ক করেননি। জেনে রেখো, সে অন্ধ আর তোমাদের রব অন্ধ নন। আর তার দুই চোখের মাঝখানে কাফির (كَافِرٌ) শব্দটি লেখা থাকবে।"[২২]

---

[২২] সহিহ বুখারি : ১৩/১৯, ৩৮৯ (৭১৩১); সহিহ মুসলিম : ২৯৩৩

Scanned by CamScanner

❀

অধ্যায় : নয়
ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণের ওপর ঈমান

আমরা বিশ্বাস করি ঈসা আলাইহিস সালাম পূর্ব দিমাশকে সাদা মিনারের ওপর অবতরণ করবেন। তারপর তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন। ইসলাম দিয়ে বিচার-ফয়সালা করবেন। ক্রুশ ধ্বংস করে ফেলবেন। শূকর হত্যা করবেন। জিযিয়ার সমাপ্তি টানবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل ابن مريم حكمًا مقسطًا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد»

"ওই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ। শাসক ও ন্যায়বিচারক হয়ে মারইয়ামপুত্র ঈসার আগমন আসন্ন। তিনি ক্রুশ ধ্বংস করে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিযিয়ার পরিসমাপ্তি টানবেন। তখন সম্পদের ঢেউ বয়ে চলবে। এমনকি কেউ তা গ্রহণ করতে চাইবে না।"[২৩]

---

[২৩] সহিহ বুখারি, কিতাবুল বুয়ু : ৪/৪১৪ (২২২২), কিতাবুল মুযালিম : ৫/১২১ (২৪৭৬), কিতাবুল আম্বিয়া : ৬/৪৯০-৪৯১ (৩৪৪৮); সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান : ১/১৩৫ (১৫৫)

Scanned by CamScanner

ইয়াজুজ-মাজুজ আত্মপ্রকাশের প্রতি ঈমান

আমরা ইয়াজুজ-মাজুজকে বিশ্বাস করি। আল্লাহ বলেন,

قَالُوا يَٰذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا

"তারা বলল, 'হে যুল-কারনাইন, ইয়াজুজ-মাজুজ (জাতি) দেশে বড় ফিতনা-ফাসাদ করছে। অতএব, আমরা কি আপনাকে এই শর্তে কিছু কর প্রদান করব যে, আপনি আমাদের ও তাদের মাঝে একটি বাধা (প্রাচীর) তৈরি করে দেবেন?" (সূরাহ কাহফ, ১৮ : ৯৪)

আল্লাহ আরও বলেন,

حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ

"তখন পর্যন্ত, যখন ইয়াজুজ-মাজুজকে (বন্দি অবস্থা থেকে) ছেড়ে দেয়া হবে, আর তারা প্রতিটি উচ্চভূমি থেকে দ্রুত নেমে আসবে।" (সূরাহ আম্বিয়া, ২১ : ৯৬)

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«يقول الله تعالى: يا آدم! فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟، قال: من كل ألف تسعمائة وتسعةٌ وتسعون، فعنده يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد» قالوا: يا رسول الله وأينا ذلك الواحد قال: «أبشروا فإن منكم رجل، ومن يأجوج ومأجوج ألف»

"মহান আল্লাহ ডাকবেন—হে আদম। তিনি জবাব দেবেন—আমি হাযির, আমি সৌভাগ্যবান এবং সকল কল্যাণ আপনার হাতেই। তখন আল্লাহ বলবেন— জাহান্নামিদের বের করে দাও। আদম বলবেন, 'জাহান্নামি কারা?' আল্লাহ বলবেন— প্রতি হাজারে নয়শতো নিরানব্বই জন। এ সময় ছোটরা বুড়ো হয়ে যাবে। প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে। মানুষকে নেশাগ্রস্তের মতো দেখাবে যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুত আল্লাহর শাস্তি

Scanned by CamScanner

বড় কঠিন। সাহাবিরা বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের সেই একজন কে?' তিনি বললেন—তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো; কারণ, তোমাদের মাঝ থেকে একজন আর ইয়াজুজ-মাজুজ থেকে এক হাজার হবে।"[২৪]

[২৪] সহিহ বুখারি : ৬/৩৮২, ৮/৪৪১, ১১/৩৮৮, ১৩/৪৫৩; সহিহ মুসলিম : ২২২

Scanned by CamScanner

❀

অধ্যায় : দশ
চতুষ্পদ জন্তু বের হওয়ার প্রতি ঈমান

আমরা বিশ্বাস করি চতুষ্পদ জন্তু বের হবে। প্রত্যেকেই এগুলোকে নিজের দিকে আসতে দেখবে। তারা মুমিনের দুই চোখের মাঝখানে 'মুমিন' লিখে দেবে, আর কাফিরের দুই চোখের মাঝখানে 'কাফির'। তারা মানুষদের আসন্ন আযাব ও ধ্বংসের ব্যাপারে সতর্ক করবে। আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا لَا يُوقِنُونَ

"যখন তাদের বিরুদ্ধে (শাস্তির) ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে (তাদের শাস্তির সময় হবে) তখন আমি তাদের জন্য ভূমি থেকে একটি প্রাণী বের করব, যে তাদের সাথে কথা বলবে; এ জন্য যে, মানুষ আমার নিদর্শনগুলো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত না।" (সূরাহ নামল, ২৭ : ৮২)

Scanned by CamScanner

অধ্যায় : এগারো
পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়

আমরা বিশ্বাস করি পশ্চিম দিকে থেকে সূর্যোদয় কিয়ামতের অন্যতম বড় আলামত। তখন অনুতপ্ত হলেও কোনো কাজে আসবে না। তাওবাহ কবুল করা হবে না। আল্লাহ বলেন,

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِىَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِىَ بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأْتِى بَعْضُ ءَايَٰتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَٰنُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِىٓ إِيمَٰنِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ ٱنتَظِرُوٓا۟ إِنَّا مُنتَظِرُونَ

"তারা কি (তাহলে) এটা ছাড়া অন্য কিছুর প্রতীক্ষা করছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতারা আসবে কিংবা তোমার রব আসবেন অথবা তোমার রবের কোনো নিদর্শন (কিয়ামতের আলামত) আসবে? (অর্থাৎ তারা যেন এ রকম কিছুরই প্রতীক্ষা করছে।) আসলে যেদিন তোমার রবের কোনো নিদর্শন আসবে সেদিন এমন কারও ঈমান কোনো কাজে আসবে না, যে আগে ঈমান আনেনি কিংবা ঈমান অনুসারে কোনো সৎকাজ করেনি। বলো—তোমরা প্রতীক্ষা করো, আমরাও প্রতীক্ষা করছি।" (সূরাহ আনআম, ৬ : ১৫৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذاك حين لا ينفع نفسًا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل»

"কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদয় হবে। এটা দেখতে পেলে পৃথিবীর সব মানুষই ঈমান আনবে। কিন্তু আগে যারা ঈমান আনেনি তাদের ঈমান-আনা কারও কোনো কাজে আসবে না।"[২৫]

---

[২৫] সহিহ বুখারি, কিতাবুর রিকাক : ১৩/১৫৬ (৬৫০৬), সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান : ২৪৮

Scanned by CamScanner

অধ্যায় : বারো
কবরের ফিতনা এবং এর আযাব ও নিয়ামত

আমরা কবরের ফিতনাকে বিশ্বাস করি। কবরে মৃতকে তার রব, দ্বীন ও নবি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। এটা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুতাওয়াতির হাদিসে[২৬] বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ মুমিনদের কবরে সুদৃঢ় রাখবেন। কাফির মুশরিক ফেরেশতাদ্বয়ের জবাব দিতে প্রচণ্ড ভয় পাবে এবং হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে।

আল্লাহ বলেন,

يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِتِ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّٰلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ

"আল্লাহ দৃঢ় কথা (তাওহিদের কালিমা) দ্বারা মুমিনদেরকে পার্থিব জীবন ও পরকালে দৃঢ় রাখেন। আল্লাহ যালিমদের বিপথগামী করেন। আল্লাহ যা চান তা-ই করে থাকেন।" (সূরাহ ইবরাহিম, ১৪ : ২৭)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فذلك قوله: ﴿ يثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الآخِرَةِ وَيضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيفْعَلُ اللَّهُ مَا يشَاءُ ﴾»

"কবরে মুসলিমকে যখন প্রশ্ন করা হবে, সে সাক্ষ্য দেবে—আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। (আল্লাহর

---

[২৬] মুতাওয়াতির হলো সেই বর্ণনা, যার প্রত্যেক স্তর বা যুগে এত পরিমাণ রাবি বা বর্ণনাকারী থাকেন যাদের সবার মিথ্যার ওপর একত্র হওয়া অসম্ভব। সাধারণত বর্ণনাকারীর সংখ্যা দশ বা দশের অধিক হলেই তাকে মুতাওয়াতির হাদিস বলা হয়। [ভা.স.]

Scanned by CamScanner

বাণীতে এর প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।) বাণীটি হলো এই—'আল্লাহ দৃঢ় কথা (তাওহিদের কালিমা) দ্বারা মুমিনদেরকে পার্থিব জীবন ও পরকালে দৃঢ় রাখেন। আল্লাহ যালিমদের বিপথগামী করেন। আল্লাহ যা চান তা-ই করে থাকেন।"[২৭]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إن العبد إذا وضع في قبره، وتولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه محمد عبدالله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة» قال النبي صلى الله عليه وسلم:

"যখন বান্দাকে কবরে রাখা হবে, সঙ্গীরা চলে যাবে এবং তাদের পদধ্বনি শুনতে পাবে, তখন তার কাছে দুজন ফেরেশতা আসবে। তাঁরা তাকে বসাবেন। তাঁরা বলবেন, 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তুমি কী বলতে?' মুমিন বলবে—আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তখন তাকে বলা হবে—তুমি তোমার জাহান্নামের স্থানটি দেখে নাও। আল্লাহ তোমাকে এর পরিবর্তে জান্নাতে স্থান দিয়েছেন। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'এ দুটো সবাই দেখতে পাবে।"[২৮]

কবরের আযাবের যোগ্য ব্যক্তির জন্য আমরা কবরের আযাবে বিশ্বাস করি। আমরা মুমিনদের জন্য তার নিয়ামতকেও বিশ্বাস করি। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ কবরের আযাব ও নিয়ামতের সাব্যস্ততার ব্যাপারে একমত পোষণ করেছে। আল্লাহ বলেন,

سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ

"তাদেরকে আমি দুবার শাস্তি দেব, তারপর তাদেরকে ভয়ানক এক শাস্তির দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।" (সূরাহ তাওবাহ, ৯ : ১০১)

---

[২৭] সহিহ বুখারি, কিতাবু তাফসিরিল কুরআন : ৪৬৯৯

[২৮] সহিহ বুখারি, কিতাবুল জানায়িয : ১৩৭৪; মুসলিম, কিতাবুল জান্নাহ : ৭০

Scanned by CamScanner

আল্লাহ আরও বলেন,

اَلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

"তাদেরকে সকালে ও সন্ধ্যায় আগুনের সামনে রেখে দেয়া হয়। আর যেদিন কিয়ামত হবে সেদিন বলা হবে—ফিরাউনের বংশকে কঠোরতম শাস্তিতে ঢুকিয়ে দাও।" (সূরাহ গাফির, ৪০ : ৪৬)

ইবনু আব্বাস, হাসান এবং কাতাদাহ দ্বিতীয় আযাবকে কবরের আযাব অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন।[২৯]

আয়িশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, একজন ইহুদি মহিলা তাঁর সাথে দেখা করলে তিনি তার সামনে কবরের আযাব নিয়ে আলোচনা করলেন। তখন মহিলাটি তাঁকে বলল—আল্লাহ তোমাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করুন। তারপর আয়িশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা আল্লাহর রাসূলকে কবরের আযাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন—কবরের আযাব সত্য। আয়িশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রত্যেক সালাতের পরই কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতে দেখেছি।[৩০]

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুটো কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন,

«إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا هَذَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ»

---

[২৯] তাফসির ইবনু কাসির : ৪/১৭০১—১৭০২, তাহকিক আল বান্না; আল-কুরতুবি, আহকামুল কুরআন : ৮/১৫৩, তাহকিক সালিম আল-বাদরি; তাফসিরুত-তাবারি : ৬/৪৫৮; ফাতহুল কাদির : ২/৪৫৭; আদ-দুররুল মানসুর : ৩/৪৮৭

[৩০] এই হাদিসটি আয়িশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে তিনটি সনদে বর্ণিত হয়েছে। প্রথম—সহিহ বুখারি : ৩/২৩২ (১৩৭২); সহিহ মুসলিম : ১/৪১১ (৫৮৬)। দ্বিতীয়—সহিহ বুখারি, কিতাবুদ দাওয়াহ : ১১/১৭৪ (৬৩৬৬); সহিহ মুসলিম : ১/৪১১ (৫৮৬)। তৃতীয়—সহিহ বুখারি : ২/৫৩৮ (১০৪৯), সহিহ মুসলিম : ২/৬২১ (৯০৩)।

Scanned by CamScanner

"নিশ্চয়ই এ দুজন কবরবাসীকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তবে বড় কোনো গুনাহের কারণে কবরে তাদের আযাব দেয়া হচ্ছে না। এই কবরবাসী প্রস্রাব করার সময় সতর্ক থাকত না। আর ওই কবরবাসী গিবত করে বেড়াত।"[৩১]

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ করতেন,

«اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال»

"ও আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই কবরের আযাব থেকে, জাহান্নামের আযাব থেকে, জীবন-মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মাসিহুদ দাজ্জালের ফিতনা থেকে।"[৩২]

আমরা বিশ্বাস করি শহিদ কবরের আযাব থেকে নিরাপদে থাকবে। জনৈক সাহাবি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, শহিদ ছাড়া সব মুমিনই কবরের ফিতনায় পড়বে, এর কারণ কী?' তিনি বললেন—তার মাথার ওপর তরবারির ঝলকই ফিতনার জন্য যথেষ্ট'।"[৩৩]

---

[৩১] সহিহ বুখারি, কিতাবুল আদাব : ১২/৮৮ (৬০৫২)

[৩২] সহিহ বুখারি, কিতাবুল জানায়িয : ৩/৬১০ (১৩৭৭)

[৩৩] সুনান নাসায়ি : ১/২৮৯, আলবানি বলেছেন—এই হাদিছের সনদ সহিহ। দেখুন: কিতাবু আহকামিল জানায়িয, পৃষ্ঠা : ৫০।

Scanned by CamScanner

অধ্যায় : তেরো
শিঙ্গায় ফুঁকের ওপর ঈমান

আমরা বিশ্বাস করি ইসরাফিল আলাইহিস সালাম শিঙ্গা মুখে দিয়ে ফুঁকের আদেশের অপেক্ষায় রয়েছেন। আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«كيف أنعم وقد التقم صاحب القرنِ القرنَ، وحنى جبهته، وأصغى سمعه، ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ»

"কীভাবে একজন সুখে দিন যাপন করে, অথচ শিঙ্গার দায়িত্বশীল শিঙ্গায় মুখে দিয়ে ফেলেছেন! তাঁর কপাল ঝুকে পড়েছে। তাঁর কানগুলো খাড়া হয়ে আছে, অপেক্ষা করছে কখন তাঁকে শিঙ্গায় ফুঁকের আদেশ দেয়া হবে আর তিনি শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন।"[৩৪]

আল্লাহ বলেন,

وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ

"(কিয়ামতের দিন) শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে; তখন আল্লাহর মর্জিমাফিক ব্যতিক্রম ছাড়া আসমান-জমিনের সবাই বেহুঁশ হয়ে যাবে। তারপর আবার তাতে ফুঁক দেয়া হবে; আর তখনই তারা উঠে দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে।" (সূরাহ যুমার, ৩৯ : ৬৮)

---

[৩৪] সুনান তিরমিযি : (১/৭০/৩১৬), ইমাম তিরমিযি বলেন—হাদিসটি হাসান। সুনান ইবনু মাজাহ : ৪২৭৩; মুসনাদু আহমাদ : ৩/৭,৭৩; আবু নুআইম, হিলইয়াহ : ৫/১০৫, ৭/১৩০,৩১২; আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, কিতাবুয যুহদ : ১৫৯৭, 'সিলসিলাতুস সাহিহাহ : ৩/৬৬ (১০৭৯)'-তে আলবানি হাদিসটিকে হাসান বলেছেন।

Scanned by CamScanner

আল্লাহ আরও বলেন,

وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ

"আর শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে; অমনি তারা কবর থেকে (উঠে) তাদের রবের দিকে ছুটে চলবে।" (সূরাহ ইয়াসিন, ৩৬ : ৫১)

আমরা বিশ্বাস করি শিঙ্গায় দুবার ফুঁক দেয়া হবে। সহিহ বুখারিতে উল্লিখিত সহিহ হাদিস দ্বারা তা প্রমাণিত। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—প্রথম ও দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁকের মাঝে চল্লিশের ব্যবধান হবে। (আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর জনৈক ছাত্র বললেন, 'চল্লিশ বলে চল্লিশ দিন বোঝানো হয়েছে কি?' তিনি বলেন, আমি অস্বীকার করলাম। তারপর পুনরায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'চল্লিশ বলে চল্লিশ মাস বোঝানো হয়েছে কি?' তিনি বলেন, এবারও অস্বীকার করলাম। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'চল্লিশ বছর বোঝানো হয়েছে কি?' তিনি বলেন, এবারও আমি অস্বীকার করলাম। এরপর আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করবেন। এতে মৃতরা জীবিত হয়ে উঠবে, যেমন বৃষ্টির পানিতে উদ্ভিদরাজি উৎপন্ন হয়ে থাকে। তখন শিরদাঁড়ার হাড় ছাড়া মানুষের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পঁচেগলে শেষ হয়ে যাবে। কিয়ামতের দিন ওই হাড়খণ্ড থেকেই আবার মানুষকে সৃষ্টি করা হবে।'[৩৫]

[৩৫] সহিহ বুখারি : ৪৯৩৫; মুসলিম, কিতাবুল ফিতান : ২৯৫৫

Scanned by CamScanner

অধ্যায় : চৌদ্দ
পুনরুত্থান ও হাশরদিবসের ওপর ঈমান

আমরা পুনরুত্থান ও হাশরদিবসকে বিশ্বাস করি। আল্লাহ বলেন,

قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْءَاخِرِينَ ۝ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

"বলো—পূর্ববর্তীরা ও পরবর্তীরা; (সবাইকে) একত্র করা হবে এক নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে।" (সূরাহ ওয়াকিয়া, ৫৬ : ৪৯-৫০)

আল্লাহ আরও বলেন,

هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ۖ جَمَعْنَٰكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ

"এ দিনই শেষ বিচারের দিন। আমি তোমাদেরকে ও পূর্ববর্তীদেরকে একত্র করেছি।" (সূরাহ মুরসালাত, ৭৭ : ৩৮)

তিনি বলেন,

زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَن لَّن يُبْعَثُوا۟ ۚ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ

"কাফিররা মনে করে তাদের (হিসাবের জন্য) উঠানো হবে না। বলো, 'অবশ্যই, আমার রবের শপথ! তোমাদের অবশ্যই উঠানো হবে। তারপর তোমরা যা করেছ, তোমাদেরকে তা অবশ্যই অবহিত করা হবে। আর এটা আল্লাহর পক্ষে (খুবই) সহজ।" (সূরাহ তাগাবুন, ৬৪ : ৭)

আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ মানুষদের এমন স্বচ্ছভূমিতে সমবেত করবেন যেখানে কখনো রক্তপাত ঘটানো হয়নি, যে ভূমির ওপর কখনো কেউ যুলুম করেনি। সহিহ হাদিসে এসেছে, সাহল ইবনু সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

Scanned by CamScanner

«يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرص نقي»

"কিয়ামতের দিন মানুষকে সাদা ধবধবে রুটির মতো জমিনের ওপর একত্র করা হবে"[৩৬]

তাদের নগ্ন পা, উলঙ্গ ও উদ্ভ্রান্ত অবস্থায় শূন্য হাতে সমবেত করা হবে। আল্লাহ বলেন,

يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّمَآءَ كَطَىِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۚ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُۥ ۚ وَعْدًا عَلَيْنَآ ۚ إِنَّا كُنَّا فَٰعِلِينَ

"যেদিন আমি বইয়ের কাগজ পেঁচানোর মতো আসমানকে পেঁচিয়ে রাখব। যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে আবার সৃষ্টি করব। এটা আমার ওয়াদা। আমি তা অবশ্যই করব।" (সূরাহ আম্বিয়া, ২১ : ১০৪) [৩৭]

---

[৩৬] সহিহ বুখারি, কিতাবুর রিকাক : ৬৫২১

[৩৭] সহিহ বুখারি, কিতাবুল আম্বিয়া : ৩৩৯৪; সহিহ মুসলিম, কিতাবুল জান্নাহ : ৮৫

Scanned by CamScanner

অধ্যায় : পনেরো
বিচার দিবসের ওপর ঈমান

আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে দুনিয়ার কৃতকর্মের ব্যাপারে অবগত করবেন এবং তাদেরকে স্বীকার করাবেন। আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মাঝে এ বিষয়টি ঘটবে। আদি ইবনু হাতিমের সূত্রে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة، ليس بين الله وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئًا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة»

"তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে তার রব খুব শীঘ্রই কথা বলবেন। তার ও আল্লাহর মাঝখানে কোনো তর্জমাকারী থাকবে না। এরপর সে তাকাবে, তখন তার সামনে কিছুই দেখবে না। তারপর সামনে তাকাবে, তখন জাহান্নামকে তার সামনে দেখতে পাবে। কাজেই এক টুকরো খেজুরের বিনিময়ে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচ।"[৩৮]

আল্লাহ বলেন,

فَلَنَسْـَٔلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْـَٔلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ

"অতএব, যাদের কাছে রাসূল পাঠানো হয়েছিল অবশ্যই আমি তাদের প্রশ্ন করব এবং অবশ্যই আমি রাসূলদেরকেও প্রশ্ন করব।" (সূরাহ আরাফ, ৭ : ৬)

---

[৩৮] সহিহ বুখারি, কিতাবুত তাওহিদ : ১৩/৪৭৪ (৭৫২১); সহিহ মুসলিম : ২/৭০৩ (৬৭)

Scanned by CamScanner

অধ্যায় : ষোল
মিযানের ওপর ঈমান

আমরা মিযানে বিশ্বাস করি। কিয়ামতের দিন বান্দার আমল মাপার জন্য আল্লাহ তা স্থাপন করবেন। আল্লাহ বলেন,

وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ

"কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। তাই কারও প্রতি কোনো অবিচার করা হবে না। কারও যদি সরিষার দানা পরিমাণও কাজ (আমল) থাকে, আমি তা উপস্থিত করব। হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট।" (সূরাহ আম্বিয়া, ২১ : ৪৭)

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم»

"দুটো বাক্য এমন যা মুখে উচ্চারণ করা খুব সহজ, পাল্লায় খুব ভারি, আর আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয়—সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম।"[৩৯]

---

[৩৯] সহিহ বুখারি, কিতাবুল আইমানি ওয়ান-নুযুর : ১১/৫৬৬ (৬৬৮২); সহিহ মুসলিম, কিতাবুয যিকর : ৪/২০৭২ (৩১)

Scanned by CamScanner

অধ্যায় : সতেরো
পুলসিরাতের ওপর ঈমান

আমরা জাহান্নামের পিঠের ওপর স্থাপিত পুলসিরাতকে বিশ্বাস করি। এর ওপর দিয়ে অতিক্রম করে জান্নাতে যাবার জন্য এটি বিস্তৃত একটি পুল। আমরা বিশ্বাস করি প্রত্যেক মানুষকেই তা অতিক্রম করতে হবে। আল্লাহ বলেন,

وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا

"আর তোমাদের প্রত্যেককেই সেখানে যেতে হবে। এটা তোমার রবের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।" (সূরাহ মারইয়াম, ১৯ : ৭১)

আর এ অতিক্রমটি হবে বান্দার ঈমান ও আমল অনুযায়ী। কেউ পুল অতিক্রম করবে চোখের পলকেই। কেউ বিজলীর মতো, কেউ বাতাসের মতো, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার মতো, কেউ উট আরোহীর মতো, কেউ দৌড়ে, কেউ হেঁটে, কেউ বুকে ভর করে অতিক্রম করবে। আবার কেউ টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এবং জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।[৪০] তা তরবারির চেয়ে ধারালো এবং চুলের চেয়েও বেশি চিকন হবে।[৪১] তার আশপাশে থাকবে কাঁটাযুক্ত ঠোঁটবিশিষ্ট পাখি। তারা অপরাধীকে ধরার জন্য আদিষ্ট থাকবে।

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পুলসিরাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

«مدحضة مزلةٌ، عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة، لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها: السعدان»

---

[৪০] ইমাম বুখারি এ বিষয়ে সহিহ বুখারিতে এবং ইমাম মুসলিম সহিহ মুসলিমে হাদিস উল্লেখ করেছেন। সহিহ বুখারি, তাওহিদ অধ্যায় : ৭৪৩৯; সহিহ মুসলিম, ঈমান অধ্যায় : ১৮৩।

[৪১] মুসনাদু আহমাদ : ৬/১১০; তবে তার সনদে ইবনু লাহিয়া (দুর্বল রাবি) রয়েছে; সহিহ মুসলিম : ১৮৩।

Scanned by CamScanner

"দুর্গম পিচ্ছিল জায়গা। এর ওপর আংটা ও হুক থাকবে। আর শক্ত চওড়া উল্টো কাঁটাবিশিষ্ট হবে; যা নাজদ ভূমির সাদান বৃক্ষের কাঁটার মতো।"[৪২]

এটি অতিক্রম করার পর তাদের দাঁড় করানো হবে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে অবস্থিত একটি পুলের ওপর। দুনিয়ায় তারা একে অপরের ওপর যে যুলুম করেছিল তার প্রতিশোধগ্রহণ করানো হবে। পাক-সাফ হয়ে গেলে তাদের জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে।[৪৩]

[৪২] সহিহ বুখারি, কিতাবুত তাওহিদ : ৫১/৩৮১-৩৮২ (৭৪৩৯)

[৪৩] ইমাম বুখারি এ বিষয়ে সহিহ বুখারিতে হাদিস উল্লেখ করেছেন। সহিহ বুখারি, রিকাক অধ্যায় : ৬৫৩৫।

Scanned by CamScanner

অধ্যায় : আঠারো
হাউযে কাউসারের ওপর ঈমান

আমরা আমাদের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাউযকে বিশ্বাস করি। তাঁর উম্মাত জান্নাতে প্রবেশের আগে এখানে আসবে। আল্লাহ বলেন,

إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ

"আমি তোমাকে কাওসার দান করেছি।" (সূরাহ কাউসার, ১০৮ : ১)

সাহল ইবনু সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إني فرطكم على الحوض»

"আমি তোমাদের আগেই হাউযের কাছে পৌঁছে যাব।"[৪৪]

আমরা বিশ্বাস করি, এর পানি দুধের চেয়ে সাদা এবং মধুর চেয়ে মিষ্টি হবে। আর সেখানে আকাশের তারার সমপরিমাণ পানপাত্র থাকবে। তার দৈর্ঘ্য হবে এক মাস পায়ে হেঁটে যাওয়ার মতো দূরত্ব এবং প্রস্থও হবে এক মাস পায়ে হেঁটে যাওয়ার মতো দূরত্ব। যে সেখান থেকে এক ঢোক পানি পান করবে, সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না।[৪৫]

হাউযের দুপারে ফাঁপা মুক্তোর গম্বুজ রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা অনুযায়ী হাউয এখনও বিদ্যমান।

---

[৪৪] সহিহ বুখারি, কিতাবুর রিকাক : ৬৫৮৩; সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ফাদায়িল : ২২৯০

[৪৫] হাউযের বিবরণ বিষয়ে লেখক যা উল্লেখ করেছেন এ সংক্রান্ত বহু হাদিস রয়েছে। দেখুন, সহিহ বুখারি : ৬৫৭৯, ৬৫৮০,৬৫৮৩, রিকাক অধ্যায়; মুসলিম : ২২৯২, ২৩০০, ফাদাইল অধ্যায়।

Scanned by CamScanner

তিনি বলেন,

«وإني والله أنظر إلى حوضي الآن»

"আল্লাহর কসম আমি হাউয দেখতে পাচ্ছি।"[৪৬]

আমরা বিশ্বাস করি, রাসূলের উম্মাতের কেউ-কেউ হাউযে পৌঁছতে বাধাপ্রাপ্ত হবে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতিরক্ষাকারী হিসেবে বলবেন—আমার উম্মাত। রাসূলকে বলা হবে আপনি তো জানেন না তারা আপনার পর কী করেছে। তারা তো সবসময়ই তাদের পদচিহ্নের দিকেই ফিরে যেত, তারা তো পশ্চাৎমুখী হয়ে হেঁটেছে।[৪৭] তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলবেন,

سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِي

"যারা আমার পর দ্বীনকে পরিবর্তন করে ফেলেছ তারা দূর হও, দূর হও।"[৪৮]

---

[৪৬] সহিহ বুখারি: ১৩৪৪, জানায়িয অধ্যায়; সহিহ মুসলিম: ২২৯৬, ফাদায়িল অধ্যায়।

[৪৭] অর্থাৎ, বাপ-দাদা পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করত। তাদের অন্ধ তাকলিদ করত। [ভা.স.]

[৪৮] সহিহ বুখারি : ৬৫৭৯, ৬৫৮০, ৬৫৮৪, ৬৫৮৫, ৬৫৮৬, ৬৫৮৭, ৬৫৯৩; সহিহ মুসলিম : ২২৯৩, ২২৯৪, ২২৯৫

Scanned by CamScanner

অধ্যায় : উনিশ
শাফাআতের ওপর ঈমান

আমরা কিয়ামত দিবসের শাফাআতকে বিশ্বাস করি। তখন কারও জন্য শাফাআত করার অধিকার থাকবে না। তবে আল্লাহ যার জন্য অনুমতি দেবেন এবং যার প্রতি সুপারিশকারী হিসেবে সন্তুষ্ট হবেন সে সুপারিশ করতে পারবে। আল্লাহ বলেন,

مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ

"এমন কে আছে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে?"
(সূরাহ বাকারাহ, ২ : ২৫৫)

আল্লাহ বলেন,

يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِىَ لَهُۥ قَوْلًا

"করুণাময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার কথা তিনি পছন্দ করবেন কেবল সে ছাড়া অন্য কারও সুপারিশ সেদিন কোনো কাজে আসবে না।" (সূরাহ ত্ব-হা, ২০ : ১০৯)

তিনি আরও বলেন,

يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ صَفًّا ۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا

"যেদিন রূহ (জিবরিল) ও (অন্য) মালাকরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে; দয়াময় আল্লাহ যাকে (কথা বলার) অনুমতি দেবেন সে ছাড়া অন্যরা কথা বলবে না এবং সে সত্যই বলবে।" (সূরাহ নাবা, ৭৮ : ৩৮)

আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য কিয়ামত দিবসে শাফাআত করার বিশেষ অধিকার থাকবে। আর সেটিই হচ্ছে

Scanned by CamScanner

সেই প্রশংসিত স্থান, আল্লাহ তাঁর নবিকে যার ওয়াদা করেছিলেন। যেমন তিনি বলেন,

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

"নিজের জন্য অতিরিক্ত ইবাদাত হিসেবে কিছু রাত্রিজাগরণ করবে। তোমার রব তোমাকে এক প্রশংসিত স্থানে উন্নীত করবেন।" (সূরাহ বনি ইসরাইল, ১৭ : ৭৯)

আর এই বিশেষ শাফাআত হবে ওইসব লোকের জন্য, যারা আল্লাহর ফয়সালার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকবে। তারা নবিদের অর্থাৎ আদম, নূহ, ইবরাহিম, মূসা, ঈসা আলাইহিমুস সালামের কাছ থেকে শাফাআতের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে ফিরে আসার পর এক পর্যায়ে আমাদের নবির কাছে আসবে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে শাফাআত করবেন। তারপর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মাঝে বিচারকাজ করার জন্য উপস্থিত হবেন।

মুমিনদের যারা জাহান্নামে প্রবেশ করেছে, তাদের জন্য নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, অন্যান্য নবি-রাসূল, ফেরেশতা ও মুমিনদের শাফাআত করার অধিকারকে আমরা বিশ্বাস করি। আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত এক হাদিসে রয়েছে,

«فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار: بقيت شفاعتي»

"নবিরা, ফেরেশতারা ও মুমিনরা সুপারিশ করবেন। তারপর মহাপরাক্রমশালী বলবেন—আমার শাফাআত এখনও বাকি।"[৪৯]

নবির উম্মাতের তাওহিদবাদী মুমিনদের শাফাআতকে আমরা বিশ্বাস করি। যেমনটি আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত আছে। একবার আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো, "হে আল্লাহর রাসূল, কিয়ামতের দিন আপনার সুপারিশ লাভের ব্যাপারে কে সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান হবে?' আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

[৪৯] সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান : ১/১৬৭ (১৮৩)

Scanned by CamScanner

«لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصًا من قلبه أو نفسه»

"আমি মনে করেছিলাম, এ বিষয়ে তোমার আগে আমাকে আর কেউ জিজ্ঞেস করবে না। কারণ, আমি দেখেছি হাদিসের প্রতি তোমার বিশেষ লোভ রয়েছে। কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত লাভে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান হবে সেই ব্যক্তি যে একনিষ্ঠচিত্তে 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই— لا إله إلا الله' বলে।"[৫০]

আমরা বিশ্বাস করি মুমিনরা তাদের মুমিন ভাইদের জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে। আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদিসে আছে,

«وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا، ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه،ويحرم الله صورهم على النار، فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه فيخرجون من عرفوا»

"যখন তারা দেখতে পাবে তারা তাদের ভাইদের মাঝ থেকে মুক্তি পেয়ে গেছে তখন তারা বলবে—ও রব, আমাদের ভাইয়েরা আমাদের সাথে সালাত পড়ত, আমাদের সাথে সিয়াম রাখত, আমাদের সাথে আমল করত। আল্লাহ বলবেন—যাও, যার হৃদয়ে দিনার পরিমাণ ঈমান পাবে তাকে তোমরা বের করে নিয়ে এসো। আল্লাহ জাহান্নামের জন্য তাদের দেহকে হারাম করে দেবেন। তখন তারা তাদের কাছে যাবে। (দেখতে পাবে) তাদের কেউ-কেউ জাহান্নামে পা পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে গেছে, আবার কেউ অর্ধটাখনু পর্যন্ত। তারা যাদের চেনে তাদেরকে বের করবে। এরপর তারা ফিরে যাবে। এবার আল্লাহ

[৫০] সহিহ বুখারি, কিতাবুল ইলম : ১/১৯৩ (৯৯)

Scanned by CamScanner

বলবেন—যাও, যাদের হৃদয়ে তোমরা অর্ধদিনার পরিমাণ ঈমান পাবে তাদের বের করে নিয়ে এসো। তারা যাদের চেনে বের করে নিয়ে আসবে। তারপর তারা ফিরে যাবে। আবার আল্লাহ বলবেন—যাও, যাদের হৃদয়ে তোমরা অণু পরিমাণ ঈমান পাবে তাদের বের করে নিয়ে এসো। তখন তারা যাদের চেনে বের করে নিয়ে আসবে।"[৫১]

[৫১] সহিহ বুখারি :৭৪৩৯

Scanned by CamScanner

অধ্যায় : বিশ
জান্নাতের ওপর ঈমান

আমরা জান্নাত ও তার নিয়ামতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। আল্লাহর নেক বান্দাদের জন্য জান্নাত তৈরি করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

وَسَارِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

"তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের চেষ্টা করো যার বিশালতা আসমান-জমিনের মতো। মুত্তাকিদের জন্য তা প্রস্তুত করা হয়েছে।" (সূরাহ আলে ইমরান, ৩ : ১৩৩)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশুদ্ধ হাদিসে জান্নাতের সংবাদ দিয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إني رأيت الجنة ـ أو أريت الجنة ـ فتناولت منها عنقودًا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا»

"আমি জান্নাত দেখেছি কিংবা (তিনি বলেছেন) আমাকে জান্নাত দেখানো হয়েছে। আমি সেখান থেকে একগুচ্ছ ফল হাতে নিই। আমি এগুলো নিয়ে আসলে তোমরা দুনিয়া নিঃশেষ হওয়া পর্যন্ত তা খেতে পারতে।"[৫২]

আমরা বিশ্বাস করি, জান্নাতের নিয়ামত কিছুতেই নিঃশেষ হবে না, ফুরিয়ে যাবে না। জান্নাতবাসীরা কিছুতেই মৃত্যুবরণ করবে না, যৌবন ফুরিয়ে যাবে না। তার নিয়ামত হবে চিরস্থায়ী। তাতে এমন কিছু আছে যা কোনো চোখ কখনো দেখেনি, কোনো কান কখনো শোনেনি এবং কোনো মানবহৃদয় অনুধাবন করেনি।

---

[৫২] সহিহ বুখারি, কিতাবুল কুসুফ : ২/৫৪০ (১০৫২), সহিহ মুসলিম : ২/৬২৬ (৯০৭)

Scanned by CamScanner

আল্লাহ বলেন,

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِىَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

"তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ তাদের জন্য যেসব চোখজুড়ানো বস্তু লুকিয়ে রাখা হয়েছে তা কেউ জানে না।" (সূরাহ সিজদাহ, ৩২ : ১৭)

তিনি আরও বলেন,

جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهُۥ

"তাদের রবের কাছে তাদের পুরস্কার হলো স্থায়ী জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়; সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে। এটা (কেবল) তার জন্য, যে তার রবকে ভয় করে।" (সূরাহ বাইয়িনাহ, ৯৮ : ৮)

Scanned by CamScanner

অধ্যায় : একুশ
জাহান্নামের ওপর ঈমান

আমরা জাহান্নামের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি; তা সত্য। আল্লাহ কাফির ও মুনাফিকদের শাস্তি দেবার জন্য জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ বলেন,

وَٱتَّقُوا۟ ٱلنَّارَ ٱلَّتِىٓ أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ

"আর সেই জাহান্নামকে ভয় করো যা কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।" (সূরাহ আলে ইমরান, ৩ : ১৩১)

আমরা বিশ্বাস করি জাহান্নাম চিরস্থায়ী হবে, তা কখনো শেষ হবার নয়। আল্লাহ বলেন,

إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا

"জাহান্নামের পথ ছাড়া; সেখানে তারা অনন্তকাল বাস করবে। এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ।" (সূরাহ নিসা, ৪ : ১৬৯)

আল্লাহ আরও বলেন,

إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿﴾ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

"কাফিরদেরকে আল্লাহ অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য জ্বলন্ত আগুন (জাহান্নাম) প্রস্তুত রেখেছেন। তারা এর মাঝে চিরকাল থাকবে, (এমন অবস্থায় যে, কষ্ট লাঘবের জন্য) কোনো অভিভাবক কিংবা সাহায্যকারীও পাবে না।" (সূরাহ আহযাব, ৩৩ : ৬৪-৬৫)

Scanned by CamScanner

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ

"কিতাবধারী (ইহুদি ও খ্রিষ্টান) এবং মুশরিকদের মধ্যে যারা (সত্যকে) অবিশ্বাস করে তারা চিরকাল জাহান্নামের আগুনে থাকবে। সকল সৃষ্টির মাঝে তারাই নিকৃষ্ট।" (সূরাহ বাইয়িনাহ, ৯৮ : ৬)

গুনাহগার তাওহিদবাদীদের একটি দল সেখানে প্রবেশ করবে। তবে তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে না, বরং তাদেরকে তাদের পাপ অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হবে। তারপর তাদের গন্তব্য হবে জান্নাত।

Scanned by CamScanner

অধ্যায় : বাইশ
তাকদিরের ওপর ঈমান

তাকদিরের ভালো-মন্দ এবং তিক্ততা-মিষ্টতাকে আমরা বিশ্বাস করি। আর যেসব কল্যাণ ও অকল্যাণ সংঘটিত হয় তা আল্লাহরই ফয়সালা, তাঁরই কুদরত। আর দিক্‌দিগন্তে ও প্রাণিজগতে যা সংঘটিত হয় তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত এবং সমগ্র সৃষ্টির আগেই লিখিত। আল্লাহ বলেন,

مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَآ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿﴾ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا۟ بِمَآ ءَاتَىٰكُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

"পৃথিবীতে কিংবা তোমাদের নিজেদের মধ্যে যে বিপদ আসে, পৃথিবী সৃষ্টি করার আগেই তা লিখিত আছে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর জন্য সহজ। (আল্লাহ এটা এ জন্য বলছেন) যাতে তোমরা যা হারাও তার জন্য দুঃখ না করো এবং তিনি তোমাদেরকে যা দান করেন তা নিয়ে উল্লসিত না হও। আল্লাহ তো দাম্ভিক অহংকারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরাহ হাদিদ, ৫৭ : ২২-২৩)

ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز»

"সব বিষয় নির্দিষ্ট পরিমাণে সৃষ্ট; এমনকি অক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা বা বুদ্ধিমত্তা ও অক্ষমতাও।"[৫৩]

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত, তিনি একবার নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসা ছিলেন। এমন সময় একজন আনসারি সাহাবি

---

[৫৩] সহিহ মুসলিম, কিতাবুল কাদর : ২০৪৫ (১৮)

Scanned by CamScanner

এসে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমরা বন্দি দাসীর সাথে সঙ্গত হই। আমরা সম্পদ পছন্দ করি। সুতরাং আপনি আযলের[৫৪] ক্ষেত্রে কী মনে করেন? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

«أو إنكم تفعلون ذلك، لا عليكم أن لا تفعلوا، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة»

"তোমরা কি এমন করে থাক? যদি তা (আযল) না করো তাতে তোমাদের কোনো ক্ষতি নেই। কারণ, যে সন্তান জন্ম হওয়ার ফয়সালা আল্লাহ করে রেখেছেন, তা অবশ্যই জন্ম নেবে।"[৫৫]

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, (আল্লাহ বলেন)

«لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قد قدرته، ولكن يلقيه النذر إلى القدر وقد قدرته له، أستخرج به من البخيل»

"মান্নত আদম সন্তানকে এমন কিছু এনে দিতে পারে না যা আমি (আল্লাহ) নির্ধারণ করিনি; বরং আমি তার তাকদিরে যা নির্ধারণ করেছি মান্নত কেবল তা-ই এনে দেয়। আমি এর মাধ্যমে কৃপণের কাছ থেকে (সম্পদ) বের করে নিই।"[৫৬]

সুতরাং কোনোকিছুই আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতা থেকে বের হতে পারে না। তাঁর তাকদির ও ইলম ছাড়া কোনোকিছু প্রকাশ হতে পারে না।

---

[৫৪] স্ত্রীমিলনের সময়ে বাইরে বীর্যপাত করাকে আযল বলা হয়। [ভা.স.]

[৫৫] সহিহ বুখারি, কিতাবুল বুয়ু : ৫/১৭১-১৭২ (২২২৯); ভিন্ন ভিন্ন শব্দে সহিহ বুখারিতেই (আরও কয়েক স্থানে) হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে : ২৫৪২, ৪১৩৮, ৬৬০৩,৭৪০৯।

[৫৬] সহিহ বুখারি, কিতাবুল কাদর : ১৩/৩৩৯ (৬৬০৯)

Scanned by CamScanner

আমরা বিশ্বাস করি, তাকদিরের ওপর ঈমান আনার স্তর চারটি

প্রথম স্তর

আল্লাহর জ্ঞানের ওপর ঈমান আনা। আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ فِى كِتَٰبٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ

"তুমি কি জানো না যে, আসমান-জমিনে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন। তা তো একটি কিতাবে (লাওহে মাহফুযে) লিখিত আছে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর জন্য সহজ।" (সূরাহ হাজ্জ, ২২ : ৭০)

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ ۖ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْغَرُ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

"কাফিররা বলে—আমাদের ওপর কিয়ামত আসবে না। বলো, 'অবশ্যই; আমার রবের শপথ, তোমাদের ওপর তা আসবেই। তিনি গায়িব জানেন। আসমান কিংবা জমিনে অণু পরিমাণ বা তার চেয়ে ছোট কিংবা বড় কোনোকিছুই তাঁর কাছ থেকে দূরে (তাঁর অগোচরে) নয়; বরং সবই এক স্পষ্ট গ্রন্থে (লাওহে মাহফুযে) লিপিবদ্ধ আছে।" (সূরাহ সাবা, ৩৪ : ৩)

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله، ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: «ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة». فقال رجل: يا رسول الله! أفلا نتكل على كتابنا، وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ قال: «أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة»،

Scanned by CamScanner

ثُمَّ قَرَأَ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴾ الآيَةَ

"আমরা বাকিউল গারকাদে (কবরস্থানে) এক জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে এসে বসে পড়লেন। আমরাও তাঁর চারদিকে বসে পড়লাম। তাঁর হাতে একটি ছড়ি ছিল। তিনি নিচের দিকে তাকিয়ে তাঁর ছড়িটি দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগলেন। তারপর বললেন—তোমাদের এমন কেউ নেই অথবা বললেন, এমন কোনো সৃষ্ট প্রাণী নেই, যার জন্য জান্নাত ও জাহান্নামে জায়গা নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি আর এ কথা লিখে দেয়া হয়নি যে, সে দুর্ভাগা হবে কিংবা ভাগ্যবান। তখন এক ব্যক্তি আরয করল, 'হে আল্লাহর রাসূল, তা হলে কি আমরা আমাদের ভাগ্যলিপির ওপর ভরসা করে আমল করা ছেড়ে দেব না? কারণ, আমাদের যারা ভাগ্যবান তারা অচিরেই ভাগ্যবানদের আমলের দিকে ধাবিত হবে। আর যারা দুর্ভাগা তারা অচিরেই দুর্ভাগাদের আমলের দিকে ধাবিত হবে।' তিনি বললেন—যারা ভাগ্যবান, তাদের জন্য সৌভাগ্যের আমল সহজ করে দেয়া হয় আর ভাগ্যাহতদের জন্য দুর্ভাগ্যের আমল সহজ করে দেয়া হয়। তারপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন—'অতএব, যে দান করে ও তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যা ভালো তা সত্য বলে মেনে নেয়— (আল-লাইল, ৯২ : ৫-৬)'।"[৫৭]

দ্বিতীয় স্তর

এই কথার ওপর ঈমান আনা যে, আল্লাহ তাআলা লাউহে মাহফুযে সবকিছুর তাকদির লিখে রেখেছেন। আল্লাহ বলেন,

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِى ٱلْكِتَٰبِ مِن شَىْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

"পৃথিবীতে চলমান প্রতিটি প্রাণী এবং নিজের দুই ডানা দিয়ে উড্ডয়মান প্রতিটি পাখি তোমাদের মতোই এক একটি জাতি। আমি কিতাবে কোনোকিছুই (উল্লেখ করতে) অবহেলা করিনি। পরে সবাইকে তাদের রবের কাছে একত্র করা হবে।" (সূরাহ আনআম, ৬ : ৩৮)

---

[৫৭] সহিহ বুখারি, কিতাবুল জানায়িয : ৩/৫৯১(১৩৬২); আরও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শব্দে উল্লেখ করেছেন : ৪৯৪৫, ৪৯৪৬, ৪৯৪৭, ৪৯৪৮, ৬২১৭, ৬৬০৫, ৭৫৫২।

Scanned by CamScanner

তিনি আরও বলেন,

وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

"যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ের চাবি তাঁরই কাছে। তিনি ছাড়া কেউ-ই তা জানে না। স্থলে-জলে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন। (গাছ থেকে) যে পাতাটি পড়ে তাও তাঁর জানা আছে। আবার ভূমির অন্ধকারে যে শস্যদানাটি কিংবা যে আর্দ্র বা শুষ্ক বস্তুটি আছে তাও একটি স্পষ্ট গ্রন্থে লিখিত রয়েছে।" (সূরাহ আনআম, ৬ : ৫৯)

তৃতীয় স্তর

আল্লাহর কার্যকর ইচ্ছার ওপর ঈমান আনা। তাঁর রাজত্বে তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কোনোকিছুই সংঘটিত হয় না। তিনি বলেন,

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُۥ يَشْرَحْ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَٰمِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُۥ يَجْعَلْ صَدْرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى ٱلسَّمَآءِ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

"অতএব, আল্লাহ যাকে সুপথ দেখাতে চান ইসলামের জন্য তার মন খুলে দেন; আর যাকে বিপথে নিতে চান তার মন (এমন) সঙ্কীর্ণ ও কঠিন করে দেন, যেন সে আকাশে আরোহণ করছে। এভাবেই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের ওপর শাস্তি ধার্য করেন।" (সূরাহ আনআম, ৬ : ১২৫)

চতুর্থ স্তর

আল্লাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, এই কথার ওপর ঈমান আনা। আল্লাহ বলেন,

ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ شَرِيكٌ فِى ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَقَدَّرَهُۥ تَقْدِيرًا

"আসমান-জমিনের রাজত্ব তাঁরই। তিনি কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি। রাজেত্ব তাঁর কোনো অংশীদার নেই। তিনি প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করে তা পরিমাপ মতো সুনির্ধারণ করেছেন।" ((সূরাহ ফুরকান, ২৫ : ২)

Scanned by CamScanner

তিনি আরও বলেন,

وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

"অথচ তোমাদেরকে ও তোমরা যা কিছু তৈরি করো তা আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন।" (সূরাহ সাফফাত, ৩৭ : ৯৬)

কিয়ামতদিবসে মুমিনরা তাদের রবকে দেখতে পাবে

আমরা বিশ্বাস করি কিয়ামতদিবসে আমরা আমাদের রবকে দেখতে পাব। এটি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সুখের নিয়ামত, যা তাওহিদে বিশ্বাসীরা লাভ করবে। আল্লাহ বলেন,

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۝ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

"সেদিন কিছু চেহারা হবে উজ্জ্বল, তারা তাদের রবের দিকে তাকাবে।" (সূরাহ কিয়ামাহ, ৭৫ : ২২-২৩)

তিনি আরও বলেন,

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۖ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

"যারা ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং বাড়তি পুরস্কার। কোনো কালিমা কিংবা লাঞ্ছনা তাদের চেহারা আচ্ছন্ন করবে না। তারাই জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।" (সূরাহ ইউনুস, ১০ : ২৬)

كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ

"কিছুতেই (তাদের কথা ঠিক) নয়; সেদিন তারা তাদের রব থেকে অবশ্যই আড়ালে থাকবে (অর্থাৎ তারা কিছুতেই আল্লাহকে দেখতে পাবে না)।" (সূরাহ মুতাফফিফিন, ৮৩ : ১৫)

সহিহ হাদিসে এসেছে, আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত,

قال أناس: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في الشمس، ليس دونها سحاب؟». قالوا: لا يا رسول الله!

Scanned by CamScanner

قال: «هل تضارون في القمر ليلة البدر، ليس دونه سحاب؟». قالوا: لا يا رسول الله! قال: «فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس، فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه ويضرب جسر جهنم»

"একবার কয়েকজন লোক বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল, কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাব?' উত্তরে তিনি বললেন, 'সূর্যের নিচে যখন কোনো মেঘ না থাকে, তখন তা দেখতে কি তোমাদের কোনো অসুবিধা হয়?' তারা বলল—না, হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, 'পূর্ণিমার চাঁদ যদি মেঘের আড়ালে না থাকে তবে তা দেখতে কি তোমাদের কোনো অসুবিধা হয়?' তারা বলল—না, হে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, 'তোমরা অবশ্যই কিয়ামতের দিন আল্লাহকে ওই রূপ দেখতে পাবে। আল্লাহ মানুষকে একত্র করে বলবেন—তোমরা যে যে জিনিসের ইবাদাত করেছিলে সে তার সঙ্গে চলে যাও। অতএব সূর্যপূজারি সূর্যের সঙ্গে, চন্দ্রপূজারি চন্দ্রের সঙ্গে এবং মূর্তিপূজারি মূর্তির সঙ্গে চলে যাবে। অবশিষ্ট থাকবে এ উম্মাতের লোকেরা, যাদের মাঝে মুনাফিক সম্প্রদায়ের লোকও থাকবে। তারা আল্লাহকে যে সূরতে জানত, তার আলাদা সূরতে আল্লাহ তাদের কাছে এসে বলবেন—আমি তোমাদের রব। তখন তারা বলবে—আমরা তোমার কাছ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই, আমাদের রব না আসা পর্যন্ত আমরা এ স্থানেই থেকে যাব; আমাদের রব যখন আমাদের কাছে আসবেন, আমরা তাকে চিনে নেব। এরপর যে সূরতে তারা আল্লাহকে জানত সে সূরতেই তিনি তাদের কাছে হাযির হয়ে বলবেন—আমি তোমাদের রব। তখন তারা বলবে—(হ্যাঁ) আপনিই আমাদের রব। তখন তারা আল্লাহর অনুসরণ করবে। তারপর জাহান্নামের পুল স্থাপন করা হবে।'"[৫৮]

---

[৫৮] সহিহ বুখারি, কিতাবুর রিকাক : ১৩/২৭১ (৬৫৭৩); সহিহ মুসলিম

Scanned by CamScanner

আবদুল্লাহ ইবনু কাইস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«جنتان من فضة، آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن»

"দুটো জান্নাত এমন হবে, সেগুলোর পানপাত্র ও তার ভেতরের সবকিছুই হবে রূপার। আর দুটো জান্নাত এমন হবে, সেগুলোর পানপাত্র ও তার ভেতরের সবকিছুই হবে সোনার। জান্নাতু আদনে জান্নাতিরা তাদের রবকে দেখতে পাবে। জান্নাতবাসী এবং তাদের প্রতিপালকের এ দর্শনের মাঝে আল্লাহর চেহারার ওপর তাঁর অহংকারের চাদর ছাড়া আর কোনোকিছুই থাকবে না।"[৫৯]

ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'নুনিয়াহ'তে বলেন,

'আল্লাহকে মুমিনরা দেখতে পাবে ওপরে
চোখের দৃষ্টিতে যেভাবে দেখা যায় চন্দ্রমা-সবিতা।
রাসূলুল্লাহ থেকে হয়েছে মুতাওয়াতির হাদিসে বিবৃত
ঈমান-নষ্ট লোক ছাড়া অপলাপ কেউ করবে না।
কুরআন অর্পণ করেছে স্পষ্ট করে ও ইঙ্গিতে—
প্রকার দুই।
এসেছে কুরআনের সূরাহ ইউনুসের
'যিয়াদাহ'র তাফসিরে
সহিহ মুসলিমে হয়েছে বিবৃত।
গোপন করা ছাড়া বর্ণনা করেছেন সুহাইব
আর 'যিয়াদাহ'র ব্যাখ্যা করেছেন
বিশ্বাসযোগ্য আবু বকর সিদ্দিক।

---

[৫৯] সহিহ বুখারি, ৮/৬২৩-৬২৪, ১৩/৪২৩; সহিহ মুসলিম : ১৮০

Scanned by CamScanner

রাসূলের সহচরেরা হয়েছেন পুরো একমত

আর তাবিয়ি ও তাবি-তাবিয়িরাও।

পরম করুণাময় রবের দিদারের কথা

এসেছে ফুরকানের কয়েকটি সূরাহয়;

তাঁর দিদার বলতে তাঁকে দেখা

ইজমা হিসেবে একদল করেছেন প্রমাণসমেত বর্ণনা

মুহাদ্দিসিন সব হয়েছেন একমত পুরো

শাব্দিক কিংবা পারিভাষিক নেই কোনো বৈপরীত্য।'[৬০]

সাহাবিদের একটি জামাত আল্লাহকে দেখার বিষয়ে হাদিস বর্ণা করেছেন। তাঁদের মাঝে রয়েছেন আবু বকর সিদ্দিক, আব্দুল্লাহ ইবনু কাইস, আবু হুরাইরাহ, আবু সাইদ খুদরি, জারির ইবনু আব্দিল্লাহ আল-বাজালি, সুহাইব ইবনু সিনান আর-রুমি, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ, আদি ইবনু হাতিম, আনাস ইবনু মালিক এবং আবু মূসা আল-আশআরি রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন।

[৬০] আল-কাসিদাহ আন-নুনিয়াহ : ২/৪০৭

Scanned by CamScanner

❀

অধ্যায় : তেইশ
আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা

আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহর ইবাদাত এবং তাঁর আদেশের বাস্তবায়ন হিসেবে দ্বীন-দুনিয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাবে বিচার-ফয়সালা করা আবশ্যক। আমরা তাঁর বিধানের প্রতি বিনয়ী, তাঁর শরিয়তে সন্তুষ্ট। এটি তাওহিদের বাহ্য রূপ এবং সব জাতির জন্যই কল্যাণকর। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا۟ بِٱلْعَدْلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًۢا بَصِيرًا

"আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা আমানত তার প্রাপকদের ফিরিয়ে দাও এবং তোমরা যখন লোকদের মাঝে বিচার করো তখন যেন ন্যায়ের সাথে বিচার করো। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উত্তম! নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।" (সূরাহ নিসা, ৪ : ৫৮)

তিনি বলেন,

إِنَّآ أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُوا۟ مِن كِتَٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُوا۟ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا۟ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَٰتِى ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ

"নিশ্চয়ই আমি পথনির্দেশ ও আলোসংবলিত তাওরাত নাযিল করেছিলাম। এর দ্বারা (আল্লাহর) আজ্ঞাবহ নবিরা, ধার্মিক ব্যক্তিরা এবং যাজকেরা ইহুদিদের মাঝে বিচারকাজ সম্পন্ন করত। কারণ, তাদের ওপরই আল্লাহর (এই) কিতাব সংরক্ষণের ভার দেয়া হয়েছিল। তারা এর সাক্ষীও ছিল। অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় করো এবং নগণ্য

Scanned by CamScanner

মূল্যে আমার আয়াতগুলো বিক্রি করো না। আর যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে বিচার করে না তারাই কাফির।" (সূরাহ মায়িদাহ, ৫ : ৪৪)

আল্লাহ আরও বলেন,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

"তাওরাতে আমি তাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছিলাম, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং জখমের বদলে সমান জখম। তবে কেউ মাফ করে দিলে তা তার জন্য পাপের প্রায়শ্চিত হবে। আর যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে বিচার করে না তারাই যালিম।" (সূরাহ মায়িদাহ, ৫ : ৪৫)

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ

"ইনজিলে আল্লাহ যে বিধান নাযিল করেছেন ইনজিলধারীরা যেন সে অনুসারে বিচার করে। আর যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুসারে বিচার করে না তারাই ফাসিক।" (সূরাহ মায়িদাহ, ৫ : ৪৭)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"হে ঈমানদারেরা, তোমরা আল্লাহর ও রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের (ন্যায়বান) শাসকবৃন্দের কথা মেনে চলো। আর যদি কোনো ব্যাপারে তোমাদের মাঝে বিরোধ লেগে যায়, তাহলে তা মীমাংসার ভার আল্লাহ ও রাসূলের কাছে ছেড়ে দিয়ো, যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষদিবসে বিশ্বাসী হও। সেটাই ভালো এবং পরিণামের দিক থেকে উত্তম।" (সূরাহ নিসা, ৪ : ৫৯)

Scanned by CamScanner

অধ্যায় : চব্বিশ
আল্লাহর গুণাবলির ওপর ঈমান

আল্লাহর চেহারা

আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহর চেহারা রয়েছে, তবে তা কোনো সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য রাখে না।[৬১] আল্লাহ বলেন,

وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَٰلِ وَٱلْإِكْرَامِ

"থাকবে শুধু তোমার মহামহিম ও চিরসম্মানিত রবের চেহারা।" (সূরাহ আর-রহমান, ৫৫ : ২৭)

আল্লাহ আরও বলেন,

وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ ۘ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ كُلُّ شَىْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ ۚ لَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহকে ডেকো না। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। একমাত্র তাঁর চেহারা ছাড়া আর সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। সিদ্ধান্ত তাঁরই এবং তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।" (সূরাহ কাসাস, ২৮ : ৮৮)

জাবির বিন আব্দুল্লাহ বলেন, "যখন আল্লাহর এ কথা নাযিল হলো, 'বলো, 'তোমাদের ওপরের দিক থেকে তোমাদের ওপর আযাব পাঠাতে তিনি সক্ষম'—قُلْ

---

[৬১] আল্লাহর চেহারা, হাত, আঙুল ইত্যাদি সত্তাগত সিফাতকে অনেকে ভুল করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বলে থাকেন, যা সম্পূর্ণভাবেই ভুল। আমরা কেবল তাঁর সিফাতগুলোতে ঈমান রাখব, এগুলো সত্য বলে বিশ্বাস করব। কোনো ধরনের কল্পনা, আকার-আকৃতি সাব্যস্তকরণ কিংবা ধরন-নির্ধারণ থেকে বিরত থাকব। আল্লাহর সিফাতের ধরন কেমন, আল্লাহই ভালো জানেন। বান্দার কাজ বিনা বাক্যে বিশ্বাস করে নেয়া। (দেখুন : ইমাম ইবনু আবিল ইয্ আল-হানাফি, শারহুল আকিদাতিত তাহাবিয়া) [ভা.স.]

Scanned by CamScanner

هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ' (সূরাহ আন'আম ৬ : ৬৫), তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমার চেহারার কাছে পানাহ চাই—أعوذ بوجهك''[৬২]

আল্লাহর হাত

আমরা বিশ্বাস করি—আল্লাহর দুটো হাত আছে, যা তাঁর সম্মান, বড়ত্ব ও মহিমার সাথে মানানসই। বাস্তবিকই দুটো হাত, যা তাঁর সাথেই মানানসই।[৬৩] আল্লাহ বলেন,

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا۟ بِمَا قَالُوا۟ ۘ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَٰنًا وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ ۚ كُلَّمَآ أَوْقَدُوا۟ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ ۙ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

"ইহুদিরা বলে—আল্লাহর হাত বদ্ধ। এ কথা বলার কারণে তাদের হাতই বদ্ধ হোক এবং তারা অভিশপ্ত হোক, বরং তাঁর দুই হাত প্রসারিত। তিনি যেভাবে ইচ্ছা ব্যয় করেন। তোমার কাছে তোমার রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে নিশ্চয়ই তা তাদের অনেকের অবাধ্যতা ও অবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে। আমি কিয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করেছি। তারা যখনই যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়েছে আল্লাহ তখনই তা নিভিয়ে দিয়েছেন। তারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়; আর আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টিকারীদের ভালোবাসেন না।" (সূরাহ মায়িদাহ, ৫ : ৬৪)

---

[৬২] সহিহ বুখারি, কিতাবুত তাফসির : ৪৬২৮; আরও দেখুন : ৭৩১৩, ৭৪০৬

[৬৩] 'মহান আল্লাহর দুই হাত রয়েছে। এ দুই হাত তাঁর সত্তাগত সিফাত। দুই হাত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়, দেহের অংশ নয়, দেহ নয়, দেহ-জাতীয় কিছু নয়, সীমা, সংযোজন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জাতীয় কিছুই নয়। এ বিষয়ে কিয়াস-যুক্তি অচল। এতে কনুই, বাহু ইত্যাদি কোনো কিছুর অস্তিত্ব কল্পনার সুযোগই নেই। কুরআন-হাদিসে যতটুকু বলা হয়েছে তার অতিরিক্ত মানুষের ব্যবহার থেকে কিছু সংযোজন করা যাবে না।' (আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল-আকিদাহ, আবু বাকর খাল্লালের বর্ণনা, পৃষ্ঠা : ১০২-১১১) [ভা.স]

Scanned by CamScanner

তিনি বলেন,

قَالَ يَٰٓإِبۡلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسۡجُدَ لِمَا خَلَقۡتُ بِيَدَيَّۖ أَسۡتَكۡبَرۡتَ أَمۡ كُنتَ مِنَ ٱلۡعَالِينَ

"(আল্লাহ) বললেন, 'ইবলিস, আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি তাকে সিজদা করতে কে তোমাকে নিষেধ করল? তুমি কি নিজেকে বড় মনে করো, না কি তুমি খুব উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন?" (সূরাহ সাদ, ৩৮ : ৭৫)

আল্লাহ আরও বলেন,

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدۡرِهِۦ وَٱلۡأَرۡضُ جَمِيعٗا قَبۡضَتُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطۡوِيَّٰتُۢ بِيَمِينِهِۦۚ سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ

"তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি। কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোয় থাকবে এবং আসমানগুলো তাঁর ডান হাতে ভাঁজ-করা অবস্থায় থাকবে। তিনি পবিত্র ও মহান। তারা (তাঁর সাথে) যা কিছু শরিক করে তিনি তার ঊর্ধ্বে।" (সূরাহ যুমার, ৩৯ : ৬৭)

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে আছে,

«جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، فقال: يا أبا القاسم! إن الله يمسك السموات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر والثرى على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملكُ، أنا الملكُ.

فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قرأ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يوْمَ الْقِيامَةِ ﴾».

"আহলুল কিতাবের এক লোক নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল—হে আবুল কাসিম, (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ আসমানগুলোকে এক আঙুলের ওপর, জমিনগুলোকে এক আঙুলের ওপর, বৃক্ষ ও কাদামাটিকে এক আঙুলের ওপর এবং বাকি সৃষ্টিকে এক আঙুলের ওপর তুলে বলবেন, 'বাদশাহ একমাত্র আমিই, বাদশাহ একমাত্র আমিই।'

Scanned by CamScanner

বর্ণনাকারী বলেন, 'আমি দেখতে পেলাম নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে ফেললেন। এমনকি তাঁর মাড়ির দাঁতগুলো প্রকাশ হয়ে পড়ল। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন, 'তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি। কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোয় থাকবে—وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ'"[৬৪]

আল্লাহর আঙুল

আমরা বিশ্বাস করি—আল্লাহর আঙুল রয়েছে, যার সাথে সৃষ্টির আঙুলের কোনো সাদৃশ্য নেই। সালাফরা এর ওপর ইজমা পোষণ করেছেন। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত আগের হাদিসে আল্লাহর আঙুল সাব্যস্ত রয়েছে। আর আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত সহিহ হাদিসেও তা বিদ্যমান। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، كقلب >>
واحد يصرفه كيف يشاء»

"নিশ্চয়ই বনি আদমের হৃদয়গুলো দয়াময়ের দুই আঙুলের মাঝে এমনভাবে রয়েছে, যেন সবগুলো একটি হৃদয়। তিনি যেভাবে চান সেভাবেই তা উলটপালট করেন।"[৬৫]

আল্লাহর কালাম (কথা)

আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ নিজ সত্তার জন্য কালাম (কথা) সাব্যস্ত করেছেন এবং তাঁর রাসূলও আল্লাহর জন্য কথা সাব্যস্ত করেছেন। তিনি মহাপবিত্র, যেভাবে যখন ইচ্ছে কথা বলতে পারেন। আমরা তাঁর কালামে বিশ্বাস করি, যা তাঁর বড়ত্বের সাথে মানানসই। আর এই কালাম (কথা) কিছু হরফ ও শ্রবণশীল আওয়াজের মাধ্যমে বাস্তবিকই কথা। আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলেছেন। আল্লাহ নিজ কিতাবে বলেন,

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن
تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ

[৬৪] বুখারি, কিতাবুত তাওহিদ : ৮/১৭২; সহিহ মুসলিম : ২৭৮৬

[৬৫] সহিহ মুসলিম, কিতাবুল কদর : ৪/২০৪৫ (২৬৫৪)

Scanned by CamScanner

رَبُّهُۥ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَٰنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ

"মূসা যখন আমার নির্ধারিত সময় অনুযায়ী উপস্থিত হয়েছিল এবং তার সাথে তার রব কথা বলেছিলেন তখন সে বলেছিল—ও রব, আমাকে দেখাও, আমি তোমাকে দেখব। আল্লাহ বলেন—তুমি আমাকে দেখতে পাবে না, তুমি বরং পাহাড়টির দিকে তাকাও; পাহাড় যদি নিজের জায়গায় স্থির থাকে তবেই তুমি আমাকে দেখতে পাবে। এরপর তার রব যখন পাহাড়টির দিকে স্বীয় জ্যোতির বিকিরণ ঘটালেন তখন তিনি সেটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন আর মূসা বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল। তারপর সে জ্ঞান ফিরে পেয়ে বলল, 'মহিমা তোমার! আমি তোমার কাছে তাওবাহ করলাম এবং আমিই প্রথম বিশ্বাসী (হলাম)।'" (সূরাহ আরাফ, ৭ : ১৪৩)

আল্লাহ বলেন,

وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا

"আর মূসার সাথে আল্লাহ সরাসরি কথা বলেছেন।" (সূরাহ নিসা, ৪ : ১৬৪)

আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলেছেন। আল্লাহ বলেন,

وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَآ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَآ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"(এমতাবস্থায়) তাদের রব তাদের সম্বোধন করে বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে ওই গাছটির কাছে যেতে বারণ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু?'" (সূরাহ আল-আরাফ, ৭ : ২২)

তিনি জিবরিল আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলেন। সহিহ হাদিসে আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إن الله إذا أحب عبدًا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانًا فأحبه»

Scanned by CamScanner

"আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন তখন জিবরিল আলাইহিস সালামকে ডেকে বলেন, আল্লাহ অমুককে ভালোবেসেছেন সুতরাং তুমিও তাকে ভালোবাসো।"[৬৬]

আল্লাহ ফেরেশতা ও মুমিনদের সাথে কথা বলেন। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«يقول الله لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا >>
وسعديك، والخير كله بين يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما
لنا لا نرضى يا رب...»

"আল্লাহ জান্নাতবাসীদের বলবেন—হে জান্নাতিরা। তখন তারা বলবে—লাব্বাইক (আমরা হাজির) হে আমাদের রব ওয়া সাদায়িক (আমরা সৌভাগ্যবান), সকল কল্যাণ আপনার দুই হাতে নিহিত। তখন তিনি তাদেরকে বলবেন, 'তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ?' তারা বলবে, 'আমাদের সন্তুষ্ট না হওয়ার কী আছে হে রব?'.....।"[৬৭]

আল্লাহর ঊর্ধ্বতা ও 'ওপরে থাকা'

আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ সমগ্র সৃষ্টির ওপরে আছেন, আসমানে আছেন। কোনো রকমের তাহরিফ (বিকৃতি), তাতিল (অস্বীকার), তাকয়িফ (ধরন-নির্ধারণ) বা তামসিল (তুলনাকরণ) ছাড়াই আমরা বিশ্বাস করি। আল্লাহ বলেন,

ءَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿١٦﴾ أَمْ
أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ

"তোমরা কি ভাবনামুক্ত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি আছেন তিনি তোমাদের ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন না, যখন তা হঠাৎ থরথর করে কাঁপতে থাকবে? নাকি যিনি আসমানে আছেন তোমরা তাঁর এই শাস্তি থেকে নিরাপদ যে, তিনি তোমাদের ওপর শিলাঝড় পাঠাবেন এবং তোমরা তখন জানতে পারবে, আমার সতর্কবাণী কেমন ছিল?" (সূরাহ মুলক, ৬৭ : ১৬-১৭)

---

[৬৬] সহিহ বুখারি, কিতাবুত তাওহিদ : ১৩/৪৬১ [ফাতহুল বারি]; সহিহ মুসলিম : ১৬/২২ [নাওয়াবি, শারহু মুসলিম]

[৬৭] সহিহ বুখারি : ১১/৪১৫, ১৩/৪৮৭; সহিহ মুসলিম : ২৮২৯

Scanned by CamScanner

এখানে আকাশ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওপরে থাকা। এটা উদ্দেশ্য নয় যে, আকাশ আল্লাহকে ধারণ করে আছে। আল্লাহ তা থেকে পবিত্র। আল্লাহ বলেন,

وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ

"তিনি সর্বোচ্চ, মহামহিম।" (সূরাহ বাকারাহ, ২ : ২৫৫)

سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى

"তোমার সুমহান রবের নামের পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করো।" (সূরাহ আলা, ৮৭ : ১)

إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ

"সে শুধু তার মহান রবের সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে।" (সূরাহ লাইল, ৯২ : ২০)

إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَٰعِيسَىٰٓ إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ

"(স্মরণ করো) যখন আল্লাহ বলেছিলেন—হে ঈসা, আমি তোমাকে নিয়ে নেব, তোমাকে আমার কাছে উঠিয়ে আনব।" (সূরাহ আলে ইমরান, ৩ : ৫৫)

بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

"বরং আল্লাহ তাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরাহ নিসা, ৪ : ১৫৮)

يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

"তারা তাদের রবকে ভয় করে যিনি তাদের ওপরে রয়েছেন এবং যে নির্দেশ পায় তা পালন করে থাকে।" (সূরাহ নাহল, ১৬ : ৫০)

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সিজদায় বলতেন,

سبحان ربي الأعلى

"আমি আমার মহান সুউচ্চ রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।"[৬৮]

---

[৬৮] সহিহ মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরিনা ওয়া কাসরিহা : ২০৩

Scanned by CamScanner

তেমনি দাসীর হাদিসে এসেছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, أين الله؟—আল্লাহ কোথায়? সে উত্তরে বলল, في السماء—আসমানে। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, من أنا؟—আমি কে? সে উত্তরে বলল, أنت رسول الله—আপনি আল্লাহর রাসূল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, اعتقها فإنها مؤمنة—তাকে মুক্ত করে দাও, কেননা সে মুমিনাহ।[৬৯]

আল্লাহ আরশের ওপর সমুন্নত

আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ তাঁর আরশের ওপর সমুন্নত রয়েছেন। তিনি তাঁর সৃষ্টি থেকে পৃথক। আরশ সকল সৃষ্টির ঊর্ধ্বে এবং সবচেয়ে বড়। আরশ অনেকগুলো পায়াবিশিষ্ট, তা ফেরেশতারা বহন করে। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ

"নিশ্চয়ই তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি ছয় দিনে আসমান-জমিন সৃষ্টি করেছেন; তারপর আরশের ওপর সমুন্নত হয়েছেন।" (সূরাহ আরাফ, ৭ : ৫৪)

ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ

"আল্লাহ সেই মহান সত্তা যিনি কোনো স্তম্ভ ছাড়াই আসমান উত্তোলন করেছেন, যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তারপর তিনি আরশের ওপর সমুন্নত হয়েছেন।" (সূরাহ রাদ, ১৩ : ২)

ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ

"রাহমান আরশের ওপর সমুন্নত।" (সূরাহ ত্ব-হা, ২০ : ৫)

ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ ٱلرَّحْمَٰنُ فَسْـَٔلْ بِهِۦ خَبِيرًا

---

[৬৯] সহিহ মুসলিম : ৫৩৭; সুনান আবু দাউদ : ৫৯০; মুয়াত্তা ইমাম মালিক : ২৭৩০; মুসান্নাফ ইবনু আবু শাইবাহ : ৮২৫

Scanned by CamScanner

"যিনি আসমান-জমিন এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে তা ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন; তারপর আরশের ওপর সমুন্নত হয়েছেন। তিনি করুণাময়। কোনো অবগত ব্যক্তির কাছে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো।" (সূরাহ ফুরকান, ২৫ : ৫৯)

وَتَرَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ حَآفِّينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۖ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ

"তুমি ফেরেশতাদেরকে আরশের চারপাশ ঘিরে তাদের রবের পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করতে দেখবে। তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে। আর বলা হবে—সকল প্রশংসা নিখিল জগতের রব আল্লাহরই।" (সূরাহ যুমার, ৩৯ : ৭৫)

ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُۥ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَٱغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا۟ وَٱتَّبَعُوا۟ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ

"যারা আল্লাহর আরশ বহন করে এবং যারা তার চারপাশ ঘিরে থাকে তারা তাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তাঁকে বিশ্বাস করে এবং মুমিনদের জন্য (তাঁর কাছে) ক্ষমাপ্রার্থনা করে। (তারা বলে,) 'ও রব, অনুগ্রহ ও জ্ঞান দ্বারা তুমি সবকিছু ধারণ করে আছ। অতএব, যারা তওবাহ করে ও তোমার পথ অনুসরণ করে তাদেরকে ক্ষমা করো এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো'।" (সূরাহ গাফির, ৪০ : ৭)

رَفِيعُ ٱلدَّرَجَٰتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ

"তিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ও আরশের মালিক। তিনি তাঁর বান্দাদের যার প্রতি ইচ্ছা নিজ আদেশে ওহি পাঠান, যাতে সে সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে।" (সূরাহ গাফির, ৪০ : ১৫)

سُبْحَٰنَ رَبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

"তারা যা বলে তা থেকে আসমান-জমিন ও আরশের রব পবিত্র" (সূরাহ যুখরুফ, ৪৩ : ৮২)

Scanned by CamScanner

وَالْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآئِهَا ۚ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَٰنِيَةٌ

"এবং মালাকরা আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে ও আটজন মালাক আপনার রবের আরশকে তাদের ঊর্ধ্বে বহন করবে।" (সূরাহ হাক্কাহ, ৬৯ : ১৭)

ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ

"আরশের মালিক, মহামহিম।" (সূরাহ বুরুজ, ৮৫ : ১৫)

আমরা বিশ্বাস করি, আরশের ওপর সমুন্নত হওয়া এবং আসমানের ওপরে থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাঁর বান্দাদের খুব কাছেই রয়েছেন। তিনি বলেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ

"আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জানতে চায় (তখন তাদের জানিয়ে দাও), আমি তো কাছেই আছি।" (সূরাহ বাকারাহ, ২ : ১৮৬)

মুত্তাফাকুন আলাইহি হাদিসে[৭০] বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا >> غائبًا، إنما تدعون سميعًا بصيرًا قريبًا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته»

"হে লোকসকল, তোমরা নিজেদের প্রতি সদয় হও। কারণ, তোমরা তো এমন কাউকে ডাকছ না যিনি বধির কিংবা তোমাদের কাছ থেকে অনুপস্থিত; বরং তোমরা সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টাকে ডাকছ। তোমরা এমন এক সত্তাকে ডাকছ যিনি তোমাদের কারও বাহনের ঘাড়ের চেয়েও কাছে রয়েছেন।"[৭১], [৭২]

---

[৭০] মুত্তাফাকুন আলাইহি হলো সেসব হাদিস, যা ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিম উভয়েই তাঁদের সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে সংকলন করেছেন। [ভা.স.]

[৭১] মুসনাদু আহমাদ : ১৯৫৯৯, শাইখ শুয়াইব আরনাউত (রাহিমাহুল্লাহ) এবং তাঁর সাথিদের মতে ইমাম বুখারি ও মুসলিম রাহিমাহুমুল্লাহর শর্তে সহিহ; মুসনাদু বাযযার : ২৯৯০।

[৭২] সহিহ বুখারি : ১১/৫০০; সহিহ মুসলিম : ২৭০৪

Scanned by CamScanner

আল্লাহর দুই চোখ

আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহর মর্যাদার উপযোগী দুটো চোখ আছে; যা তিনি নিজ ব্যাপারে তাঁর কিতাবে সাব্যস্ত করেছেন এবং তাঁর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ব্যাপারে নিজ সুন্নাহয় সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ বলেন,

فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

"তুমি তো আমার চোখের সামনেই আছ।" (সূরাহ তুর, ৫২ : ৪৮)

وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ

"আর যাতে তুমি আমার চোখের সামনে বেড়ে উঠতে পারো (সেই ব্যবস্থা করেছিলাম)।" (সূরাহ ত্ব-হা, ২০ : ৩৯)

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিসে আছে, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে দাজ্জাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,

«إن الله لا يخفى عليكم، إن الله تعالى ليس بأعور وأشار إلى عينه
وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية»

"আল্লাহ তোমাদের কাছে গোপন নয়। আল্লাহ অন্ধ নন এবং তিনি তাঁর চোখের দিকে ইশারা করলেন। আর আল-মাসিহুদ দাজ্জালের ডান চোখ কানা হবে যেন তার চোখ দুটো ভাসমান আঙ্গুর।"[৭৩]

আল্লাহর ক্রোধ

আমরা আল্লাহর ক্রোধের গুণকে বিশ্বাস করি। প্রকৃতই ক্রোধ যা তাঁর মহত্ব ও বড়ত্বের সাথে মানানসই। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ

"যারা বাছুরকে ইলাহ বানিয়েছিল তাদের ওপর তাদের রবের ক্রোধ ও লাঞ্ছনা এসে পড়বে।" (সূরাহ আরাফ, ৭ : ১৫২)

---

[৭৩] সহিহ বুখারি : ১৩/৩৮৯; সহিহ মুসলিম : ২৯২৩

Scanned by CamScanner

فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"তাদের ওপরই আল্লাহর ক্রোধ। এদের জন্য ভয়ানক শাস্তিও রয়েছে।" (সূরাহ নাহল, ১৬ : ১০৬)

وَٱلْخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ

"আর পঞ্চমবারে বলবে যে, যদি স্বামীর কথা সত্য হয় তাহলে তার নিজের ওপর আল্লাহর গযব পড়বে।" (সূরাহ নূর, ২৪ : ৯)

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم

"তুমি কি তাদের দিকে তাকিয়ে দেখোনি, যারা এমন একদল লোকের সাথে বন্ধুত্ব করে, যাদের ওপর আল্লাহর ক্রোধ আছে?" (সূরাহ মুজাদালাহ, ৫৮ : ১৪)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ

"হে ঈমানদারেরা, এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করো না, যাদের ওপর আল্লাহ অসন্তুষ্ট।" (সূরাহ মুমতাহিনা, ৬০ : ১৩)

فَلَمَّآ ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَٰهُمْ أَجْمَعِينَ

"যখন তারা আমাকে রাগান্বিত করল, তখন আমি তাদের শাস্তি দিলাম এবং সবাইকে ডুবিয়ে দিলাম।" (সূরাহ যুখরুফ, ৪৩ : ৫৫)

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إن رحمتي تغلب غضبي»

"আমার রহমত আমার ক্রোধকে পরাভূত করবে।"[৭৪]

শাফাআতের লম্বা একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

«إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله»

---

[৭৪] সহিহ বুখারি, কিতাবুত তাওহিদ : ১৫/৫০৩ (৭৫৫৪)

Scanned by CamScanner

"নিশ্চয়ই আমার রব কিয়ামতের দিন এমন ক্রুদ্ধ হবেন এর আগে এমন হননি এবং পরেও হবেন না।"[৭৫]

আল্লাহর হাসি

আমরা আল্লাহর হাসির গুণকে বিশ্বাস করি, তিনি যখন চান যেভাবে চান হাসেন। আর তা আল্লাহর শান উপযোগী বাস্তবিকই হাসি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة»

"আল্লাহ এমন দুই ব্যক্তির ওপর হাসেন যারা একে অপরকে হত্যা করে এবং অবশেষে উভয়েই জান্নাতে প্রবেশ করে।"[৭৬]

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

«فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك الله منه قال: ادخل الجنة»

"সে আল্লাহকে ডাকতেই থাকবে। এক পর্যায়ে আল্লাহ তার প্রতি হেসে ফেলবেন। যখন আল্লাহ তার প্রতি হেসে ফেলবেন তিনি তাকে বলবেন— যাও জান্নাতে প্রবেশ করো।"[৭৭]

আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি

আমরা বিশ্বাস করি ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি আল্লাহর মহত্ব ও বড়ত্বের সাথে মানানসই সাব্যস্ত দুটো গুণ। কারণ, এমন কিছু আমল ও ব্যক্তি আছে যাদের আল্লাহ পছন্দ করেন এবং তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। সেসব গুণ ও কাজ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে এবং তিনি যেগুলো পছন্দ করেন, সেসবে নিজেকে গুণান্বিত করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন, ভালোবাসেন। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

"যারা ভালো কাজ করে আল্লাহ তাদেরকেই ভালোবাসেন।" (সূরাহ বাকারাহ, ২ : ১৯৫)

---

[৭৫] সহিহ বুখারি, কিতাবুত তাওহিদ : ৭৪৩৯

[৭৬] সহিহ বুখারি : ৬/৩৯ (২৮২৬); সহিহ মুসলিম : ৩/১০৪ (১২৮)

[৭৭] সহিহ বুখারি, কিতাবুত তাওহিদ : ১৩/৪৩০-৪৩১ (৭৪৩৭)

Scanned by CamScanner

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাহকারীদের ভালোবাসেন, আর যারা পাক-সাফ থাকে তিনি তাদেরকেও ভালোবাসেন।" (সূরাহ বাকারাহ, ২ : ২২২)

وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّٰبِرِينَ

"আল্লাহ ধৈর্যধারণকারীদের ভালোবাসেন।" (সূরাহ আলে ইমরান, ৩ : ১৪৬)

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকিদের পছন্দ করেন।" (সূরাহ তাওবাহ, ৯ : ৭)

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

"আল্লাহ তো সুবিচারকারীদেরকেই ভালোবাসেন।" (সূরাহ হুজরাত, ৪৯ : ৯)

إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِهِۦ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَٰنٌ مَّرْصُوصٌ

"আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করে, যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর।" (সূরাহ সফ, ৬১ : ৪)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ

"হে ঈমানদারেরা, তোমাদের মধ্যে যারা নিজ দ্বীন ত্যাগ করবে তাদের স্থানে আল্লাহ এমন একদল লোক নিয়ে আসবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে।" (সূরাহ মায়িদাহ, ৫ : ৫৪)

قَالَ ٱللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّٰدِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

"আল্লাহ বলবেন—আজকের দিনে সত্যবাদীরা তাদের সত্যবাদিতার উপকার পাবে। তাদের জন্য এমন সব উদ্যান (জান্নাত) রয়েছে যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং

Scanned by CamScanner

তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটাই বড় সফলতা।" (সূরাহ মায়িদাহ, ৫ : ১১৯)

لَّقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِى قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَٰبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

"মুমিনরা যখন গাছটির নিচে তোমার কাছে আনুগত্যের শপথ করছিল আল্লাহ তখন তাদের প্রতি অবশ্যই সন্তুষ্ট হয়েছেন। তিনি তাদের মনের কথা জানতেন; তাই তাদের ওপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং প্রতিদানস্বরূপ তাদেরকে দেন এক আসন্ন বিজয়।" (সূরাহ ফাতহ, ৪৮ : ১৮)

وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغْنِى شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰٓ

"আসমানে অনেক ফেতেশতা আছে, যাদের সুপারিশ কোনো কাজে আসবে না; তবে আল্লাহ যার জন্য চান এবং যার ওপর তিনি সন্তুষ্ট, তার পক্ষে তিনি সুপারিশ করার অনুমতি দেয়ার পরই (তা কাজে আসবে)।" (সূরাহ নাজম, ৫৩ : ২৬)

সাহল ইবনু সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইবারের দিন বলেছিলেন,

«لأعطين الراية غدًا رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله»

"আগামীকাল আমি অবশ্যই এমন একজন ব্যক্তির হাতে ঝাণ্ডা তুলে দেব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালোবাসেন।"[৭৮]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها»

[৭৮] সহিহ বুখারি : ৭/৪৭৬; সহিহ মুসলিম : ২৪০৬

Scanned by CamScanner

"নিশ্চয় আল্লাহ ওই বান্দার ওপর অবশ্যই সন্তুষ্ট হন, যে খাবার খেয়ে আল্লাহর প্রশংসা করে কিংবা পানীয় পান করে আল্লাহর প্রশংসা করে।"[৭৯]

আল্লাহর অসন্তোষ ও অপছন্দতা

আমরা বিশ্বাস করি, অসন্তোষ ও অপছন্দতা আল্লাহর মহত্ব ও বড়ত্বের সাথে মানানসই দুটো গুণ। আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ

"তাদের যদি বের হবার ইচ্ছাই থাকত তাহলে তারা সেজন্য কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করত; কিন্তু আল্লাহ তাদের অভিযাত্রা অপছন্দ করেছেন; তাই তিনি তাদেরকে হতোদ্যম করেছেন এবং (তাদেরকে) বলা হয়েছে—যারা (বাড়িতে) বসে আছে তোমরা তাদের সাথেই বসে থাক।" (সূরাহ তাওবাহ, ৯ : ৪৬)

تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ

"তুমি তাদের অনেককে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে। তারা নিজেদের জন্য যা সঞ্চয় করেছে তা অবশ্যই খারাপ! যে কারণে আল্লাহ তাদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং তারা চিরকাল আযাবের মধ্যে থাকবে।" (সূরাহ মায়িদাহ, ৫ : ৮০)

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

"এটা এজন্য যে, তারা সেই কাজ করেছে যাতে আল্লাহ রাগান্বিত হন এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে তারা অপছন্দ করেছে। তাই তিনি তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন।" (সূরাহ মুহাম্মাদ, ৪৭ : ২৮)

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি দুআ এমন ছিল,

«اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك»

[৭৯] সহিহ মুসলিম : ৮৯

Scanned by CamScanner

"হে আল্লাহ, আমি আপনার সন্তুষ্টির মাধ্যমে আপনার অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় চাই।"[৮০]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إن الله كره لكم ثلاثًا: قيل وقال...»

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি বিষয়কে অপছন্দ করেছেন— অযথা কথা বলা.....।"[৮১]

আল্লাহর নাফস

আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহর মহত্ব ও বড়ত্ব উপযোগী নাফস রয়েছে। এটি তাঁর একটি গুণ। আর তা কিতাব-সুন্নাহ ও সালাফদের ইজমার মাধ্যমে প্রমাণিত।

আল্লাহ বলেন,

وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ

"আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের (নাফস) সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছেন। আর তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন।" (সূরাহ আলে ইমরান, ৩ : ২৮)

وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ

"আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিজের সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ বান্দাদের প্রতি দয়াশীল।" (সূরাহ আলে ইমরান, ৩ : ৩০)

كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ۚ

"অনুগ্রহ করাকে তিনি নিজের কর্তব্য করে নিয়েছেন।" (সূরাহ আনআম, ৬ : ১২)

تَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِى وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِى نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ

"আমার মনে কী আছে তুমি তা জানো, আর তোমার মনে কী আছে আমি তা জানি না। অদৃশ্য বিষয়াদি সম্পর্কে তো একমাত্র তুমিই সম্যক অবগত।" (সূরাহ মায়িদাহ, ৫ : ১১৬)

---

[৮০] সহিহ মুসলিম, কিতাবুস সালাত : ২২২

[৮১] সহিহ বুখারি, কিতাবুয যাকাত : ৩/৩৯৮ (১৪৭৭), সহিহ মুসলিম : ৪/১১, ১২

Scanned by CamScanner

وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى

"আমি তোমাকে আমার নিজের জন্য তৈরি করেছি।" (সূরাহ ত্ব-হা, ২০ : ৪১)

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«يقول الله تعالى: أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي»

"আল্লাহ বলেন—যখন বান্দা আমাকে স্মরণ করে আমি তার সাথে থাকি; সে যদি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে তাহলেও আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি।"[৮২]

আল্লাহর অবতরণ, উপস্থিত হওয়া ও আগমন

আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহর অবতরণ, আগমন ও উপস্থিত হওয়া তাঁর গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত। এর ওপর ঈমান আনা এবং সাব্যস্ত করা তাঁর মহত্ব ও বড়ত্ব মোতাবেক আবশ্যক। আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له»

"রাতের এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে আমাদের রব দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন, 'কে আছে এমন যে আমাকে ডাকবে আর আমি তার ডাকে সাড়া দেব? কে আছে এমন যে আমার কাছে চাইবে আর আমি তাকে তা দেব? কে আছে এমন যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আর আমি তাকে ক্ষমা করব?'"[৮৩]

---

[৮২] সহিহ বুখারি, কিতাবুত তাওহিদ : ১৩/৩৯৫ (৭৪০৫)

[৮৩] সহিহ বুখারি, কিতাবুত তাহাজ্জুদ : ১১৪৫; সহিহ মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মুসাফির : ১৬৮

Scanned by CamScanner

আল্লাহ বলেন,

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ

"তারা কেবল এই অপেক্ষাই করছে, আল্লাহ মেঘের ছায়ার মাঝ দিয়ে তাদের কাছে চলে আসবেন, ফেরেশতারাও; আর বিষয়টির মীমাংসা হয়ে যাবে। আসলে সব বিষয়ই আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে।" (সূরাহ বাকারাহ, ২ : ২১০)

كَلَّآ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

"না না, যখন পৃথিবীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে। আর তোমার রব ও ফেরেশতারা কাতারে-কাতারে চলে আসবেন।" (সূরাহ ফাজর, ৮৯ : ২১-২২)

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِىَ رَبُّكَ

"তারা কি এটা ছাড়া অন্য কিছুর প্রতীক্ষা করছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতারা আসবে কিংবা তোমার রব আসবেন?" (সূরাহ আনআম, ৬ : ১৫৮)

শাফাআতের লম্বা এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

«فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون»

"তারপর আল্লাহ ওই সূরতে আগমন করবেন যা তারা চিনবে।"[৮৪]

আল্লাহর কুদরাত বা ক্ষমতা

আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ তাঁর নিজের জন্য 'কুদরাত' গুণকে সাব্যস্ত করেছেন এবং তাঁর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সাব্যস্ত করেছেন। সালাফরা এই গুণ সাব্যস্তের ব্যাপারে ইজমা পোষণ করেছেন। এটি তাঁর মহত্ব ও বড়ত্বের উপযোগী। আল্লাহ বলেন,

إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

[৮৪] সহিহ বুখারি, কিতাবুর রিকাক : ৬৫৭৩-৬৫৭৪

Scanned by CamScanner

"আল্লাহ তো সবকিছুই করার ক্ষমতা রাখেন।" (সূরাহ বাকারাহ, ২ : ২০)

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"তিনি সবকিছু করতে সক্ষম।" (সূরাহ মুলক, ৬৭ : ১)

وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

"আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।" (সূরাহ কাহফ, ১৮ : ৪৫)

إِنَّهُۥ عَلَىٰ رَجْعِهِۦ لَقَادِرٌ

"নিশ্চয়ই তিনি তাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম।" (সূরাহ তারিক, ৮৬ : ৮)

ইসতিখারার হাদিসে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وأستقدرك بقدرتك

"আর আমি আপনার কাছে আপনার শক্তির মাধ্যমে শক্তি চাই।"[৮৫]

আল্লাহর চাওয়া ও ইচ্ছা

আমরা বিশ্বাস করি, চাওয়া ও ইচ্ছা আল্লাহর গুণাবলির অন্তর্ভুক্ত। এ দুটো গুণ কিতাব-সুন্নাহ ও উম্মাতের সালাফদের ইজমার মাধ্যমে প্রমাণিত। আর এ দুটোর অর্থ একই, একটি অপরটির স্থানে ব্যবহৃত হয়। ইমাম শাফিয়ি ও ইমাম ইবনু বাত্তাল এমনই বলেছেন। আল্লাহ বলেন,

وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

"কিন্তু আল্লাহ তা-ই করেন যা তিনি করতে চান।" (সূরাহ বাকারাহ, ২ : ২৫৩)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَوْفُوا۟ بِٱلْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

"হে ঈমানদারেরা, তোমরা অঙ্গীকার পূরণ করো। তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হলো, সেগুলো ছাড়া যেগুলো তোমাদের কাছে উল্লেখ করা হবে।" (সূরাহ মায়িদাহ, ৫ : ১)

---

[৮৫] সহিহ বুখারি, কিতাবুত তাওহিদ : ১৫/৩২৮ (৭৩৯০)

Scanned by CamScanner

خَٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ

"যতদিন আসমান-জমিন থাকবে সেখানে তারা স্থায়ীভাবে বাস করবে। তবে তোমার রব ইচ্ছা করলে কোনো ব্যতিক্রমও হতে পারে। তোমার রব তো যা ইচ্ছা করেন, তা-ই করে থাকেন।" (সূরাহ হুদ, ১১ : ১০৭)

وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَٰرِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

"আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি নিয়ে নিতে পারতেন। আল্লাহ তো সবকিছুই করার ক্ষমতা রাখেন।" (সূরাহ বাকারাহ, ২ : ২০)

وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنۢ بَعْدِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ وَلَٰكِنِ ٱخْتَلَفُوا۟ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُوا۟ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

"আল্লাহর ইচ্ছা থাকলে তাদের পরবর্তীরা স্পষ্ট প্রমাণাদি পাওয়ার পরও হানাহানি করত না; কিন্তু তারা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছিল। ফলে তাদের কেউ ঈমান এনেছিল আবার কেউ কাফির হয়েছিল। আল্লাহর ইচ্ছা থাকলে তারা হানাহানি করত না; কিন্তু আল্লাহ তা-ই করেন যা তিনি করতে চান।" (সূরাহ বাকারাহ, ২ : ২৫৩)

بِئْسَمَا ٱشْتَرَوْا۟ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا۟ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ

"যার বিনিময়ে তারা নিজেদের বিক্রি করে দিয়েছে তা কত খারাপ! তা এই কারণে যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের যার কাছে ইচ্ছা অনুগ্রহ পাঠান। আর এটা মানতে না পেরেই তারা আল্লাহর নাযিলকৃত বস্তু (কুরআন) অবিশ্বাস করেছে।" (সূরাহ বাকারাহ, ২ : ৯০)

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ

"আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করার পাপ কিছুতেই ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য পাপ তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন।" (সূরাহ নিসা, ৪ : ৪৮)

Scanned by CamScanner

আবু কাতাদাহ তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করেন, যখন তাঁরা সালাত না পড়ে ঘুমিয়ে ছিলেন তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন,

«إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء»

"আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেন তোমাদের রুহ নিয়ে নেন, আর যখন ইচ্ছা ফিরিয়ে দেন।"[৮৬]

আল্লাহর আশ্চর্য হওয়া

আমরা বিশ্বাস করি, আশ্চর্য হওয়া আল্লাহর একটি অন্যতম গুণ, যা তাঁর মহত্ব ও বড়ত্বের সাথে মানানসই। আল্লাহ বলেন,

بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ

"বরং তুমি বিস্ময়বোধ করো, আর তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।" (সূরাহ সাফফাত, ৩৭ : ১২)

নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لقد عجب الله عز وجل من فلان وفلانة»، فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾

"আল্লাহ অমুক অমুককে দেখে আশ্চর্য হয়ে নাযিল করলেন, 'এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও নিজেদের ওপর (তাদের) অগ্রাধিকার দেয়—وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ' [আল-হাশ্‌র ৫৯:৯]'।'[৮৭]

আল্লাহর শোনা ও দেখা

আমরা বিশ্বাস করি, শোনা ও দেখা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত দুটো গুণ। এ পূর্ণাঙ্গ সিফাত দ্বারা আল্লাহ সবসময়ই গুণান্বিত থাকেন। আল্লাহ নিজের জন্য এই গুণাবলি সাব্যস্ত করেছেন এবং সেই সাথে তাঁর রাসূল ও উম্মাতের সালাফুস সালিহরাও এ গুণদ্বয় সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ বলেন,

---

[৮৬] সহিহ বুখারি, কিতাবুত তাওহিদ : ৭৪৭১ (৫৯৫)

[৮৭] সহিহ বুখারি : ৪৮৮৯; সহিহ মুসলিম : ২০৫৪

Scanned by CamScanner

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِىٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِۦ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَٰرَكْنَا حَوْلَهُۥ لِنُرِيَهُۥ مِنْ ءَايَٰتِنَآ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ

"পবিত্রতা ও মহিমা সেই মহান সত্তার, যিনি তাঁর বান্দাকে রাতে ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত—যার আশপাশ আমি বরকতময় করেছি—তাকে আমার নিদর্শনসমূহ দেখানোর জন্য। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।" (সূরাহ বনি ইসরাইল, ১৭ : ১)

وَٱللَّهُ يَقْضِى بِٱلْحَقِّ ۖ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ لَا يَقْضُونَ بِشَىْءٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ

"আল্লাহ সঠিক বিচার করেন। আর তারা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাকে, তারা তো কিছুই বিচার করতে পারে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।" (সূরাহ গাফির, ৪০ : ২০)

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِىٓ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَٰنٍ أَتَىٰهُمْ ۙ إِن فِى صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَٰلِغِيهِ ۚ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ

"নিজেদের কাছে কোনো যুক্তি না এলেও যারা আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ক করে, তাদের অন্তরে অহংকার ছাড়া আর কিছুই নেই। তারা সেখানে পৌঁছুতে পারবে না। অতএব, তুমি আল্লাহর আশ্রয় চাও। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।" (সূরাহ গাফির, ৪০ : ৫৬)

فَاطِرُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَٰمِ أَزْوَٰجًا ۖ يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ

"(তিনি) আসমান-জমিনের স্রষ্টা। তিনি তোমাদের মাঝ থেকে তোমাদের জন্য জোড়া এবং চতুষ্পদ জন্তুদের জন্যও জোড়া নির্ধারণ করেছেন। এই পদ্ধতিতেই তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করে থাকেন। কোনোকিছুই তাঁর মতো নয়। তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।" (সূরাহ শুরা, ৪২ : ১১)

Scanned by CamScanner

ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ

"তা এজন্য যে, আল্লাহ রাতকে দিনের মাঝে এবং দিনকে রাতের মাঝে প্রবেশ করান। আর আল্লাহ তো সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।" (সূরাহ হাজ্জ, ২২ : ৬১)

قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَٰدِلُكَ فِى زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَآ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌۢ بَصِيرٌ

"যে মহিলা তার স্বামী সম্পর্কে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং আল্লাহর কাছে অভিযোগ পেশ করছে, আল্লাহ তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ তোমাদের দুজনের কথাবার্তাই শুনছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।" (সূরাহ মুজাদালাহ, ৫৮ : ১)

قَالَ لَا تَخَافَآ ۖ إِنَّنِى مَعَكُمَآ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ

"তিনি বলেন—ভয় করো না; আমি তো তোমাদের সঙ্গে আছি; আমি শুনছি ও দেখছি।" (সূরাহ ত্ব-হা, ২০ : ৪৬)

আইশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إن جبريل عليه السلام ناداني قال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك»

"জিবরিল আলাইহিস সালাম আমাকে ডেকে বললেন—নিঃসন্দেহে আল্লাহ আপনার সম্প্রদায়ের কথা এবং তারা আপনাকে যে উত্তর দিয়েছে তা শুনেছেন।"[৮৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সালাতে বলতেন,

«سمع الله لمن حمده»

"আল্লাহ শুনেছেন যার জন্য সে প্রশংসা করেছে।"[৮৯]

---

[৮৮] সহিহ বুখারি, কিতাবুত তাওহিদ : ৭৩৮৯

Scanned by CamScanner

তোমাদেরকে গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু সম্পর্কে অবগত সত্তার কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে, তখন তোমরা যা কিছু করতে তিনি তোমাদেরকে তা অবহিত করবেন'।" (সূরাহ তাওবাহ, ৯ : ৯৪)

عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ

"তিনি সব অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন; তিনি সুমহান ও সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।" (সূরাহ রাদ, ১৩ : ৯)

ذَٰلِكَ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

"অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সবকিছু তাঁরই জানা। তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।" (সূরাহ সিজদাহ, ৩২ : ৬)

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ ۖ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْغَرُ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

"কাফিররা বলে—আমাদের ওপর কিয়ামত আসবে না। বলো, 'অবশ্যই; আমার রবের শপথ, তোমাদের ওপর তা আসবেই। তিনি গায়িব জানেন। আসমান কিংবা জমিনে অণু পরিমাণ বা তার চেয়ে ছোট কিংবা বড় কোনোকিছুই তাঁর কাছ থেকে দূরে নয়; বরং সবই এক স্পষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।'" (সূরাহ সাবা, ৩৪ : ৩)

عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا

"তিনি গায়িব জানেন এবং নিজ গায়িবের খবর কারও কাছে প্রকাশ করেন না।" (সূরাহ জিন, ৭২ : ২৬)

وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ

"তোমরা যে ভালো কাজ করো আল্লাহ তা জানেন। সঙ্গে পাথেয় নিয়ো; তবে তাকওয়াই সেরা পাথেয়। হে বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা, তোমরা আমাকে ভয় করো।" (সূরাহ বাকারাহ, ২ : ১৯৭)

Scanned by CamScanner

তোমাদেরকে গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছু সম্পর্কে অবগত সত্তার কাছে ফিরিয়ে নেয়া হবে, তখন তোমরা যা কিছু করতে তিনি তোমাদেরকে তা অবহিত করবেন'।" (সূরাহ তাওবাহ, ৯ : ৯৪)

عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ

"তিনি সব অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন; তিনি সুমহান ও সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।" (সূরাহ রাদ, ১৩ : ৯)

ذَٰلِكَ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

"অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সবকিছু তাঁরই জানা। তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।" (সূরাহ সিজদাহ, ৩২ : ৬)

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ ۖ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْغَرُ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ

"কাফিররা বলে—আমাদের ওপর কিয়ামত আসবে না। বলো, 'অবশ্যই; আমার রবের শপথ, তোমাদের ওপর তা আসবেই। তিনি গায়িব জানেন। আসমান কিংবা জমিনে অণু পরিমাণ বা তার চেয়ে ছোট কিংবা বড় কোনোকিছুই তাঁর কাছ থেকে দূরে নয়; বরং সবই এক স্পষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।'" (সূরাহ সাবা, ৩৪ : ৩)

عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا

"তিনি গায়িব জানেন এবং নিজ গায়িবের খবর কারও কাছে প্রকাশ করেন না।" (সূরাহ জিন, ৭২ : ২৬)

وَمَا تَفْعَلُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ۚ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ

"তোমরা যে ভালো কাজ করো আল্লাহ তা জানেন। সঙ্গে পাথেয় নিয়ো; তবে তাকওয়াই সেরা পাথেয়। হে বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা, তোমরা আমাকে ভয় করো।" (সূরাহ বাকারাহ, ২ : ১৯৭)

Scanned by CamScanner

وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ ۗ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

"তোমরা যা কিছু ব্যয় করো কিংবা যা কিছু মান্নত করো আল্লাহ তা অবশ্যই জানেন। আর যালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।" (সূরাহ বাকারাহ, ২ : ২৭০)

قُلْ إِن تُخْفُوا۟ مَا فِى صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

"বলো, 'তোমরা তোমাদের মনের কথা গোপন করো কিংবা প্রকাশ করো আল্লাহ তা জানেন। আসমান-জমিনে যা কিছু আছে সব তিনি জানেন। আল্লাহ সবকিছু করার ক্ষমতা রাখেন।" (সূরাহ আলে ইমরান, ৩ : ২৯)

খিযির আলাইহিস সালামের সাথে মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

فركبا في السفينة» قال: «ووقع عصفور على حرف السفينة فغمس منقاره في البحر، فقال الخضر لموسى: ما علمك وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره»

"তাঁরা দুজন নৌকায় উঠলেন। এ সময় একটি চড়ুই পাখি এসে নৌকার এক প্রান্তে বসে সমুদ্রে ঠোঁট ডুবাল। খিযির বললেন—হে মূসা, আমার এবং সৃষ্টিজগতের জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় চড়ুই পাখির ঠোঁটে যতটুকু পানি এসেছে তার চেয়েও কম।'"[৯১]

আল্লাহর 'সাথে থাকা'/নৈকট্য

বান্দাদের সাথে আল্লাহর নৈকট্য বা 'সাথে থাকা'কে আমরা বিশ্বাস করি। তারা যেখানেই থাকুক না কেন তিনি তাদের কাজ সম্পর্কে অবগত থাকেন। আল্লাহ বলেন,

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

[৯১] সহিহ বুখারি, কিতাবুল ইলম, কিতাবুত তাফসির; সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ফাদায়িল : ৮/১১১, আন-নাওয়াবি (২৩৭০)

Scanned by CamScanner

"তোমরা যেখানেই থাকো, তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ তা দেখতে পান।" (সূরাহ হাদিদ, ৫৭ : ৪)

এই 'সাথে থাকা' তাঁর পবিত্রতার উপযোগী, পরিপূর্ণ তানযিহ (পবিত্র, ত্রুটিমুক্ত)। এ ছাড়াও মুমিন বান্দাদের সাথে তাঁর এক বিশেষ নৈকট্য রয়েছে। এই নৈকট্য হচ্ছে সাহায্য, সুদৃঢ়করণ, তাওফিকপ্রদান ও সবকিছু ঠিক করে দেয়ার নৈকট্য। তিনি তাদের হিফাযত করেন, সাহায্য করেন এবং রক্ষা করেন।

তিনি বলেন,

إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ

"আল্লাহ তো তাদের সাথেই আছেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মশীল।" (সূরাহ নাহল, ১৬ : ১২৮)

তিনি তাঁর আরশের ওপর সমুন্নত হওয়া এবং ওপরে থাকা সত্ত্বেও তাঁর বান্দাদের সাথেই থাকেন, তা তারা যেখানেই থাকুক না কেন। আর তারা যা-ই করুক তিনি জানেন। যে তাঁকে ডাকে তিনি তার কাছেই রয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই নৈকট্য ও সাথে থাকার গুণ তাঁর ঊর্ধ্বত্ব ও ওপরে থাকাকে নাকচ করে না।

لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ

"কোনোকিছুই তাঁর মতো নয়। তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।" (সূরাহ শুরা, ৪২ : ১১)

তাই, 'কাছে থাকা' সত্ত্বেও তিনি সুউচ্চে এবং ঊর্ধ্বে থাকা সত্ত্বেও তিনি নিকটে।

Scanned by CamScanner

অধ্যায় : পঁচিশ
তাকফিরের মাসআলা

কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা কুফর প্রমাণিত হওয়া ছাড়া আমরা কাউকে তাকফির[৯২] করি না। যার ঈমান প্রমাণিত, তাকে সন্দেহের ভিত্তিতে ইসলাম থেকে বের করে দিই না। ইয়াকিন দ্বারা সাব্যস্ত বিষয় ইয়াকিন ছাড়া দূর হয় না।[৯৩]

আমরা আহলুল কিবলাকে[৯৪] মুসলিম বলে থাকি। আহলুল কিবলার মূল হচ্ছে ইসলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম-ভঙ্গের কোনো কিছু না পাওয়া যায় এবং তাকফিরের প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান থাকে, সে মুসলিম।[৯৫]

দুনিয়াতে কাউকে বিচারের ক্ষেত্রে বাহ্য দেখে বিচার করি। আর আল্লাহ গোপন বিষয়ের অভিভাবক, তিনিই এর হিসাব নিবেন। তাবিলকারীদের (ব্যাখ্যাকারী) তাকফিরের ব্যাপারে আমরা সতর্ক থাকি। বিশেষকরে শব্দগত মতপার্থক্য থাকলে কিংবা এমন ইলমি মাসায়িল যেখানে অজ্ঞতার ওজর রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে তাকফির করার ব্যাপারে আমরা সতর্কতা অবলম্বন করি।

---

[৯২] তাকফির হলো কাউকে কাফির আখ্যায়িত করা। [ভা.স.]

[৯৩] অর্থাৎ, নিশ্চিত বিষয় কেবল নিশ্চিত বিষয় দ্বারাই দূর হওয়া সম্ভব। ধারণার ভিত্তিতে নিশ্চিত বিষয় দূরীভূত হয় না। ঈমান নিশ্চিত, আর ধারণা কখনো নিশ্চিতকে দূর করতে পারে না। কাউকে ঈমান থেকে খারিজ করতে হলে তার পক্ষ থেকে কুফরও সুস্পষ্ট ও অকাট্য হতে হবে। [ভা.স.]

[৯৪] কিবলার দিকে সালাত আদায়কারী প্রত্যেক মুমিন মুসলিমই আহলুল কিবলা বা কিবলার অনুসারী। [ভা.স.]

[৯৫] তাকফির একটি স্পর্শকাতর বিষয়। কোনো মুসলিমকে তাকফির করা যেমন ভয়ানক কাজ, তেমনি কোনো কাফির, যিন্দিক, মুরতাদকে মুমিন বলাও বিপজ্জনক। দুটোই প্রান্তিকতা। দুটো থেকেই বেঁচে থাকা অপরিহার্য। সাধারণ মুসলিমদের কাজ হলো কোনো মুসলিমকে তাকফিরের বিষয়টা হকপন্থী উলামা কিরামের কাছে অর্পণ করা। উলামা কিরামের ইস্যুকৃত ফাতওয়া প্রচার এবং নিজে আগবেড়ে হুকুম দেয়া— এ দুইয়ের পার্থক্য বোঝা জরুরি। তাকফিরের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। এতে শর্ত ও প্রতিবন্ধকতাগুলো বিবেচনা করতে হয়। গভীর জ্ঞানসম্পন্ন উলামা কিরামের পক্ষেই তাকফিরসংক্রান্ত বিধিবিধানের সফল প্রয়োগ সম্ভব। (বিস্তারিত জানতে দেখুন : আর-রিসালাতুস সালাসিনিয়াহ ফিত-তাহযির মিনাল গুলু ফিত-তাকফির, মুখতাসার) [ভা.স.]

Scanned by CamScanner

আমরা তাওহিদের ওপর মৃত্যুবরণকারী কবিরা গুনাহকারীদের চিরস্থায়ী জাহান্নামি বলি না। এমনকি কবিরা গুনাহের ওপর মারা গেলেও না; বরং তারা আল্লাহর ইচ্ছা ও বিচারাধীন। আল্লাহ চাইলে নিজ অনুগ্রহে তাদের ক্ষমা করে দিতে পারেন, আর যদি চান তাহলে তাঁর ন্যায়বিচারের মাধ্যমে শাস্তিও দিতে পারেন।

আল্লাহ বলেন,

وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ

"এ ছাড়া অন্যান্য পাপ তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন।" (সূরাহ নিসা, ৪ : ৪৮)

আমরা কাউকে পরিণাম কিংবা (অস্পষ্ট) কথার আবশ্যক ফলাফলের ভিত্তিতে তাকফির করি না। আবশ্যক ফলাফলের ভিত্তিতে তাকফিরের মাযহাব (মত) কোনো মাযহাবই না।[৯৬]

বিদআতিদের ওপর মুতলাক (শর্তহীন) হুকুম প্রয়োগ এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর হুকুম প্রয়োগে আমরা পার্থক্য করি। আমরা কোনো মুসলিমকে তার কৃত গুনাহের কারণে কাফির বলি না। ইমাম তাহাবির মতো আমরাও বলি না,

«لا يضر مع الإيمان ذنب»

"ঈমানের সাথে পাপ কোনো ক্ষতি করতে পারে না।"[৯৭]

বরং এমন কিছু পাপ আছে, যার কারণে ঈমান কমে যায় কিংবা চলে যায়। আমরা ইসলামবিরোধী কিংবা ইসলাম-অবমাননাকারী সকল দ্বীন থেকে বারাআত (সম্পর্কচ্ছেদ) ঘোষণা করছি। ইসলাম-বিরোধী সমস্ত বাতিল ধর্ম ও নষ্ট মতাদর্শকে আমরা অস্বীকার করি। যারা আল্লাহর সঙ্গে আইন প্রণয়ন করে বা এমন বিধিব্যবস্থা

---

[৯৬] কারও কথার পরিণাম বা ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে তাকফির করা আরেক ভুল ও বাড়াবাড়ি। কেউ সুস্পষ্ট কুফরি কথা বলল না, তবে তার এই কথার ফলাফল কুফর-ই হয়—কিন্তু সে এটা জানেই না যে, তার কথার ফলাফল কুফর হয় বা এটা তার মনেও আসেনি—তাহলে তার কথার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে তাকফির করা যাবে না। এটা একপ্রকার যুলুম। যে যেটা দাবি করেনি বা বলেনি, সেটা তার ওপর চাপিয়ে দেয়া। এটা তো তার প্রতি মিথ্যারোপ। অনেকেই এই ভুলের শিকার। যেমন, কেউ মনে করল যে, তাগূতকে তাকফির না করা ও প্রকাশ্যে শত্রুতার ঘোষণা না দেয়া মানেই তাগূতকে বন্ধু হিসেবে নেয়া। আর যে তাগূতকে বন্ধু হিসেবে নেবে সে তো কাফির। এভাবে ভ্রান্ত ফলাফল দাঁড় করিয়ে অনেকেই তাকফিরে লিপ্ত হয়। এটা সম্পূর্ণ ভুল ও উগ্রতা। (দেখুন : আর-রিসালাতুস সালাসিনিয়াহ ফিত-তাহযির মিনাল গুলু ফিত-তাকফির, মুখতাসার) [ভা.স.]

[৯৭] কিতাবুত তাহাবিয়াহ, তাহকিক আলবানি, পৃষ্ঠা : ৩১৬

Scanned by CamScanner

প্রতিষ্ঠা করে যার দিকে মানুষ ফায়সালার জন্য যায়; কিংবা যারা সংবিধান রচনা করে—আমরা তাদের তাকফির করি।

Scanned by CamScanner

অধ্যায় : ছাব্বিশ
মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব ঈমানের অন্তর্ভুক্ত

আমরা ভালোবাসা, আনুগত্য ও সুন্নাতকে সাহায্যের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছি। আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«لا يؤمن عبدٌ حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين»

"তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পরিবার, ধনসম্পদ এবং সকল মানুষের চেয়ে প্রিয় হই।"[৯৮]

আল্লাহ বলেন,

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

"যে রাসূলের আনুগত্য করে সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে ফিরে যায়, আমি তো তোমাকে তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি।" (সূরাহ নিসা, ৪ : ৮০)

وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো, যাতে তোমরা অনুগ্রহ লাভ করতে পারো।" (সূরাহ আলে ইমরান, ৩ : ১৩২)

আমরা মুমিনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করি, তাদের সমর্থন করি। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ, নম্রতা, অনুগ্রহের পাখা মেলে দেয়া এবং ঈমান অনুযায়ী ভালোবাসার মাধ্যমে আমরা পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করি।

---

[৯৮] সহিহ বুখারি : ১/৫৮ (১৪); সহিহ মুসলিম : ১/৬৭ (৬৯)

Scanned by CamScanner

আল্লাহ বলেন,

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ

"ঈমানদার পুরুষেরা ও ঈমানদার নারীরা একে অপরের সুহৃদ।" (সূরাহ তাওবাহ, ৯ : ৭১)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَسَوْفَ يَأْتِى ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥٓ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ

"হে ঈমানদারেরা, তোমাদের যারা নিজ দ্বীন ত্যাগ করবে তাদের স্থানে আল্লাহ এমন একদল লোক নিয়ে আসবেন যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুমিনদের প্রতি নরম আর কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে।" (সূরাহ মায়িদাহ, ৫ : ৫৪)

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

"মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল; আর তার সঙ্গীরা কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেরা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল।" (সূরাহ ফাতহ, ৪৮ : ২৯)

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَوا۟ وَّنَصَرُوٓا۟ أُو۟لَٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ

"যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে ও নিজেদের জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে এবং যারা (তাদেরকে) আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে তারা সবাই একে অপরের মিত্র।" (সূরাহ আনফাল, ৮ : ৭২)

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"ঈমানদার পুরুষেরা ও ঈমানদার নারীরা একে অপরের সুহৃদ। তারা ভালো কাজের আদেশ দেয় ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, সালাত কায়িম করে ও যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরাহ তাওবাহ, ৯ : ৭১)

Scanned by CamScanner

কবিরা গুনাহকারী ও অবাধ্য হওয়া সত্ত্বেও সব আহলুল কিবলার জন্যই ঈমানি ভ্রাতৃত্ব সাব্যস্ত। আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

"মুমিনরা বস্তুত ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের ভাইদের মাঝে মীমাংসা করে দিয়ো।" (সূরাহ হুজরাত, ৪৯ : ১০)

فَمَنْ عُفِىَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ

"তবে কাউকে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছুটা মার্জনা করা হলে সে ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থাগ্রহণ করাই উচিত।" (সূরাহ বাকারাহ, ২ : ১৭৮)

Scanned by CamScanner

❀

অধ্যায় : সাতাশ
কাফিরদের সাথে শত্রুতা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত

আমরা কাফির-মুশরিক এবং মুরতাদের প্রতি শত্রুতা, বিদ্বেষ ও ক্রোধ প্রকাশ করি। আমরা তাদের কুফর, শিরক, মতাদর্শ, কানুন ও শরিয়ত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আমরা প্রকাশ্যে দিবালোকে তা ঘোষণা করি। আমরা আল্লাহর ক্ষেত্রে নবি-রাসূলদের অনুসরণে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করি না। আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦٓ إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى فَإِنَّهُۥ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِى عَقِبِهِۦ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

"যখন ইবরাহিম তার পিতা ও নিজ সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা যাদের ইবাদাত করো তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তবে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি এর ব্যতিক্রম। নিশ্চয়ই তিনি আমাকে সুপথ দেখাবেন।' ইবরাহিম এই কথাটিকে তার পরবর্তী বংশধরদের জন্য একটি স্থায়ী বাণীরূপে রেখে গিয়েছে, যাতে তারা (সৎপথে) ফিরে আসে।" (সূরাহ যুখরুফ, ৪৩ : ২৬-২৮)

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَٰهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ ۖ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ

"তোমাদের জন্য ইবরাহিম ও তার সঙ্গীদের মাঝে উত্তম আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত করো তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরক প্রত্যাখ্যান করলাম এবং আমাদের ও তোমাদের মাঝে

Scanned by CamScanner

চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হলো, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো।' তবে ইবরাহিম তার বাবাকে বলেছিল— আমি তোমার জন্য অবশ্যই) ক্ষমা চাইব; যদিও আল্লাহর সামনে তোমার জন্য আমার কিছু করার ক্ষমতা নেই। ও রব, আমরা তোমার ওপরই ভরসা করেছি, তোমার দিকেই মুখ ফিরিয়েছি এবং তোমার কাছেই প্রত্যাবর্তন।' (সূরাহ মুমতাহিনা, ৬০ : ৪)

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَوْ كَانُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَٰنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَٰنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

"যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। আল্লাহ তাদের অন্তরে ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদের শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দিয়ে। তিনি তাদের জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখো, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।" (সূরাহ মুজাদালাহ, ৫৮ : ২২)

Scanned by CamScanner

অধ্যায় : আটাশ
ওলিদের কারামাতের ওপর ঈমান

আমরা ওলিদের কারামাতে বিশ্বাস করি। কারামাত হচ্ছে কিছু অলৌকিক বিষয় যা আল্লাহ তাঁর কিছু সৎ বান্দার হাতে—তাঁদের সম্মানার্থে—প্রকাশ ঘটান। আল্লাহ বলেন,

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ۝ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

"জেনে রাখো আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। যারা ঈমান এনেছে ও ভয় করে, তাদের জন্য পৃথিবীর জীবনে ও পরকালে সুসংবাদ রয়েছে। আল্লাহর কথার কোনো নড়চড় হয় না। এটাই মহাসাফল্য।" (সূরাহ ইউনুস, ১০ : ৬২-৬৪)

আর প্রত্যেক অলৌকিক ঘটনাই কিন্তু কারামাত নয়, বরং তা কখনো ইসতিদরাজ[৯৯] হয়ে থাকে কিংবা কোনো জাদুকর বা প্রতারক থেকে প্রকাশ পেয়ে থাকে। কারামাতের আলামত হলো আনুগত্য। এটা সঠিক পথপ্রাপ্তদের সাথে সম্পর্কিত। আর জাদুর আলামাত কুফর ও অবাধ্যতা। আর এটা খাসভাবে পথভ্রষ্টদের সাথে সম্পৃক্ত।

[৯৯] কাফির কিংবা পাপী ব্যক্তি থেকে আলৌকিক কিছু প্রকাশ পাওয়াকে ইসতিদরাজ বলে। [ভা.স.]

Scanned by CamScanner

❀

অধ্যায় : ঊনত্রিশ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার এবং তাঁর সাহাবিদের ভালোবাসা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের ভালোবাসা এবং আমাদের জিহ্বা ও হৃদয়কে তাঁদের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত রাখা দ্বীন। এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহর সামনে নতি স্বীকার করি এবং তা এমন অকাট্য মৌলিক বিষয় যা দ্বীনের আবশ্যক জ্ঞাতব্য বিষয়। আমরা তাঁদের কারও থেকে দায়মুক্ত হতে পারব না। যারা তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, আমরাও তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। তাঁদের ভালোবাসা এবং প্রতিরক্ষা করা আমাদের দ্বীন। তাঁরা ছিলেন ঈমানের দিক দিয়ে সবচেয়ে পরিপূর্ণ মানুষ। আনুগত্য ও জিহাদের দিক দিয়ে মহান। আল্লাহ তাঁদেরকে তাঁর নবির সুহবতের জন্য নির্বাচিত করেছেন। তাঁদেরকে তাঁর রিসালত বহন করার জন্য এবং মানুষের কাছে তা পৌঁছে দেয়ার জন্য মনোনীত করেছেন। আমাদের নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর তাঁরাই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। আল্লাহ বলেন,

وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

"প্রথমদিকের মুহাজির ও আনসারদের প্রতি এবং তাদের যথার্থ অনুসারীদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তাই আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এটাই তো বড় সাফল্য।" (সূরাহ তাওবাহ, ৯ : ১০০)

Scanned by CamScanner

কবি বলেন,

মুস্তাফার পবিত্র ঘরবাসী
এবং নির্বাচিত তাঁর সম্মানিত অনুসারী

সুদৃঢ় কুরআনে বিবৃত
সারা জগতের স্রষ্টার প্রশংসিত

বিজয়, দৃঢ়তা, যুদ্ধ
এবং আরও কিছু তাঁদের চরিত্রে পূর্ণ

তেমনি এসেছে তাওরাত ইনজিলে
তাঁদের গুণাবলি বিশদভাবে

রাসূলের হাদিসে তাঁদের আলোচনা
ভূখণ্ডে হয়ে গেছে সূর্যের পথচলা

যেসব ব্যক্তি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছেন অথবা তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছেন এবং তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন, তাঁরা সাহাবির অন্তর্ভুক্ত। সেই সান্নিধ্য দিনের কিছু মুহূর্ত হলেও তাঁরা সাহাবি। তাঁরা প্রত্যেকেই ন্যায়পরায়ণ। কারণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের ন্যায়পরায়ণ সাব্যস্ত করেছেন।

তাঁদের পরস্পর বিতর্কিত বিষয়গুলো থেকে আমরা হাত গুটিয়ে রাখি। এসব বিষয়ে তাঁদের কারও ইজতিহাদ সঠিক হয়েছে এবং কারও ইজতিহাদ ভুল হয়েছে। তাঁরা ভুলের ঊর্ধ্বে ছিলেন না। আমরা বিশ্বাস করি নবিদের পর এই উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন চারজন—আবু বকর, উমর, উসমান, আলি রাদিআল্লাহু আনহুম। তাঁরা ছিলেন খুলাফা রাশিদিন আল-মাহদিয়িন। নবুওয়াতের খিলাফাত ছিল তাঁদের মাঝে।

Scanned by CamScanner

অধ্যায় : ত্রিশ
প্রতিশ্রুতি এবং শাস্তিপ্রদানের ওপর ঈমান

আমরা প্রতিশ্রুতি এবং শাস্তিপ্রদানের বিষয়ে বিশ্বাস করি। এ ব্যাপারে যা আলোচনা এসেছে আমরা মেনে নিই। যে ব্যক্তি বাহ্যত ইসলামের ওপর মারা যায় আমরা তাকে সামগ্রিকার্থে জান্নাতিদের অন্তর্ভুক্ত বলে সাক্ষ্য দিই। আমরা জানি না আল্লাহর কাছে বান্দার শেষটা কেমন হবে। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وهو من أهل النار، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار، فيما يبدو للناس، وهو من أهل الجنة».

"এমন কিছু বান্দা আছে যাদের ব্যাপারে মানুষজন জানবে যে তারা জান্নাতিদের আমল করে কিন্তু তারা জাহান্নামিদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর এমন কিছু বান্দা আছে যাদের ব্যাপারে মানুষজন জানবে তারা জাহান্নামিদের আমল করে, কিন্তু তারা জান্নাতিদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[১০০]

আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, কাফির, মুশরিক, মুরতাদ জাহান্নামিদের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদেরকে জান্নাতি বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন আমরাও তাঁদের জান্নাতি সাক্ষ্য দিচ্ছি। যেমন, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন। উক্কাশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, ওই কালো মহিলা যিনি মসজিদ পরিষ্কার করতেন, আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম, ইয়াসিরের পরিবার, বিলাল ইবনু রবাহ, খাদিজা বিনতু খুয়াইলিদ, ফাতিমা বিনতু মুহাম্মাদ, রাসূলের সকল স্ত্রী এবং আরও বিভিন্নজন। আর যাদের জাহান্নামি হবার ব্যাপারে নস[১০১] এসেছে, আমরাও তাদের জাহান্নামি সাক্ষ্য

---

[১০০] সহিহ বুখারি, কিতাবুল মাগাযি : ৪২০৭

[১০১] নস (نص) শব্দের অর্থ মূল পাঠ, মূল সুত্র, Text। বহুবচনে নুসুস (نصوص)। পরিভাষায়, কুরআন ও হাদিসের ভাষ্যকে নুসুস বলা হয়। [ভা.স.]

Scanned by CamScanner

দিচ্ছি। যেমন, আবু লাহাব এবং তার স্ত্রী। আমরা কাউকে নির্দিষ্ট করে দৃঢ়ভাবে জান্নাতি বা জাহান্নামি বলতে পারব না। তবে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাদের দৃঢ়ভাবে জান্নাতি বা জাহান্নামি বলেছেন, তাদের কথা আলাদা।

যেসব লোকের বিষয়ে ভীতিপ্রদর্শন দেখানো হয়েছে, আমরা তাদের ব্যাপারে 'আযাব আবশ্যক' বলতে পারি না। হয়তো আল্লাহ আনুগত্য, শাফাআত, তাওবাহ, মুসিবত এবং অসুস্থতার মাধ্যমে তাকে ক্ষমা করে দেবেন। মুমিনদের দেয়া জান্নাতের প্রতিশ্রুতি এবং তাওহিদে বিশ্বাসী পাপীদের আযাবে আমরা বিশ্বাস করি। আর কাফির-মুশরিকদেরকে জাহান্নামের দেয়া প্রতিশ্রুতিও সত্য। আর তিনি ওয়াদার খিয়ানত করেন না। আল্লাহ বলেন,

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا ۚ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا

"আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আমি তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাব যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা অনন্তকাল বাস করবে। এটা আল্লাহর সত্য ওয়াদা। কথায় আল্লাহর চেয়ে সত্যবাদী আর কে আছে?" (সূরাহ নিসা, ৪ : ১২২)

কিন্তু তিনি তাওহিদে বিশ্বাসী পাপীদের নিজ অনুগ্রহ ও দয়ায় ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ তাওহিদে বিশ্বাসীদের ক্ষমা করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেই সাথে অন্যদের ক্ষমা না করে দেয়ারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

Scanned by CamScanner

অধ্যায় : একত্রিশ
ঈমানের অন্তর্ভুক্ত একটি অধ্যায়

আমরা সৎ কাজের আদেশ দিই এবং অসৎ কাজে নিষেধ করি। দ্বীনের এই শাআয়ির[১০২] প্রতিষ্ঠিত করার পথে মাখলুকের কষ্ট সহ্য করার উপদেশ দিই। আর এটি জামাআহ হিফাযত করার মাধ্যম। আল্লাহ বলেন,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

> "তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি যাদেরকে মানুষের জন্য আবির্ভূত করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজ করার আদেশ দাও, খারাপ কাজ করতে বারণ করো এবং আল্লাহকে বিশ্বাস করো। কিতাবধারীরা যদি ঈমান আনত তাহলে তা তাদের জন্য মঙ্গলজনক হতো। তাদের মাঝে কিছু ঈমানদার আছে, তবে তাদের অধিকাংশই ফাসিক।" (সূরাহ আলে ইমরান, ৩ : ১১০)

আমরা বিশ্বাস করি পাপ কাজের আদেশ না করা পর্যন্ত উলুল আমরের (মুসলিম শাসক, ইমাম বা খলিফা) কথা শোনা ও তাঁদের আনুগত্য করা মুসলিমদের জন্য আবশ্যক।[১০৩] কোনো পাপ কাজের আদেশ করলে তাদের আনুগত্য জায়িয নেই এবং হালালও নয়। কেবল সৎ কাজের ক্ষেত্রেই তাঁদের আনুগত্য করা হবে। তাদের দেয়া কষ্টে আমরা ধৈর্যধারণ করব। কুফর ছাড়া অন্য কোনো সীমালঙ্ঘনের জন্য

---

[১০২] শাআয়ির (شعائر) শব্দটি শায়িরাতুন (شَعِيرَة)-এর বহুবচন। শায়িরাতুন (شَعِيرَة) হলো প্রতীক, চিহ্ন, নিদর্শন। সুতরাং দ্বীনের শাআয়ির হলো এমনকিছু বস্তু, আমল বা স্থান যা আল্লাহ সম্মানিত করেছেন এবং যা দ্বীনের নিদর্শন বা চিহ্ন হিসেবে পরিচিত। যেমন দাড়ি, টুপি ইত্যাদি দ্বীনের শাআয়ির। [ভা.স.]

[১০৩] মানবরচিত শরিয়ত বা সংবিধানের শাসক উলুল আমর নয়। একমাত্র ইসলামি শরিয়ত দিয়ে শাসনকারী শাসকই উলুল আমর। [ভা.স.]

Scanned by CamScanner

তাঁদের বিরুদ্ধে তরবারি উঠানো আমরা জায়িয মনে করি না, বরং আমরা তাঁদের উপদেশ দেবো। আর সৎ ও সঠিক পথে থাকার জন্য দুআ করব।

আমরা বিশ্বাস করি, মিম্বারে শাসকদের জন্য দুআ করা জুমুআর বিদআতের অন্তর্ভুক্ত। নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সম্মানিত সাহাবিদের থেকে তা বর্ণিত হয়নি। আর এটি তাদের আনুগত্যে দাখিলের আলামত। আমরা প্রত্যেক মুসলিমকে উপদেশ দেবো। সৎ ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করব। পাপাচারী হলেও মুসলিমদের উলুল আমরের নেতৃত্বে আমরা জুমুআহ, জামাআত এবং হজ্জ ও জিহাদ প্রতিষ্ঠা করব। একমাত্র বিদআতিরাই এ বিষয়ে ভিন্নতা পোষণ করে। আমরা পরস্পরকে ধৈর্যধারণ, বিপদ ও পরীক্ষার সময় অটল থাকা এবং সাচ্ছন্দ্য থাকা অবস্থায় শুকরিয়া আদায় করার উপদেশ দিই। আমাদের জন্য আমাদের রব যা লিখে রেখেছেন এবং নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকি এবং তা মেনে নিই। আমরা আল্লাহর কাছে বিপদ চাওয়া এবং শত্রুর মুখোমুখি হবার আকাঙ্ক্ষা থেকে বিরত থাকি। কারণ, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية»

"তোমরা শত্রুর সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা করো না, বরং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাও।"[১০৪]

আমরা মুসিবত এবং দ্বীনের সাহায্যের ক্ষেত্রে দুনিয়াবি উপকরণ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার ওপর নির্ভরশীল হই না। আবার আমরা আসবাবগ্রহণ থেকেও উদাসীন নই। যখন আমরা ঈমান আনব, ক্ষমা প্রার্থনা করব, তখন সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসবে।

صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم

---

[১০৪] সহিহ বুখারি, কিতাবুত তামান্নি : ১৫/১৪১ (৭২৩৭)

Scanned by CamScanner

আকিদার ইলম ফরযে আইন! মুসলিম হওয়ার জন্য যেসব বিশ্বাস ও মূলনীতির উপর ঈমান আনতে হবে, এসব বিষয় জানা এবং মানা প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরয। এই বইটিতে সেই ফরয ইলমকে খুব সহজ ভাষায়, অল্প কথায়, চমৎকারভাবে উপাস্থাপন করা হয়েছে। আল্লাহর পরিচয় থেকে শুরু করে মুসলিম হওয়ার জন্য যেসব বিষয়ে বিশ্বাস রাখতে হবে সেসব বিষয়, ওয়ালা বারা থেকে ঈমানের ওঠানামা, তাকদির থেকে শেষ জমানার ফিতনার বিষয়—দাজ্জাল, ঈসা আলাইহিসসালাম, ইয়াজুজ মাজুজ, কিয়ামত, হাশর, কবর—সবকিছু আকিদার অংশ। এসব বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা, ভুল বিশ্বাস, অবিশ্বাস, সন্দেহ—ঈমান খতরায় ফেলে দিতে পারে। ঈমানহারাও হয়ে যেতে পারে যে কেউ।

আহামরি পড়াশোনা না করে কেউ ক্লাসে ভালো করলে সবাই বলে—তার ব্যাসিক ঠিক আছে। ব্যাসিক ঠিক থাকলে সব ঠিক। আকিদারও কিছু ব্যাসিক আছে, এটা নড়বড়ে হয়ে গেলে সব শেষ। সেই ব্যাসিক ঠিক করতেই এই বই—**'আকিদার সহজ পাঠ'**।

9 789849 591504

سيرة

Scanned by CamScanner